বর্ষ ২৯ । সংখ্যা ৩৩৮ । অক্টোবর ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

সম্পাদক
জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন
সহযোগী সম্পাদক
মো. ইউসুফ খান
সহসম্পাদক
মো. সাবিরুল ইসলাম
গোলাম রব্বানী
জোনাইদ হোসেন
মো. আবু তাহের
সোয়েব হোসেন আকিল
পরিকল্পনা সমন্বয়ক
মো. বাইচ উদ্দিন
মো. রফিকুল ইসলাম
মো. সাজ্জাদ হোসেন
সোহাইল আহমেদ
কাউসার আফরাদ
জয়নুল হক
চিত্রা পাল
পরামর্শক
আরিফ খান মিরণ
শিল্প নির্দেশক
মো. মাইনুল ইসলাম
সানিয়া জিহা ও মারিয়া নেহা
গ্রাফিক্স
নূর নবী বাবর
বর্ণবিন্যাস
আবদুল করিম কাজল
রাফি উদ্দিন খান
বিজ্ঞাপন
এইচ এ কাইউম
০১৭১১ ৮৭১১৩৬

দাম : ৩০ টাকা

সর্বমানবের পারস্পরিক বন্ধন

'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এই বিশ্বাস বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মানুষের মৌলিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা দুর্যোগের মধ্যে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে, কিন্তু থেমে থাকিনি। নতুন করে কল্যাণের পথ তৈরি করেছি। এ প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করেছে। কেননা, মানুষ স্বপ্নবান, সম্ভাবনার দুয়ার খুলে নতুন সৃষ্টিকে স্বাগত জানানোই তার বৈশিষ্ট্য।

জুলাই অভ্যুত্থানে বিগত সরকার পতনের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক, বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক। দেশ গঠনে এ সরকার ইতিমধ্যে অনেক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া একটি ভাষণে সরকারের ব্যর্থতার কথাও বলেন। এ স্বীকারোক্তিও মানুষকে আশান্বিত করে। আমরা এটা জানি, দ্রুততম সময়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে আমরা আশা করি, সরকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার পথে এগিয়ে যাবে।

আমরা মনে করি, এককভাবে কোনো সরকারের পক্ষে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সেখানে জনগণ, প্রশাসন ও সব রাজনৈতিক দলের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা দরকার। বলছিলাম, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সুশাসন, বাকস্বাধীনতা; সর্বোপরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা আমাদের সবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমরা যেন সেকথা ভুলে না যাই।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

যোগাযোগ

অফিস
নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০, E-mail : ca@professorsprokashon.com
০১৩২৪২৫৪৬০৮, ০১৩২৪২৫৪৬০৯ /professorscurrentaffairs

গ্রাহক ও এজেন্ট
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮ (বিকাশ)

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন-এর ছাপাখানা সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

BCS কনফিডেন্স-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পরিচালিত

CAREER MAP

স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রায় পাশে থাকার অঙ্গীকার

ব্যাংক জব: • প্রিলি. • লিখিত • ভাইভা

- পেট্রোবাংলা
- প্রাইমারি
- শিক্ষক নিবন্ধন
- নন-ক্যাডার (১১-২০তম গ্রেড)

অফলাইন ও অনলাইন কোর্সে ভর্তি চলছে

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সিইও, ক্যারিয়ার ম্যাপ ও
ডিএমডি, বিসিএস কনফিডেন্স

অনলাইন	মালিবাগ	মিরপুর-১০	নীলক্ষেত
01896-061992 01896-061993	01907-070733/34 ২৬০/৫ (৪র্থ তলা), মালিবাগ মোড়, হোসাফ টাওয়ারের পাশে	01896-062010/11 বাসা নং-১২, (লিফট-৫) আখন্দ টাওয়ার ফলপট্টি গলি, মিরপুর-১০	01896-061997/98 রাফিন প্লাজা (৪র্থ তলা) নীলক্ষেত, ঢাকা।

ফার্মগেট	চট্টগ্রাম চকবাজার
01907-070738/39 ২২ ইন্দিরা রোড, রাশেদ বুকস্-এর ৪র্থ তলা ফার্মগেট, ঢাকা।	01896-062001/02 বিটি কোচিং ভবন, চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম

Facebook Page:
facebook.com/CareerMapBD

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ গার্মেন্টিস প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর: ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন।

প্রশ্ন: বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কয়টি ধারায় সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়?
উত্তর: ১৭টি ধারায়।

প্রশ্ন: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত, আহত ও নিখোঁজ বা গুম ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহের জন্য খোলা ওয়েব পোর্টালের নাম কী?
উত্তর: রেডজুলাই ডট লাইভ (redjuly.live)।

প্রশ্ন: বিশ্বের প্রথম রোবোটিক হার্ট প্রতিস্থাপিত হয় কোন দেশে?
উত্তর: সৌদি আরবে।

প্রশ্ন: ফিলিস্তিনির গাজায় হামলার পর শিশুদের পোলিও টিকাদান কার্যক্রম কবে শুরু হয়?
উত্তর: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

প্রশ্ন: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোন কর্মসূচি পালন করে?
উত্তর: শহীদি মার্চ।

প্রশ্ন: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) নতুন চেয়ারম্যানের নাম কী?
উত্তর: অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজ।

প্রশ্ন: কবে থেকে দেশের সকল সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়?
উত্তর: ১ অক্টোবর ২০২৪।

প্রশ্ন: 'কাসালং' নদী কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর: রাঙ্গামাটি।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার পর প্রথম ঋণ খেলাপীদের তালিকা কবে প্রকাশ করা হয়?
উত্তর: ১৯ মে ১৯৯১।

প্রশ্ন: বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী ভিসি পদে নিয়োগ পান কে?
উত্তর: অধ্যাপক ড. শুচিতা শারমিন।

প্রশ্ন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের মধ্যে বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

প্রশ্ন: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত দেশে পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানার সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ২২৯টি।

প্রশ্ন: বর্তমানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কে?
উত্তর: অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

প্রশ্ন: দেশের ২৭তম পররাষ্ট্র সচিব কে?
উত্তর: মো. জসীম উদ্দিন।

প্রশ্ন: দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ কী?
উত্তর: বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানী ঢাকার দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি চিত্রের সংকলন।

প্রশ্ন: SVRS ২০২৩-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি) কত?
উত্তর: ১,১৭১ জন।

প্রশ্ন: SVRS ২০২৩-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী (৭+ তদূর্ধ্ব) সাক্ষরতার হারে শীর্ষ জেলা কোনটি?
উত্তর: পিরোজপুর (৯০.৬%)।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: 'স্টর্ম শ্যাডো' কী?
উত্তর: স্টর্ম শ্যাডো হলো একটি অ্যাংলো-ফরাসি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যার সর্বোচ্চ পরিসীমা প্রায় ২৫০ কিমি। ফরাসিরা এই ক্ষেপণাস্ত্রকে 'স্কাল্প' বলে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি কোন পাখি নিউজিল্যান্ডের সেরা পাখি নির্বাচিত হয়?
উত্তর: হোইহো।

প্রশ্ন: আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নতুন রাজধানীর নাম কী?
উত্তর: শ্রী বিজয় পুরম।

প্রশ্ন: চামরান-১, সোরাইনা উপগ্রহ ২টি কোন দেশ তৈরি করে?
উত্তর: ইরান।

প্রশ্ন: S120B কোন দেশের গোয়েন্দা বিমান?
উত্তর: সুইডেন।

প্রশ্ন: চাঁদিপুরা ভাইরাস *Chandipura vesiculovirus* (CHPV) কবে প্রথম শনাক্ত হয়?
উত্তর: ১৯৬৫ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রের চাঁদিপুরা গ্রামে।

প্রশ্ন: ভারতে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সেমিকন্ডাক্টর তৈরির কারখানার (ফ্যাব) নাম কী?
উত্তর: শক্তি (এ কারখানা নির্মিত হবে ২০২৫ সালে)।

প্রশ্ন: প্রস্তাবিত মিসরের নতুন রাজধানীর নাম কী?
উত্তর: নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (NAC)।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (ISI)-এর নতুন মহাপরিচালকের নাম কী?
উত্তর: লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ আসিম মালিক।

প্রশ্ন: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি (Pact for the Future) অনুমোদন করে কবে?
উত্তর: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

প্রশ্ন: শ্রীলংকার তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: হরিনি অমরসুরিয়া।

প্রশ্ন: সম্প্রতি বন্ধ হতে যাওয়া ট্রাম কলকাতায় প্রথম চালু হয় কবে?
উত্তর: ১৮৭৩ সালে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সকল ফরম্যাটে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রানের মালিক কে?
উত্তর: মুশফিকুর রহিম।

প্রশ্ন: ২০২৪ সালের প্যারিস প্যারালিম্পিকে সর্বাধিক সোনা জিতে কোন দেশ?
উত্তর: চীন (৯৪টি)।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাঁ-হাতি স্পিনারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি কে?
উত্তর: সাকিব আল হাসান (৭০৭)।

ইউরোপের উত্তর পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটে একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য

CamScanner

সংবাদ সমাচার

গত সংখ্যার বাকি অংশ

আন্তর্জাতিক ♦ ২৭.০৮.২০২৪ । মঙ্গলবার

— জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক সতর্কতা জারি করেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

বাংলাদেশ ♦ ২৮.০৮.২০২৪ । বুধবার

— নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ২৯.০৮.২০২৪ । বৃহস্পতিবার

— উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

— জাপানে আঘাত হনে সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন শানশান।

বাংলাদেশ ♦ ৩০.০৮.২০২৪ । শুক্রবার

— গুমবিরোধী কনভেনশনের স্বাক্ষরিত অনুলিপি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক

— ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় পোলিও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্তত তিনদিনের জন্য মানবিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল।

— আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মিশনকে (UNAMA) সহায়তা না দেওয়ার ঘোষণা দেয় তালেবান।

বাংলাদেশ ♦ ৩১.০৮.২০২৪ । শনিবার

— ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোলের মূল্য পুনঃনির্ধারণ/সমন্বয় করা হয়।

সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ ♦ ০১.০৯.২০২৪ । রবিবার

— বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (BNP) ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

— সকল সরকারি কর্মচারীকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে নির্দেশ দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক

— আজারবাইজানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ০২.০৯.২০২৪ । সোমবার

— কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আনুষ্ঠানিভাবে বাতিল করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)।

— বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নাগরিক ঐক্য এবং গণ অধিকার পরিষদকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয়।

আন্তর্জাতিক

— মিয়ানমারের ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স হিসেবে পরিচিত তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে জান্তা সরকার।

বাংলাদেশ ♦ ০৩.০৯.২০২৪ । মঙ্গলবার

— প্রথমবারের মতো পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল।

আন্তর্জাতিক

— ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভায় অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল'স অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪ পাস।

বাংলাদেশ ♦ ০৪.০৯.২০২৪ । বুধবার

— বাংলাদেশে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু।

— বাংলাদেশে বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ৪০ লাখ ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয় জাতিসংঘ।

আন্তর্জাতিক

— চীনের বেইজিংয়ে তিনদিনব্যাপী নবম চীন-আফ্রিকা সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ০৫.০৯.২০২৪ । বৃহস্পতিবার

— ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের এক মাস পূর্তিতে 'শহীদি মার্চ' কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

— প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারগন পদত্যাগ করেন।

— উপদেষ্টা পরিষদের সভায় 'জাতীয় জিন ব্যাংক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

— ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মিশেল বার্নিয়ের।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৬.০৯.২০২৪ । শুক্রবার

— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৬ জুলাইকে 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ০৭.০৯.২০২৪ । শনিবার

— চীন-ফিলিপাইনের পর ভিয়েতনামে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়াগি আঘাত হানে।

বাংলাদেশ ♦ ০৮.০৯.২০২৪ । রবিবার

— ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জাতীয় নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
৩৮	৩	১৫	১৬৬	১৫৮
৭২	১	২১	প্লবগ	উরগ
৭৪	১	৩১	নয়নতারা	নয়নচারা

আপডেট

এ সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠার সংশোধনী : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, এবারের HSC ও সমমানের ফলাফল শুধুমাত্র SSC ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে।

যুক্তরাজ্য চারটি দেশ নিয়ে গঠিত— ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশ ♦ ০৯.০৯.২০২৪ । সোমবার

— 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি।

আন্তর্জাতিক ♦ ১০.০৯.২০২৪ । মঙ্গলবার

— মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কামলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ১১.০৯.২০২৪ । বুধবার

— অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দ্বিতীয়বারের মতো ভাষণ দেন।

আন্তর্জাতিক

— ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রথম বিদেশ সফরে ইরাক যান।

আন্তর্জাতিক ♦ ১২.০৯.২০২৪ । বৃহস্পতিবার

— মহাশূন্যে মহাকাশযানের বাইরে প্রথম অপেশাদার ক্রু হিসেবে 'স্পেসওয়াক' সম্পন্ন করেন দুই মার্কিন নাগরিক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ও সারাহ গিলিস।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩.০৯.২০২৪ । শুক্রবার

— রোমানিয়ার কাছে ৭২০ কোটি ডলারে কয়েক ডজন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির চুক্তির অনুমোদন দেয় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

— রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম আরটির ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন।

— সৌদি আরব বিশ্বে প্রথমবারের মতো 'রোবোটিক হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৪.০৯.২০২৪ । শনিবার

— ইরান মহাকাশে 'চামরান-১' (Chamran-1) নামের গবেষণা স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে।

বাংলাদেশ ♦ ১৫.০৯.২০২৪ । রবিবার

— বাংলাদেশকে ২০ কোটি ডলারের বেশি উন্নয়ন সহযোগিতা দেওয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ♦ ১৬.০৯.২০২৪ । সোমবার

— পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত।

— বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের জন্য জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দলকে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন।

বাংলাদেশ ♦ ১৭.০৯.২০২৪ । মঙ্গলবার

— রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পায় গণসংহতি আন্দোলন।

— গ্রেপ্তার ও বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার মত সুযোগ দিয়ে সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয় সরকার।

— ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হতাহতদের সহায়তায় গঠিত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকার সহায়তা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৮.০৯.২০২৪ । বুধবার

— জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ECNEC) সভায় আপাতত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

আন্তর্জাতিক

— ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশটির লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে আয়োজনের জন্য 'এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাব অনুমোদন দেয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৯.০৯.২০২৪ । বৃহস্পতিবার

— অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।

বাংলাদেশ ♦ ২০.০৯.২০২৪ । শুক্রবার

— চালু হওয়ার প্রায় দুই বছর পর প্রথমবারের মতো সপ্তাহে সাতদিনই চলতে শুরু করে মেট্রোরেল।

আন্তর্জাতিক

— যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভার্জিনিয়া, সাউথ ডাকোটা ও মিনেসোটায় আগাম ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ২১.০৯.২০২৪ । শনিবার

— শ্রীলংকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

— যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগের (কোয়াড) পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ২২.০৯.২০২৪ । রবিবার

— বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন ২০২৩-এর ধারা ৩-এর উপধারা (১)-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠন করা হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড।

আন্তর্জাতিক

— জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বৈশ্বিক সহযোগিতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি 'ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি' অনুমোদন করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৩.০৯.২০২৪ । সোমবার

— প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ দাখিল করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ২৪.০৯.২০২৪ । মঙ্গলবার

— বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের সংখ্যা ৭০৮ জন উল্লেখ করে হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ।

— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ২৫.০৯.২০২৪ । বুধবার

— বিশ্বব্যাংক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে ৩.৫ বি.মা.ড. দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

শীর্ষ সংবাদ

২৮ আগস্ট	: সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।
২৯ আগস্ট	: বাংলাদেশ গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।
১০ সেপ্টেম্বর	: জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন।
	: জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য না হয়েও সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আসন পায় ফিলিস্তিন।
	: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন শুরু।
১৩ সেপ্টেম্বর	: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এমপক্সের প্রথম টিকার অনুমোদন।
১৭ সেপ্টেম্বর	: জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের সুবর্ণজয়ন্তী।
	: লেবাননের রাজধানী বৈরুতসহ আরও কয়েকটি এলাকায় পেজার বিস্ফোরণ।
২৩ সেপ্টেম্বর	: শ্রীলংকার দশম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকের দায়িত্ব গ্রহণ।
২৭ সেপ্টেম্বর	: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ভাষণ দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

CamScanner

সাম্প্রতিক MCQ
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কয়টি?
ক) ৪০টি খ) ৪১টি গ) ৪২টি ঘ) ৪৩টি

২. বাংলাদেশের ৪৩তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কোনটি?
ক) কুমিল্লার খাদি খ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি
গ) গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা ঘ) সুন্দরবনের মধু

৩. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কয়টি?
ক) ৪৫টি খ) ৪৬টি গ) ৪৭টি ঘ) ৪৮টি

৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত কে?
ক) দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য খ) লুৎফে সিদ্দিকী
গ) আনু মুহাম্মদ ঘ) মোশতাক খান

৫. 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করা হয় কবে?
ক) ২৯ আগস্ট ২০২৪ খ) ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ) ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ) ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৬. বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে গুমবিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান করে?
ক) ৩২তম খ) ৫০তম গ) ৭৬তম ঘ) ৮২তম

৭. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয় কবে?
ক) ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ) ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ) ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ) ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৮. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয় কবে?
ক) ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ) ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ) ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ) ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

সংস্কার কমিশন

৯. সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) ড. শাহদীন মালিক খ) অধ্যাপক আলী রীয়াজ
গ) ড. কামাল হোসেন ঘ) ড. আসিফ নজরুল

১০. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) ড. বদিউল আলম মজুমদার খ) ড. তোফায়েল আহমেদ
গ) হাসান আরিফ ঘ) আলী ইমাম মজুমদার

১১. বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম
খ) বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা
গ) বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
ঘ) বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান

১২. পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) মো. ময়নুল ইসলাম খ) সফর রাজ হোসেন
গ) নুর মোহাম্মদ ঘ) মুহাম্মদ নুরুল হুদা

১৩. দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) ড. ইফতেখারুজ্জামান খ) মাহফুজ আনাম
গ) মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ঘ) মো. তৌহিদ হোসেন

১৪. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক) এ এস এম আব্দুল হালিম খ) মো. আবু সোলায়মান চৌধুরী
গ) আলী ইমাম মজুমদার ঘ) আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী

আন্তর্জাতিক

১৫. One Nation, One Election কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক) ভারত খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) উত্তর কোরিয়া ঘ) রাশিয়া

১৬. শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
ক) অনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকে খ) সাজিথ প্রেমাদাসা
গ) রনিল বিক্রমাসিংহে ঘ) গোতাবায়া রাজাপাকসে

১৭. ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
ক) এমানুয়েল মাখোঁ খ) মিশেল বার্নিয়ে
গ) গ্যাব্রিয়েল আতাল ঘ) ম্যানুয়েল ভালস

১৮. ভারতের দিল্লির তৃতীয় নারী মুখ্যমন্ত্রী কে?
ক) সুষমা স্বরাজ খ) শীলা দীক্ষিত
গ) আতীশি মারলেনা ঘ) নন্দিনী শতপতি

১৯. বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস কবে?
ক) ৬ জুন খ) ১৫ জুন
গ) ৬ জুলাই ঘ) ৮ ডিসেম্বর

২০. ইলেকট্রনিক পেমেন্ট কোম্পানি শিফট ৪ (Shift 4)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) ইলন মাস্ক খ) ডোনাল্ড নাউস
গ) জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ঘ) ডোনাল্ড ট্রাম্প

২১. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোন ভাইরাসের টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়?
ক) Monkeypox খ) Marburg
গ) Bourbon ঘ) Rotavirus A

২২. থার্মাইট ব্যবহার করে তৈরি 'ড্রাগন ড্রোন' (Dragon Drone) কোন দেশের?
ক) ইরান খ) তুরস্ক গ) ইউক্রেন ঘ) রাশিয়া

২৩. দুবাইয়ে নির্মিতব্য আকাশচুম্বী ভবন বুর্জ আজিজির উচ্চতা কত?
ক) ৭২৫ মিটার খ) ৮২৮ মিটার
গ) ৯০১ মিটার ঘ) ১০০০মিটার

২৪. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে পেজার (যোগাযোগযন্ত্র) বিস্ফোরণের মাধ্যমে হামলা চালানো হয়।
ক) সিরিয়া খ) ইরান গ) লেবানন ঘ) ফিলিস্তিন

২৫. জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য না হয়েও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাধারণ পরিষদে আসন পায় কোন দেশ?
ক) ভ্যাটিকান সিটি খ) ফিলিস্তিন
গ) কসোভো ঘ) তাইওয়ান

উত্তর

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	ঘ
৪.	খ
৫.	গ
৬.	গ
৭.	ক
৮.	ঘ
৯.	খ
১০.	ক
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	ক
১৭.	খ
১৮.	গ
১৯.	গ
২০.	গ
২১.	ক
২২.	গ
২৩.	ক
২৪.	গ
২৫.	খ

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডকে 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড' বলা হতো

CamScanner

২৬. নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতিগোষ্ঠীর নতুন রানি কে?
(ক) ডেম সিনডি কিরো (খ) ক্যামিলা রোজমেরি
(গ) আরিনা সাবালেঙ্কা
(ঘ) এনগা ওয়াই হোনো ই তে পো পাকি

২৭. ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহাশূন্যে প্রথম অপেশাদার ক্রু হিসেবে 'স্পেসওয়াক' সম্পন্ন করেন কে?
(ক) জ্যারেড আইজ্যাকম্যান (খ) সারাহ গিলিস
(গ) আনা মেনন (ঘ) স্কট পোটিট

সম্মেলন-বৈঠক

২৮. ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশন শুরু হয়?
(ক) ৭৮তম (খ) ৭৯তম
(গ) ৮০তম (ঘ) ৮১তম

২৯. ১৬তম BRICS সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ১১-১৩ অক্টোবর ২০২৪
(খ) ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২৪
(গ) ১৮-২০ অক্টোবর ২০২৪
(ঘ) ২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪

৩০. ১৬তম BRICS সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) কাজান, রাশিয়া (খ) বেইজিং, চীন
(গ) তেহরান, ইরান (ঘ) কলকাতা, ভারত

৩১. ৩১তম APEC সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ১০-১৬ অক্টোবর ২০২৪
(খ) ১০-১৬ নভেম্বর ২০২৪
(গ) ১০-১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
(ঘ) ১০-১৬ জানুয়ারি ২০২৫

৩২. ৩১তম APEC সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) চীন (খ) থাইল্যান্ড (গ) পেরু (ঘ) জাপান

সংস্থার সদস্য

৩৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বর্তমান সদস্য কত?
(ক) ১৬৩টি (খ) ১৬৪টি
(গ) ১৬৫টি (ঘ) ১৬৬টি

৩৪. ২১ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ WTO'র ১৬৫তম সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) কাজাখস্তান (খ) আফগানিস্তান
(গ) কমোরোস (ঘ) ভানুয়াতু

৩৫. ৩০ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ WTO'র ১৬৬তম সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) পূর্ব তিমুর (খ) এস্তোনিয়া
(গ) আর্মেনিয়া (ঘ) আলবেনিয়া

৩৬. স্থায়ী সালিশি আদালতের (PCA) বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
(ক) ১২১টি (খ) ১২২টি
(গ) ১২৩টি (ঘ) ১২৪টি

৩৭. ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ PCA'র ১২৪তম সদস্যপদ লাভ করে?
(ক) হন্ডুরাস (খ) পূর্ব তিমুর
(গ) পাপুয়া নিউগিনি (ঘ) গুয়েতেমালা

সংস্থার প্রধান

৩৮. ১ ডিসেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কে?
(ক) জয় শাহ (খ) শচীন টেন্ডুলকার
(গ) রবি শাস্ত্রী (ঘ) বীরেন্দ্র শেবাগ

৩৯. ১ অক্টোবর ২০২৪ ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
(ক) চার্লস মিশেল (বেলজিয়াম)
(খ) মার্ক রুটে (নেদারল্যান্ডস)
(গ) টনি ব্লেয়ার (যুক্তরাজ্য)
(ঘ) অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (জার্মানি)

৪০. ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
(ক) ফিলেমন ইয়াং (খ) নাসির আহমদ ফাইক
(গ) জেমস লারসেন (ঘ) ফিলিপ ক্রেডেলকা

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৪১. প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ভারত (খ) যুক্তরাষ্ট্র
(গ) ইন্দোনেশিয়া (ঘ) বাংলাদেশ

৪২. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ডেনমার্ক (খ) এস্তোনিয়া
(গ) সিঙ্গাপুর (ঘ) জাপান

৪৩. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
(ক) আফগানিস্তান (খ) সোমালিয়া
(গ) দক্ষিণ সুদান (ঘ) মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র

৪৪. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) ৯৮ তম (খ) ১০০তম (গ) ১০৩তম (ঘ) ১১০তম

৪৫. ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ভারত (খ) নাইজেরিয়া
(গ) ইন্দোনেশিয়া (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৪৬. ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
(ক) নবম (খ) ২১তম (গ) ৩৫তম (ঘ) ৪৯তম

ক্রীড়াঙ্গন

৪৭. ২০২৪ সালের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
(ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) ভারত (ঘ) শ্রীলংকা

৪৮. ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ কতটি টেস্ট জয়লাভ করেছে?
(ক) ২১টি (খ) ২৩টি (গ) ২৫টি (ঘ) ২৬টি

৪৯. ২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন কে?
(ক) নোভাক জোকোভিচ (খ) ইয়ানিক সিনার
(গ) টেইলর ফ্রিটজ (ঘ) মহেশ ভূপতি

৫০. ২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের নারী এককে চ্যাম্পিয়ন কে?
(ক) আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (খ) এমা নাভারো
(গ) জেসিকা পেগুলা (ঘ) কোকো গফ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৬.	ঘ
২৭.	ক
২৮.	খ
২৯.	ঘ
৩০.	ক
৩১.	খ
৩২.	গ
৩৩.	ঘ
৩৪.	গ
৩৫.	ক
৩৬.	ঘ
৩৭.	খ
৩৮.	ক
৩৯.	খ
৪০.	ক
৪১.	ক
৪২.	ক
৪৩.	ঘ
৪৪.	খ
৪৫.	ক
৪৬.	গ
৪৭.	ক
৪৮.	ক
৪৯.	খ
৫০.	ক

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের সম্মিলিত নামে 'কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন' হয় ১৭০৭ সালে

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : From which date plastic shopping bags or polypropylene bags will be prohibited from supermarkets?
Ans : 1 October 2024.

Ques : Upto 26 September 2024 registered political parties in Bangladesh—
Ans : 48.

Ques : What is the web portal created by Jahangirnagar University (JU) regarding recent anti-discrimination student movement?
Ans : redjuly. live.

Ques : On what date Bangladesh signed the UN convention against forced disappearance?
Ans : 29 August 2024.

Ques : Which committee is formed to facilitate import-export and transit trade?
Ans : Border trade coordination committee.

Ques : United Nations General Assembly (UNGA) adopted which date as the World Rural Development Day?
Ans : 6 July.

Ques : Who is the chairperson of National Economic Council (NEC) formed on 9 September 2024?
Ans : Dr. Muhammad Yunus.

Ques : On what date Bangladesh Army was granted 60 days executive magistracy power?
Ans : 17 September 2024.

Ques : Which Bangladesh Consul receives highest Thai honour recently?
Ans : Amir Humayun Mahmud Chowdhury.

International

Ques : Recently which middle eastern country introduced three days off a week policy?
Ans : Kingdom of Saudi Arabia.

Ques : 2 September 2024 which country made partial stop on arms exports to Israel?
Ans : United Kingdom.

Ques : What is intended consequence of Aparajita Bill passed on 3 September 2024 in West Bengal?
Ans : Death penalty or life-long imprisonment for rape.

Ques : In which country indigenous 'Maori' people live?
Ans : New Zealand.

Ques : Recently which country plans age limit to ban children from social media?
Ans : Australia.

Ques : In which part of India Chandipura vesiculovirus (CHPV) was identified?
Ans : The village of Chandipura in Maharastra.

Ques : How west nile virus is transmitted?
Ans : Through mosquitoes.

Ques : What is the name of the typhoon that struck Japan on 29 August 2024?
Ans : Typhoon Shanshan.

Ques : Which typhoon wreaked havoc in Philipine, Vietnam and China originating on 1 September 2024?
Ans : Typhoon Yagi.

Ques : WHO approved first vaccine for Monkeypox—
Ans : Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN).

Ques : On what date The 79th session of the UN General Assembly (UNGA 79) opened?
Ans : 10 September 2024.

Ques : Recently to which country United States approved sale of F-35 fighter jets?
Ans : Romania.

Science and technology

Ques : Which country performs first-ever robotic heart surgery?
Ans : Saudi Arabia.

Ques : What is the name of the satellite that was sent by a rocket built by Iran itself?
Ans : Chamran-1 satellite.

Ques : Which act backs US and India partnership to expand semiconductor ecosystem—
Ans : CHIPS Act's International Technology Security and Innovation (ITSI).

Ques : Name of first commercial spacewalk mission—
Ans : Polaris Dawn.

Sports

Ques : On 16 – 27 October 2024 the ACC Emerging Teams Asia Cup will be held in—
Ans : Muscot, Oman.

Ques : Against which team Bangladesh clinched the title of the SAFF U-20 Championship for the first time?
Ans : Nepal.

Ques : First football player to reach 900 goals—
Ans : Cristiano Ronaldo.

Ques : Who won the 2024 US Open tennis Women's Singles?
Ans : Aryna Sabalenka.

Ques : Who has secured most wicket as left arm spinner in cricket history?
Ans : Shakib Al Hasan.

CamScanner

বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স

২৬ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (SVRS) ২০২৩ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।

জাতীয় জনসংখ্যা (জনশুমারি ২০২২-এর ভিত্তিতে প্রাক্কলিত)
♦ **১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত :** ১৭১.০০ মিলিয়ন ➤ পুরুষ : ৮৩.৯১ মিলিয়ন • নারী : ৮৭.০৯ মিলিয়ন। বৃদ্ধির হার : ১.১২%।
♦ **১ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত :** ১৭০.৭১ মিলিয়ন ➤ পুরুষ : ৮৩.৭৭ মিলিয়ন • নারী : ৮৬.৯৪ মিলিয়ন।

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা : মুসলিম ৮৯.৩% • হিন্দু ৯.৫৮% • বৌদ্ধ ১.০৯% • খ্রিষ্টান ০.২৪% • অন্যান্য ০.০৫%।

জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ১.৪৪% • প্রধান নৃ-গোষ্ঠী (বাঙালি) ৯৮.৫৬%।

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (RNI) : ১.৩৩%।

জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ১,১৭১ জন।

নির্ভরশীলতার অনুপাত : ৫৩.৭% ➤ পল্লি : ৫৫.৭% • শহর : ৪৭.৫%।

আয়ুষ্কাল : প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল : ৭২.৩ বছর ➤ পুরুষ : ৭০.৮ বছর • নারী : ৭৩.৮ বছর।

মরণশীলতা : স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) : ৬.১ জন ➤ পল্লি : ৬.৪ জন • শহর : ৫.২ জন। এক বছরের নিচের বয়সি শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম শিশুর বিপরীতে) : ২৭ জন ➤ ছেলে : ৩০ জন • মেয়ে : ২৪ জন। এক মাসের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম শিশুর বিপরীতে) : ২০ জন ➤ ছেলে : ২২ জন • মেয়ে : ১৭ জন। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম শিশুর বিপরীতে) : ৩৩ জন ➤ ছেলে : ৩৫ জন ও মেয়ে : ৩০ জন। মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশুর বিপরীতে) : ১৩৬ জন ➤ পল্লি : ১৫৭ জন • শহর : ৫৬ জন।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার) : জাতীয় : ৬২.১% ➤ পল্লি : ৬১.৬% • শহর : ৬৩.৯%।

প্রজনন : স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) ১৯.৪ জন ➤ পল্লি : ২০.২ জন • শহর : ১৭.০ জন। মোট প্রজনন হার : ২.১৭ ➤ পল্লি : ২.৩১ • শহর : ১.৭৮।

স্থূল প্রতিবন্ধী (প্রতি হাজার জনসংখ্যায়) : ২৮.২।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহের গড় বয়স ➤ পুরুষ : ২৫.৪ বছর • নারী : ১৮.৮ বছর।

খানার বৈশিষ্ট্য : খানার আকার : ৪.২। খানা প্রধানের হার ➤ পুরুষ : ৮১.১% • নারী : ১৮.৯%।

বিদ্যুতের উৎস (%) : জাতীয় গ্রিড : ৯৭.৫৪ • সৌরবিদ্যুৎ : ১.৮১ • অন্যান্য : ০.০৯ • বিদ্যুৎ নেই : ০.৫৬।

বিভাগ ও জেলাওয়ারি সাক্ষরতার হার

৭ বছর ও তদূর্ধ্ব : ৭৭.৯% ➤ পুরুষ : ৮০.১% • নারী : ৭৫.৮% • পল্লি : ৭৫.৫% • শহর : ৮৫.৪% ▸ **শীর্ষ বিভাগ :** বরিশাল ৮৪.৩% • **সর্বনিম্ন বিভাগ :** ময়মনসিংহ ৭৩.০৯% ▸ **শীর্ষ জেলা :** পিরোজপুর ৯০.৬% • **সর্বনিম্ন জেলা :** বান্দরবান ৬৪.৪% ▸ **১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব :** ৭৫.৬% ➤ পুরুষ : ৭৮.৬% • নারী : ৭২.৮% • পল্লি : ৭২.৯% • শহর : ৮৩.৯% • শীর্ষ জেলা : পিরোজপুর ৯০.১% • সর্বনিম্ন জেলা : বান্দরবান ৫৮.৫%।

৬৪ জেলার (৭ বছর+) সাক্ষরতার হার

ঢাকা বিভাগ	
ঢাকা	৮৬.০
গাজীপুর	৮২.৪
ফরিদপুর	৭৮.৯
গোপালগঞ্জ	৮১.৭
নারায়ণগঞ্জ	৮১.১
শরীয়তপুর	৭৭.৬
মুন্সীগঞ্জ	৭৮.৪
রাজবাড়ী	৭৬.৩
মাদারীপুর	৭৩.০
নরসিংদী	৭৪.৬
মানিকগঞ্জ	৭৪.৭
টাঙ্গাইল	৭৩.২
কিশোরগঞ্জ	৭২.৬

রাজশাহী বিভাগ	
জয়পুরহাট	৮২.১
রাজশাহী	৭৭.৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৮.৯
নওগাঁ	৭৩.৬
নাটোর	৭৩.৭
পাবনা	৭৪.৩
বগুড়া	৭৪.৬
সিরাজগঞ্জ	৭১.০

চট্টগ্রাম বিভাগ	
চট্টগ্রাম	৮২.৯
ফেনী	৮১.৬
চাঁদপুর	৮০.৬
কুমিল্লা	৭৯.৬
খাগড়াছড়ি	৭৪.৪
নোয়াখালী	৭৮.১
লক্ষ্মীপুর	৭৫.৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৩.৭
কক্সবাজার	৭৪.৫
রাঙ্গামাটি	৭০.১
বান্দরবান	৬৪.৪

ময়মনসিংহ বিভাগ	
ময়মনসিংহ	৭৫.৪
নেত্রকোণা	৭৩.১
শেরপুর	৭১.৫
জামালপুর	৬৮.৬

বরিশাল বিভাগ	
পিরোজপুর	৯০.৬
ঝালকাঠি	৮৭.৯
বরগুনা	৮৮.৮
বরিশাল	৮৫.৭
পটুয়াখালী	৮৪.৭
ভোলা	৭৪.৮

সিলেট বিভাগ	
মৌলভীবাজার	৭৫.২
হবিগঞ্জ	৭৬.৯
সিলেট	৭৫.৯
সুনামগঞ্জ	৭৫.৪

খুলনা বিভাগ	
বাগেরহাট	৮৫.৫
নড়াইল	৮৩.১
খুলনা	৮৩.০
যশোর	৮০.৬
মেহেরপুর	৭৭.২
সাতক্ষীরা	৭৮.৩
চুয়াডাঙ্গা	৭৩.৬
ঝিনাইদহ	৭৭.৭
মাগুরা	৭৪.৬
কুষ্টিয়া	৭৪.৫

রংপুর বিভাগ	
দিনাজপুর	৮০.৫
ঠাকুরগাঁও	৮০.৫
পঞ্চগড়	৭৮.৮
লালমনিরহাট	৭৫.৫
গাইবান্ধা	৭৪.৫
নীলফামারী	৭৬.০
রংপুর	৭৩.৯
কুড়িগ্রাম	৭১.৩

যুক্তরাজ্য জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

নব-নিযুক্ত : বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় : ড. মো. মোখলেস উর রহমান।

সচিব

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় : এ এইচ এম শফিকুজ্জামান।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : মো. জসীম উদ্দিন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ : শীষ হায়দার চৌধুরী।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ : ডা. মো. সারোয়ারা বারী।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় : ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ্।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় : নাসরীন জাহান।
- প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় : মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না।
- আইন ও বিচার বিভাগ: মো. গোলাম রব্বানী।
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় : মো. হামিদুর রহমান খান।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ : মোঃ হাফিজুর রহমান।

চেয়ারম্যান

- সোনালী ব্যাংক পিএলসি : মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী।
- জনতা ব্যাংক পিএলসি : এম ফজলুর রহমান।
- অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি : সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ।
- গ্রামীণ ব্যাংক : ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী।
- আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক : মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) : জাকির আহমেদ খান।
- বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন : বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি : মেজর জেনারেল (অব.) মো. রফিকুল ইসলাম।
- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন : ড. মইনুল খান।
- ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) : অধ্যাপক আবু আহমেদ।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) : অধ্যাপক এ. কে. এম. রিয়াজুল হাসান।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BEDB) : প্রকৌশলী রেজাউল করিম।
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (NTRCA) : মোহাম্মদ মফিজুর রহমান।
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) : এম আসলাম আলম।
- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন : এ. এস. এম. আব্দুল হালিম।
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) : মেজর জেনারেল (অব.) মোঃ এমদাদ উল বারী।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) : আশিক চৌধুরী।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) : ড. সামিনা আহমেদ।
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) : প্রকৌশলী নুরুল করিম।
- সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) : মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।
- সাধারণ বীমা করপোরেশন (SBC) : মোহাম্মদ জয়নুল বারী।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ : সৈয়দ মোঃ নুরুল বাসির।

মহাপরিচালক

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি : সৈয়দ জামিল আহমেদ।
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর : আকতার হোসেন।
- খাদ্য অধিদপ্তর : মো. আবদুল খালেক।
- প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (PIB) : সাংবাদিক ও লেখক ফারুক ওয়াসিফ।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV) : মো. মাহবুবুল আলম।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

চেয়ারম্যান
অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ

- দায়িত্ব গ্রহণ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- তিনি UGC'র ১৫তম চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬তম উপাচার্য এবং BPSC'র সপ্তম চেয়ারম্যান।

বাংলা একাডেমি

মহাপরিচালক
ড. মোহাম্মদ আজম

- দায়িত্ব গ্রহণ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- তিনি বাংলা একাডেমির ১৯তম মহাপরিচালক
- জন্ম ২৩ আগস্ট ১৯৭৫; হাতিয়া, নোয়াখালী।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য
অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন

- নিয়োগ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য
- সরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম।

উপাচার্য

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান।
- শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ।
- নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল।
- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাছুদ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি : রিয়ার অ্যাডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী।
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক মোহাম্মদ জাওয়াদুল হক।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার।
- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মো: শওকত আলী।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম।
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী।
- মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ারুল আজীম আখন্দ।
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া।
- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এস এম হাসান তালুকদার।
- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম।
- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক মো. হায়দার আলী।
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল মজিদ।
- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল।
- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম

বিবিধ

- প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর : মো. নিজামুল কবীর।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স : মো. সাফিকুর রহমান।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত : লুৎফে সিদ্দিকী।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী : মো. মাহফুজ আলম।
- পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র : আফসানা বেগম।
- ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক : জাকির হোসেন চৌধুরী ও কবির আহাম্মদ।
- চিফ প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল : আইনজীবী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফের প্রতিনিধি : রানা ফ্লাওয়ার্স।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) : মোহাম্মদ আব্দুর রউফ।
- মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) : নূর আহমেদ।
- কান্ট্রি ডিরেক্টর, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) : হোয়ে ইউন জিয়ং (দক্ষিণ কোরিয়া)।
- ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা (DB) প্রধান : ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক।
- রেজিস্ট্রার, আপিল বিভাগ : মুহা. হাসানুজ্জামান।
- মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি : ড. কবির মো. আশরাফ আলম।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) সদস্য : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

নব-নিযুক্ত : আন্তর্জাতিক

- প্রধানমন্ত্রী, জর্ডান : জাফর হাসান, দায়িত্ব গ্রহণ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- মহাসচিব, ইউরোপীয় কাউন্সিল (CE) : অ্যালাইন বারসেট (সুইজারল্যান্ড), দায়িত্ব গ্রহণ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
- দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী; অতিশী মারলেনা সিং, দায়িত্ব গ্রহণ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪। তিনি দিল্লির অষ্টম ও তৃতীয় নারী মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী

হরিনি অমরসুরিয়া

- দায়িত্ব গ্রহণ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- তিনি দেশটির তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী
- দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক।

ন্যাটোর মহাসচিব

মার্ক রুটে (নেদারল্যান্ডস)

- দায়িত্ব গ্রহণ ১ অক্টোবর ২০২৪
- তিনি ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব এবং ঐ দেশ থেকে নির্বাচিত চতুর্থ ন্যাটো মহাসচিব
- তিনি দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

UNGA'র সভাপতি

ফিলেমন ইয়াং (ক্যামেরুন)

- দায়িত্ব গ্রহণ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম সভাপতি ও ক্যামেরুনের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী।

CamScanner

পদক-পুরস্কার

গ্লোবাল ইয়ুথ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক জোট অ্যালায়েন্স ফর ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন (AFI) আর্থিক খাতের সম্মানজনক 'গ্লোবাল ইয়ুথ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে থাকে। দেশের যুব সমাজের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ভূমিকা রাখায় ২০২৪ সালের 'গ্লোবাল ইয়ুথ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২-৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরে অনুষ্ঠিত AFI'র গ্লোবাল পলিসি ফোরামের সভায় বাংলাদেশ ব্যাংককে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

লিজেন্ড অব এআইপিএস অ্যাওয়ার্ড

ক্রীড়া সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Sports Press Association (AIPS)-এর মহাদেশীয় সংগঠন AIPS এশিয়ার 'লিজেন্ড অব এআইপিএস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল। এবার AIPS এশিয়া অঞ্চলের ৬ জন ক্রীড়া সাংবাদিককে এ পুরস্কারটি প্রদান করে। বাংলাদেশ ছাড়াও এবার এ পুরস্কার লাভ করেন সৌদি আরব, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫ সাংবাদিক। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড

২০২৪ সালে এশিয়ার নোবেল হিসেবে স্বীকৃত র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ৪ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান লাভ করেন। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন— কর্ম ফুন্টশো, ভুটান • হায়াও মিয়াজাকি, জাপান • এনগুয়েন থি এনজিওক ফুং, ভিয়েতনাম • ফারউইজা ফারহান, ইন্দোনেশিয়া • Rural Doctors Movement, থাইল্যান্ড।

চলচ্চিত্র-পুরস্কার

■ **৮১তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব**

২৮ আগস্ট-৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় ৮১তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের উল্লেখযোগ্য বিজয়ীরা হলেন—

স্বর্ণসিংহ : দ্য রুম নেক্সট ডোর (পেদ্রো আলমোদোভার, স্পেন) • গ্র্যান্ড জুরি প্রাইজ (সিলভার লায়ন) : ভার্মিগ্লিও (মাউরা দেলপেরো, ইতালি) • সেরা অভিনেতা (ভলপি কাপ) : ভিনসেন্ট লিন্ডন (দ্য কোয়ায়েট সান, ফ্রান্স) • সেরা অভিনেত্রী (ভলপি কাপ) : নিকোল কিডম্যান (বেবিগার্ল, অস্ট্রেলিয়া) • সেরা পরিচালক (সিলভার লায়ন) : ব্র্যাডি কোর্বেট, যুক্তরাজ্য (দ্য ব্রুটালিস্ট)।

■ **এমি অ্যাওয়ার্ড**

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয় ৭৬তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এবারের উল্লেখযোগ্য বিজয়ীরা হলেন—

ড্রামা সিরিজ বিভাগ ➤ সেরা সিরিজ : শোগান (এফ-এক্স) • সেরা অভিনেতা : হিরোয়ুকি সানাদা (শোগান) • সেরা অভিনেত্রী : আনা সাওয়াই (শোগান) ▮ **কমেডি সিরিজ বিভাগ** ➤ সেরা সিরিজ : হ্যাকস (ম্যাক্স) • সেরা অভিনেতা : জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট (দ্য বিয়ার) • সেরা অভিনেত্রী : জিন স্মার্ট (হ্যাকস) ▮ **লিমিটেড অথবা অ্যান্থলজি সিরিজ বিভাগ** ➤ সেরা সিরিজ : বেবি রেইন্ডিয়ার নেটফ্লিক্স • সেরা অভিনেতা : রিচার্ড গার্ড (বেবি রেইন্ডিয়ার) • সেরা অভিনেত্রী : জোডি ফস্টার (ট্রু ডিটেক্টিভ : নাইট কান্ট্রি)।

লোকান্তর

♦ **অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০-২৭ আগস্ট ২০২৪)** : ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষক। তিনি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভাষা, সাহিত্য ও ফোকলোর বিষয়ে ৩৫টির মতো বই ও শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ২০২৩ সালে একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মাননা লাভ করেন।

♦ **আলবার্তো ফুজিমোরি (২৬ জুলাই ১৯৩৮-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪)** : পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট। তিনি ২৮ জুলাই ১৯৯০-২২ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত পেরুর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ব্যাপক দুর্নীতি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। টানা ১৬ বছর কারাগারে কাটানোর পর ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ মানবিক বিবেচনায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

♦ **উমেশ উপাধ্যায় (২৬ আগস্ট ১৯৫৮-১ সেপ্টেম্বর ২০২৪)** : ভারতের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। ভারতের টেলিভিশন ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে উমেশের ব্যাপক অবদান রয়েছে। চার দশকের কর্মজীবনে টেলিভিশন, রেডিও, প্রিন্ট ও ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেন উমেশ।

♦ **আশরাফুল আলম পিন্টু (১৯৬৪-২৭ আগস্ট ২০২৪)** : শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তার পৈতৃক নিবাস রাজশাহীর শালবাগানে। ১৯৭৬ সালে তার প্রথম লেখা প্রকাশ পায়। গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশত।

♦ **রুহুল আমিন গাজী (২২ এপ্রিল ১৯৫৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)** : সাংবাদিক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি। তার জন্ম চাঁদপুর জেলার গুবিনদিয়া গ্রামে। তিনি ১৯৭৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

CamScanner

দিবস প্রতিপাদ্য : সেপ্টেম্বর

জাতীয়

৬ : ডায়াবেটিক সেবা দিবস।
১৭: ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস।
৩০: জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

আন্তর্জাতিক

১ : বিশ্ব চিঠি দিবস।
৩ : আন্তর্জাতিক CEDAW দিবস।
৪ : আন্তর্জাতিক হিজাব সংহতি দিবস।
৫ : আন্তর্জাতিক মানবহিতৈষী দিবস।
 : ওয়ার্ল্ড স্পাইন ইনজুরি ডে।
৭ : আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা দিবস (২০২৩ সালে প্রথম পালিত হয়)।
৮ : বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। প্রতিপাদ্য— অস্টিওআর্থ্রাইটিস চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি।
 : আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রতিপাদ্য— বহু ভাষায় শিক্ষার প্রসার : পারস্পরিক সমঝোতা ও শান্তির জন্য সাক্ষরতা।
১০: বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— আত্মহত্যাবিষয়ক ধারণার পরিবর্তন জরুরি।
 : দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে 'সাদা ফিতা দিবস'।
১২: জাতিসংঘ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা দিবস।
১৫: আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস। প্রতিপাদ্য— সুশাসন ও নাগরিক অংশগ্রহণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করা।
১৬: আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। প্রতিপাদ্য— করবো ওজোনস্তর সংরক্ষণ, রুখবো জলবায়ু পরিবর্তন।
১৭: বিশ্ব রোগী নিরাপত্তা দিবস।
১৮: আন্তর্জাতিক সমান বেতন দিবস।
 : বিশ্ব বাঁশ দিবস।
১৯: আন্তর্জাতিক সর্প দংশন সচেতনতা দিবস।
২০: বিশ্ব শিশু দিবস।
২১: (সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় শনিবার) : আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস।
 : (সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় শনিবার) সফটওয়্যার স্বাধীনতা দিবস।
 : আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস।
 : বিশ্ব আলঝেইমার দিবস। প্রতিপাদ্য— ডিমেনশিয়া নিয়ে কাজ করার এখনই সময়।
২২: বিশ্ব CML (Chronic Myeloid Leukemia) দিবস।
 : বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস।
 : (সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ রবিবার) : বিশ্ব নদী দিবস।
২৩: আন্তর্জাতিক ইশারা ভাষা দিবস।
২৪: মীনা দিবস।
২৫: বিশ্ব ফুসফুস দিবস।
 : বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস। প্রতিপাদ্য— ফার্মাসিস্ট : বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য চাহিদা মেটাচ্ছেন।
২৬: পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস।
 : বিশ্ব জন্মনিয়ন্ত্রণ দিবস।
 : (সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার) : বিশ্ব নৌ-দিবস। প্রতিপাদ্য— নেভিগেটিং দ্য ফিউচার : সেইফটি ফার্স্ট।
 : ইউরোপিয়ান ডে অব ল্যাঙ্গুয়েজ।
 : বিশ্ব গর্ভনিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— সন্তান হবে পরিকল্পিত পরিবারের অংশ, অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা নয়।
২৭: বিশ্ব পর্যটন দিবস।
২৮: আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিপাদ্য— রাষ্ট্রের মূলধারায় তথ্য অধিকারের সংযুক্ত এবং সরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
 : বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস।
২৯: বিশ্ব হার্ট দিবস।
৩০: আন্তর্জাতিক অনুবাদ দিবস।

সম্মেলন-বৈঠক

■ চীন-আফ্রিকা সম্মেলন
আয়োজন : নবম | সময়কাল : ৪-৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : বেইজিং, চীন | ২০০০ সাল থেকে তিন বছর পরপর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

■ UNGA
United Nations General Assembly
আয়োজন : ৭৯তম | শুরু : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

■ ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরাম
আয়োজন : নবম | সময়কাল : ৩-৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : ভ্লাদিভস্তক, রাশিয়া।

■ IAEA সাধারণ সভা
International Atomic Energy Agency
আয়োজন : ৬৮তম | সময়কাল : ১৬-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

■ SCO শীর্ষ সম্মেলন
Shanghai Cooperation Organization
সময়কাল : ১৫-১৬ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

■ BRICS শীর্ষ সম্মেলন
আয়োজন : ১৬তম | সময়কাল : ২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪ | স্থান : কাজান, রাশিয়া।

■ কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন
Quadrilateral Security Dialogue (Quad)
আয়োজন : পঞ্চম | সময়কাল : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : উইলমিংটন, ডেলাওয়ার, যুক্তরাষ্ট্র।

■ ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ (CGI)
সময়কাল : ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | স্থান : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

৩৬ শে জুলাই

ছাত্র-জনতার আন্দোলন নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও উপস্থাপক দেবাশীষ বিশ্বাস। '৩৬শে জুলাই' নামের তথ্যচিত্রটি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মুক্তি পায় 'ক্র্যাপস্টিক প্রোডাকশন' নামের ইউটিউব চ্যানেলে। তথ্যচিত্রটিতে ছাত্রদের আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেয়াল লিখন তুলে ধরা হয়। এতে কোমলমতি ছাত্রদের চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করা হয়, যা ভবিষ্যতে একটি দলিল হয়ে থাকবে।

দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ
জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় গ্রাফিতি চিত্রের সংকলন

রিপোর্ট-সমীক্ষা

ই-গভর্নমেন্ট সূচক

প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | প্রকাশক : জাতিসংঘ | প্রতিবেদনের শিরোনাম : E-Government Survey 2024 | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৯৩।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

শীর্ষ দেশ : ডেনমার্ক | সর্বনিম্ন দেশ : মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৯৪. মালদ্বীপ, ৯৭. ভারত, ৯৮. শ্রীলংকা, ১০০. বাংলাদেশ, ১০৩. ভুটান ১১৯. নেপাল, ১৩৬. পাকিস্তান ও ১৮৮. আফগানিস্তান।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ | প্রকাশক : ব্লকচেইন অ্যানালিটিকস কোম্পানি Chainalysis | প্রতিবেদনের শিরোনাম : The 2024 Geography of Crypto Report।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে শীর্ষ ৫ দেশ : ১. ভারত, ২. নাইজেরিয়া, ৩. ইন্দোনেশিয়া, ৪. যুক্তরাষ্ট্র ও ৫. ভিয়েতনাম।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ১. ভারত, ৯. পাকিস্তান, ৩৫. বাংলাদেশ, ৭১. নেপাল ও ৭২. শ্রীলংকা।
- ডিজিটাল মুদ্রা হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহৃত হয় ১৫১টি দেশে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান 'Binance'।
- বর্তমানে বিটকয়েন, এথেরিয়াম, রিপল, লাইটকয়েন বেশ জনপ্রিয়।

ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪
২য় কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)

	ক্যাটাগরি	পুরুষ	নারী	মোট
মিলিয়ন	শ্রমশক্তি	৪৮.০৪	২৪.২৪	৭২.২৮
মিলিয়ন	কর্মে নিয়োজিত	৪৬.১৯	২৩.৪৫	৬৯.৬৪
মিলিয়ন	বেকার	১.৮৫	০.৭৯	২.৬৪
মিলিয়ন	শ্রমশক্তির বাহিরে	১১.৯১	৩৭.৬০	৪৯.৫১
মিলিয়ন	যুব শ্রমশক্তি (১৫-২৯ বছর)	১২.৭৭	১২.৫৭	২৫.৩৪
বেকারত্বের হার (%)		৩.৮৫	৩.২৬	৩.৬৫
শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী (%)		৮০.১৩	৩৯.২০	৫৯.৩৫

- খাতভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী (মিলিয়ন) : ৬৯.৬৪ ➤ কৃষি : ৩০.৯২ • শিল্প : ১২.৩২ • সেবা : ২৬.৪০
- মোট প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৭৩.৪৪ মিলিয়ন
- ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সি কর্মক্ষম জনসংখ্যা : ১২১.৭৯ মিলিয়ন ➤ পুরুষ ৫৯.৯৫ মিলিয়ন • মহিলা ৬১.৮৪ মিলিয়ন।

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০২২

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ | প্রকাশক : জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Bangladesh Demographic and Health Survey 2022।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- দেশে বছরে ৩৬ লাখ শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে ২০ লাখ প্রসব হয় স্বাভাবিক; বাকি ১৬ লাখ প্রসব হয় অস্ত্রোপচারে।
- প্রতিটি স্বাভাবিক প্রসবে ৭,৭৬৫ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে প্রতিটি অস্ত্রোপচারে খরচ হয় ২৩,৯৪৪ টাকা।
- শিশুজন্মে অস্ত্রোপচারের জন্য বছরে খরচ হয় ৩,৮৪৬ কোটি টাকা।
- জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহার করেন ৬৪% দম্পতি।
- প্রসবপূর্ব সেবা প্রতি ১০ জনের মধ্যে (চারবার) পান ৪১% গর্ভবতী।
- প্রসবের সময় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান ৭০% মা
- হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রসব হয় ৬৫%।
- অত্যাবশ্যকীয় সেবা পায় মাত্র ১% নবজাতক।
- স্বাস্থ্য খাতের গ্রহণযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের উৎস জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ। জাতীয়ভিত্তিক এ জরিপের তথ্য নীতিনির্ধারক, গবেষক, চিকিৎসক, দাতা সংস্থা ও সাংবাদিকেরা নিয়মিত ব্যবহার করেন। ১৯৯৪ সালের পর থেকে দু-তিন বছর পরপর এ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

আমদানি-রপ্তানি ২০২৩-২৪

প্রকাশ : আগস্ট ২০২৪ | প্রকাশক : বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

অর্থবছর	পণ্য রপ্তানি (কোটি ড.)	পণ্য আমদানি (কোটি ড.)
২০২২-২৩	৪,৩৩৬.৪০	৭,০৭৪.৮০
২০২৩-২৪	৪,০৮১.০০	৬,৩২৪.২০
প্রবৃদ্ধি	-৫.৮৯%	-১০.৬১%

এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স

প্রকাশ : আগস্ট ২০২৪ | প্রকাশক : বৈশ্বিক বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ সংস্থা এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট | প্রতিবেদনের শিরোনাম : The 2024 Geography of Crypto Report।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বাংলাদেশের বাতাসে ক্ষতিকর বস্তুকণা পিএম-২.৫ পাওয়া গেছে প্রতি ঘনমিটারে ৫৪ মাইক্রোগ্রাম।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মাত্রা অনুযায়ী বাতাসে কিছুতেই প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি পিএম-২.৫ বস্তুকণা থাকা উচিত নয়।
- বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর বাতাসে পিএম-২.৫-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করে প্রতি ঘনমিটারে ৩৫ মাইক্রোগ্রাম।

দেশজুড়ে

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফাউন্ডেশন গঠনের তথ্য জানানো হয়। ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ হবে ২১ সদস্য বিশিষ্ট। ফাউন্ডেশনের সভাপতি করা হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এবং সাধারণ সম্পাদক মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধকে, যিনি শহীদ মুগ্ধর জমজ ভাই। কোষাধ্যক্ষ কাজী ওয়াকার আহমেদ আর উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, নূরজাহান বেগম ও শারমিন মুর্শিদ। এ ফাউন্ডেশনে আরও ১৪ জন সাধারণ সদস্য যুক্ত হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবার এবং আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক শহীদের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা এবং আহত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগে সিদ্ধান্ত হয় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার খরচ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বহন করবে।

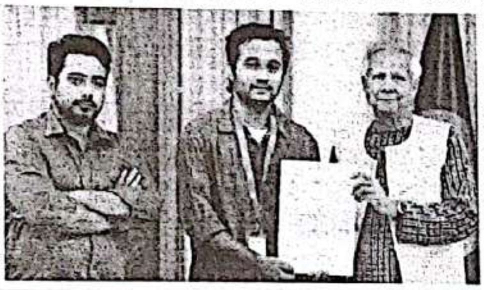

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে BERC

২৭ আগস্ট ২০২৪ নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্ধারণের আইন বাতিল করে রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ফলে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্ধারণের একক ক্ষমতা ফিরে পায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC)। এর আগে ২০২৩ সালে হঠাৎ করেই আইন সংশোধন করে নির্বাহী আদেশে দাম সমন্বয় (কম বা বেশি) করার বিধান যুক্ত করা হয়। BERC আইনে ৩৪(ক) ধারা সংযোজন করে নির্বাহী আদেশে দাম নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয় নির্বাহী বিভাগকে। তার পর থেকে নির্বাহী আদেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হচ্ছিল। গেজেটে ৩৪(ক) ধারা বিলুপ্ত করা হয়। এর আগে ২০০৩ সালে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন পাসের মাধ্যমে BERC'কে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির একক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

GI পণ্য এখন ৪৩টি

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT) আরও ১১টি পণ্যকে GI সনদ প্রদান করে। এ নিয়ে দেশে মোট GI পণ্যের সংখ্যা ৪৩টি।

ক্রম	পণ্যের নাম	আবেদন	আবেদনকারী
৩৩	মধুপুরের আনারস	০৭.১১.২০২৩	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল
৩৪	ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই	১৯.১২.২০২৩	জেলা প্রশাসক, ভোলা
৩৫	মাগুরার হাজরাপুরী লিচু	২৩.০৮.২০২৩	জেলা প্রশাসক, মাগুরা
৩৬	সিরাজগঞ্জের গামছা	০৩.০৩.২০২৪	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩৭	সিলেটের মণিপুরি শাড়ি	২১.০৬.২০২৩	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩৮	মিরপুরের কাতান শাড়ি	১৯.০২.২০২৪	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩৯	ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা	০২.১১.২০২১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৪০	কুমিল্লার খাদি	১৯.০২.২০২৪	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৪১	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি	০৮.০৪.২০২৪	জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪২	গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা	১৪.০৩.২০২৪	জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
৪৩	সুন্দরবনের মধু	০৯.০৮.২০১৭	জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট

২০০ একর জমি ফেরত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পদ্মা নদীর ভাঙনে ভারতের কাছে হারানো প্রায় ২০০ একর জমির মালিকানা ফিরে পাচ্ছে বাংলাদেশ। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সৌজন্য বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। সেই সাথে বাংলাদেশের ভেতরে থাকা প্রায় ৪০ একর জমি ফেরত পাবে ভারত।

বাংলাদেশে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

১ জুলাই-১৫ আগস্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত আন্দোলনে হত্যা, অন্যায়ভাবে আটক বা গ্রেফতার, হয়রানি, ইন্টারনেট বন্ধসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করছে। কারা এর সঙ্গে জড়িত, মানবাধিকার লঙ্ঘণের মূল কারণ কী সেটিও খুঁজে বের করে ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। ৮ আগস্ট ২০২৪ দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্কের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেন এবং জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন পাঠানোর অনুরোধ করেন। এরপর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ জানায় ছাত্র আন্দোলনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গঠনায় তদন্তের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন (Fact Finding Mission) হলো কোনো বিরোধ বা সংঘাত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা, কারণ নির্ণয় করা এবং তথ্য পর্যালোচনা করে বিশদ রিপোর্ট তৈরি করা। ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য সর্বপ্রথম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের জন্য শতাধিক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। এ অধ্যাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা ও তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া এতে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের পদমর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, পদত্যাগ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান রাখা হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন। ৬ আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক সংকট মোকাবেলা ও রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের মতামত চান। ৮ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মতামত প্রদান করে যে, 'রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে জরুরি প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনায় অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে পারবেন।'

বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

স্থাপত্যশিল্প প্রতিযোগিতায় বাজিমাত

আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশিল্প প্রতিযোগিতা 'দ্য ইসপাইরেলি অ্যাওয়ার্ডস' লাভ করেন বাংলাদেশের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (MIST) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী সারাফ নাওয়ার। এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের ৯২১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন সারাফ নাওয়ার। তিনি স্থাপত্য বিভাগে প্রথম বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে পুরস্কারটি পান। বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপে টেকসই জলজ স্থাপত্য নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল তার প্রজেক্টের মূল বিষয়।

থাইল্যান্ডের সর্বোচ্চ সম্মাননা

বাংলাদেশে থাইল্যান্ডের অনারারি কনসাল আমির হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে থাই সরকার ও থাই নাগরিকদের সহযোগিতা করে আসছেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর থাই দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানে এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে থাইল্যান্ডের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ডারের সহযোগী পুরস্কার দেওয়া হয়। থাইল্যান্ডের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ডার দেশটির সর্বোচ্চ সম্মাননাগুলোর একটি। ১৮৬৯ সালে এ সম্মাননা চালু করা হয়। সাধারণত দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড

■ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সময়কাল : ৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ • আয়োজক : সৌদি আরব • আয়োজন : প্রথম • অংশগ্রহণে : ২৫টি দেশের শতাধিক শিক্ষার্থী • বাংলাদেশি নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য : ৪ জন • রৌপ্যপদক : আরেফিন আনোয়ার ও মিসবাহ উদ্দীন ইনান • ব্রোঞ্জপদক : আবরার শহীদ ও রাফিদ আহমেদ।

■ ইনফরমেটিক্স

সময়কাল : ১-৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ • আয়োজন : ৩৬তম • আয়োজক : মিসর • বাংলাদেশি অংশগ্রহণ : ৪ জন • স্বর্ণপদক : বাংলাদেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক পান দেবজ্যোতি দাস সৌম্য • ব্রোঞ্জপদক : জারিফ রহমান ও আকিব আজমাইন তূর্য।

■ বুদ্ধিবৃত্তিক

বুদ্ধিবৃত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'আওলিপিয়া' অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে বাংলাদেশের সাদিদ শাহরিয়ার। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় একক স্বর্ণপদকের পাশাপাশি দলগতভাবেও রৌপ্য পদক ও ট্রফি অর্জন করে।

CamScanner

ভক্তিগানের বিশেষ ধারা কাওয়ালি

কাওয়ালি শব্দটি আরবি 'কওল' থেকে এসেছে। কওল-এর আভিধানিক অর্থ বলা। মূলত, এখানে রাসুল (স) সম্পর্কিত কথাবার্তাকেই নির্দেশ করা হয়। কাওয়ালি সুফিদের গান। বহুকাল আগে সূফী-সাধকগণ খোদার প্রেমে মশগুল হয়ে বিশেষ কোনো নামের জিকির করতেন। অর্থাৎ, একই শব্দ বা বাক্য পুনরাবৃত্তি করতেন। সুরের মাধ্যমে এই পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে কাওয়ালি বলা হয়। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (ইমাম গাজ্জালী) প্রথম কাওয়ালি রচনা করেন। তবে কাওয়ালি রচয়িতা হিসেবে নিশ্চিতভাবে সাদী সিরাজীর (শেখ সাদী) নাম নেওয়া যায়। ভারতবর্ষে কাওয়ালির উৎপত্তি মূলত কবি হযরত আমীর খসরোর হাত ধরে। ধারণা করা হয়, রাজস্থান, মুলতান, দিল্লি ও বিহার হয়ে এদেশে আসা সুফি-সাধকদের হাত ধরেই কাওয়ালি বাংলায় এসেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাওয়ালি পরিবেশন করা হচ্ছে।

বীজ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক

বীজ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক স্থাপন করবে অন্তর্বর্তী সরকার। এ জন্য জাতীয় জীন ব্যাংক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি করা হয়। অনুমোদনের পর একটি বীজ ব্যাংক স্থাপন করা হবে। যেখানে শুধুমাত্র বীজ সংরক্ষণ করা হবে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নীতিমালার খসড়া প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। এ ব্যাংক বাস্তবায়ন করবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর। সাভারে ঢাকা ইপিজেডের পাশে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির সঙ্গে এই ব্যাংক স্থাপিত হবে। জীন হলো জেনেটিক উপাদান। জেনেটিক উপাদান ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করা হয়।

সেন্সর বোর্ড যুগের ইতি

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড যুগের ইতি ঘটে। এ দিন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেট আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩-এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। ১৫ সদস্যের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব। ১৯৭৭ সালের 'সেন্সরশিপ অব ফিল্মস রুলস' অনুসারে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়।

শিক্ষাবার্তা

■ পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন

২০২৫ সাল থেকে মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে আবারও বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। প্রাথমিকের বই পরিমার্জন হলেও তাতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে না। বর্তমানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এটি পরিবর্তন করে। প্রচ্ছদসহ কিছু বিষয় ছাড়া প্রথম-তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইগুলো প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণ করা হবে। ২০২৫ সালে ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির সকল বইয়ে প্রায় আমূল পরিবর্তন আনা হবে। ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবই পরিমার্জন করা হবে।

■ HSC ও সমমানের ফলাফল

২০২৪ সালের HSC ও সমমানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের জন্য JSC ও SSC বা সমমানের পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে (বিষয় ম্যাপিং) এবারের HSC বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এক্ষেত্রে SSC বা সমমানের পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৭৫% ও JSC বা সমমানের পরীক্ষার ২৫% নম্বরকে বিবেচনায় নিয়ে HSC বা সমমানের ফলাফল প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। এই দুটি পরীক্ষার নম্বর যোগ করে যত নম্বর হবে, সেটি হবে ওই পরীক্ষার্থীর HSC বা সমমানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর।

■ গ্রেড পয়েন্টে ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির ফলাফল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, শ্রেণি উত্তরণের জন্য ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ফল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর হবে ১০০। এ নম্বরের মধ্যে ধারাবাহিক বা শিখনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব হবে ৩০% এবং লিখিত বার্ষিক পরীক্ষার গুরুত্ব হবে ৭০%। একজন শিক্ষার্থীর একটি বিষয়ের বার্ষিক ফল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ওই বিষয়ের ধারাবাহিক বা শিখনকালীন মূল্যায়নে তার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে লিখিত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৭০% যোগ করে ওই বিষয়ের বার্ষিক ফল বা গ্রেড নির্ণয় করতে হবে।

প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড পয়েন্ট	লেটার গ্রেড
৮০-১০০	৫.০০	A+
৭০-৭৯	৪.০০	A
৬০-৬৯	৩.৫০	A-
৫০-৫৯	৩.০০	B
৪০-৪৯	২.০০	C
৩৩-৩৯	১.০০	D
০০-৩২	০.০০	F

■ মাধ্যমিকে বিভাগ বিভাজন

১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করে বলা হয় মাধ্যমিকে আগের মতো বিভাজন (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি শাখা) চালুর সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব শিক্ষার্থী ২০২৫ সালে নবম শ্রেণিতে উঠবে, তারা পুরানো শিক্ষাক্রমের আলোকে শাখা ও গুচ্ছভিত্তিক পরিমার্জিত পাঠ্যবই পাবে। তারা আগের মতো নবম ও দশম মিলিয়ে দুই শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যসূচি শেষ করে ২০২৭ সালে SSC ও সমমানের পরীক্ষা দেবে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ২০২৪ সাল থেকে নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়। তবে দশম শ্রেণির জন্য বর্তমান কারিকুলামেই পরীক্ষা হবে।

CamScanner

রাষ্ট্র সংস্কারে কমিশন গঠন

রাষ্ট্র সংস্কার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া– যা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক নেতাদের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা তৈরির জন্য একটি পথরেখা ঘোষণা করেন।

সংস্কার

সংস্কারের বাংলা অর্থ মেরামত বা সঠিক করা। অন্য অর্থে ভালো করা বা ভালো হয়ে যাওয়া। সংস্কার শব্দের অর্থ ও ব্যবহার প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে 'রাষ্ট্র মেরামত', 'রাষ্ট্র সংস্কার' নিদেনপক্ষে 'সংস্কার' শব্দটি অধিক উচ্চারিত শব্দের একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে উন্নয়ন-সহযোগীরা এ শতকের প্রায় শুরু থেকেই উন্নয়নকে আরও টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য করতে বেশকিছু প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলেন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কার

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কোন নীতি, কোন আদর্শে পরিচালিত হবে এবং সেই সব নীতি আদর্শ বাস্তবায়ন হবে কোন আইন, কোন বিধি অনুযায়ী, তা ঠিক করার জন্য ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হয়। যেখানে সাধারণ মানুষের মতামতের সম্পৃক্ততা খুব কম ছিল। সংবিধানের বিভিন্ন অংশে নান প্রতিশ্রুতি যুক্ত করা হলেও এইসব মূলনীতি বাস্তবায়ন করা বা ন করা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের রা সংস্কারের জনমুখি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ত শুধু প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের সংস্কারের জন্য যে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তাহলো– প্রশাসনিক; নির্বাচনী; বিচার বিভাগীয়; সংবিধান ও আইন; অর্থনৈতিক ও সামাজিক; স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ সংস্কার ইত্যাদি।

রাষ্ট্র সংস্কারে ৬ কমিশন

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান এবং কমিশনের প্রধানদের নাম ঘোষণা করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে আরও কিছু বিষয়ে কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কমিশনের কাজ পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে ছয়জন বিশিষ্ট নাগরিককে কমিশনগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম কমিশন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে তাদের কাজ শুরু করবে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিবে। কমিশনগুলোর আলোচনা ও পরামর্শ সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, ছাত্র-শ্রমিক-জনতা আন্দোলনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ সভার আয়োজন করবে। উল্লেখ্য, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে ড. শাহদীন মালিকের নাম করা হলেও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ কমিশনের প্রধান হিসেবে তার পরিবর্তে আলী রীয়াজের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নাম	প্রধান	পদবি
সংবিধান সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক আলী রীয়াজ	রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন	সফর রাজ হোসেন	সাবেক স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন সচিব
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান	সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি
দুদক সংস্কার কমিশন	ড. ইফতেখারুজ্জামান	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী	সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

যুক্তরাজ্যের আইনসভার নাম পার্লামেন্ট

মব জাস্টিস আইনের শাসনের প্রতিবন্ধক

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস ও রক্তক্ষয়ী এক গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট ২০২৪ পতন হয় শেখ হাসিনার। এরপর তীব্র জনরোষে অনেকেই গণপিটুনির স্বীকার হয়। এমন সব ঘটনাগুলোকে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে 'মব জাস্টিস'। মূলত সরকার পতনের পর দেশজুড়ে বড় আকারে 'মব জাস্টিস' শুরু হয়। বাংলাদেশে এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা আগেও দেখা গেছে। তবে সেটি ছিল কথিত চোর-ডাকাতকে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনা।

মব জাস্টিস

মব (Mob) শব্দটি ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে। এটি সাধারণত উত্তেজিত, নিয়ন্ত্রণহীন বা বিশৃঙ্খল জনতাকে বোঝায়। আবেগ প্রবণ ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে, নিজেদের কাজের পরিণতি বিবেচনা না করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেওয়া এবং ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৎপর হয়ে ওঠাকে বোঝায়। অন্যদিকে জাস্টিস (Justice) অর্থ বিচার বা ন্যায়বিচার। 'মব জাস্টিস' (Mob Justice) অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য। সাধারণভাবে উত্তেজিত জনতা যখন আইন বা আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোনো বিচার নিজ হাতে তুলে নেন, সেটিই মব জাস্টিস। এ শাস্তি প্রায়শই মারধর, নির্যাতন বা হত্যা পর্যন্ত যেতে পারে। এ ধরনের ঘটনায় যদি কেউ মারা যায় তাকে লিঞ্চিং (Lynching) বলে। এর অর্থ বিচার বহির্ভূত হত্যা। এছাড়া জনতা দ্বারা বাড়িঘর পোড়ানো, কাউকে আহত করা, ভাঙচুর সবকিছুই মব জাস্টিসের অংশ।

মব জাস্টিসের কারণ

একটা দেশ বা সমাজে মব জাস্টিস ও মব লিঞ্চিং বিভিন্ন কারণে দেখা দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- **আইন প্রণয়নের অভাব :** যদি জনগণ মনে করে যে আইন প্রণয়ন বা তার প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না, তখন তারা নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- **অসন্তোষ ও ক্ষোভ :** যদি জনগণ নির্দিষ্ট একটি ঘটনায় গভীর ক্ষোভ বা অসন্তোষ অনুভব করে, তারা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মব জাস্টিসের আশ্রয় নিতে পারে।
- **সামাজিক বা রাজনৈতিক উত্তেজনা :** কখনো কখনো সামাজিক বা রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে জনগণ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে এবং নিজস্ব বিচার ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে পারে।
- **বিচার বিভাগের দুর্বলতা :** যদি বিচার বিভাগ দুর্বল হয়, তাহলে তা সহজেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপে নতি স্বীকার করতে পারে। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই বিচার ব্যবস্থাকে কিনে নিতে পারে, নিজেদের অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে। বিচারকার্য বিঘ্নিত হলে সৃষ্টি হয় অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলা বা মব জাস্টিস।
- **স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া :** কিছু ক্ষেত্রে, অসন্তোষ বা ক্ষোভের কারণেই লোকেরা তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মব জাস্টিসের দিকে চলে যায়।
- **আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দুর্বলতা :** যদি পুলিশ বা অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দুর্বল হয়, তাহলে তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে না এবং মিথ্যা মামলা চালু করতে পারে।

মব জাস্টিসের পরিণতি

মব জাস্টিস একটি গুরুতর সমস্যা, যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হতে পারে। এর ফলে—

- আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।
- অনেক সময় নিরপরাধ লোকেরাও এর শিকার হয়।
- দেশের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পর্যটন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আইনের চোখে

কেউ একজন অপরাধী বা নিরীহ লোককে পেটানোর সময় কিংবা আঘাতদানের সময় তাকে মেরে ফেলবে এমন কোনো চিন্তাভাবনা বা আশঙ্কা তার মনে কাজ করেনি; কিন্তু গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনায় কাজটি করতে গিয়ে এক পর্যায়ে দেখা গেল লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে-সেক্ষেত্রে আঘাতকারীর শাস্তি হবে অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। আর এক্ষেত্রে যদি মেরে ফেলার চিন্তাভাবনা কাজ করে এবং তা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে এই মেরে ফেলার কাজটি হবে দণ্ডার্হ নরহত্যা (Culpable Homicide), যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর মেয়াদের যেকোনো কারাদণ্ড। সঙ্গে যে কোনো অঙ্কের অর্থদণ্ড [৩০৪ ধারা, দণ্ডবিধি]।

প্রতিরোধে করণীয়

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দক্ষ করে তুলতে হবে এবং তাদেরকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম করতে হবে।
- বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও দক্ষ করে তুলতে হবে যাতে তারা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে মানুষকে আইন ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- মিডিয়া মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

যুক্তরাজ্যের আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট

CamScanner

প্রেক্ষাপট

বাংলদেশের রাজনৈতিক দল

১৯ আগস্ট ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২' সংশোধন করে নির্বাচনে অংশ নিতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। এরপর 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২'-এর ৯০ অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৬ আগস্ট ২০০৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ জারি করে। এ সময় ১১৭ টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। সেখান থেকে শর্ত পূরণ হওয়ায় ৩৯টি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। ২০ অক্টোবর ২০০৮ দেশের প্রথম দল হিসেবে নিবন্ধন পায় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। সর্বশেষ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ গণসংহতি আন্দোলন দলের নিবন্ধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এখন ৫৩টি। এসব দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো—

নিবন্ধন নং	দলের নাম	প্রতিষ্ঠা	নিবন্ধন তারিখ	প্রতীক
০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২৬ অক্টোবর ২০০৬	২০ অক্টোবর ২০০৮	ছাতা
০০২	জাতীয় পার্টি-জেপি	১৯৯৬ সালে	২০ অক্টোবর ২০০৮	বাইসাইকেল
০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	১ জানুয়ারি ১৯৬৭	৩ নভেম্বর ২০০৮	চাকা
০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯	৩ নভেম্বর ২০০৮	গামছা
০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৬ মার্চ ১৯৪৮	৩ নভেম্বর ২০০৮	কাস্তে
০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩ জুন ১৯৪৯	৩ নভেম্বর ২০০৮	নৌকা
০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	৩ নভেম্বর ২০০৮	ধানের শীষ
০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি	৩১ আগস্ট ১৯৯০	৩ নভেম্বর ২০০৮	কবুতর
০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১৯৬৭ সালে	৩ নভেম্বর ২০০৮	কুঁড়েঘর
০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১৯৮০ সালে	৩ নভেম্বর ২০০৮	হাতুড়ী
০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	মার্চ ২০০৪	৩ নভেম্বর ২০০৮	কুলা
০১২	জাতীয় পার্টি	১ জানুয়ারি ১৯৮৬	৩ নভেম্বর ২০০৮	লাঙ্গল
০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	৩১ অক্টোবর ১৯৭২	৩ নভেম্বর ২০০৮	মশাল
০১৪	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৬ আগস্ট ১৯৪১	৪ নভেম্বর ২০০৮	দাঁড়িপাল্লা
০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	১৯৮০	৯ নভেম্বর ২০০৮	তারা
০১৬	জাকের পার্টি	১৪ অক্টোবর ১৯৮৯	৯ নভেম্বর ২০০৮	গোলাপ ফুল
০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	৭ নভেম্বর ১৯৮০	৯ নভেম্বর ২০০৮	মই
০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	২০০০ সালে	৯ নভেম্বর ২০০৮	গরুর গাড়ী
০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	২০০৫ সালে	৯ নভেম্বর ২০০৮	ফুলের মালা
০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২৯ নভেম্বর ১৯৮১	১৩ নভেম্বর ২০০৮	বটগাছ
০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত)	৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ (৮ আগস্ট ১৯৭৬)	১৩ নভেম্বর ২০০৮	হারিকেন
০২২	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	১৯ জুলাই ২০০৭	১৩ নভেম্বর ২০০৮	আম
০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	২২ মার্চ ১৯৭১	১৩ নভেম্বর ২০০৮	খেজুর গাছ
০২৪	গণফোরাম	২৯ আগস্ট ১৯৯৩	১৩ নভেম্বর ২০০৮	উদীয়মান সূর্য
০২৫	জাতীয় গণফ্রন্ট	—	১৩ নভেম্বর ২০০৮	মাছ
০২৬	প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি-পিডিপি	২১ জুন ২০০৭	১৩ নভেম্বর ২০০৮	বাঘ
০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	২৬ জুলাই ১৯৫৭	১৩ নভেম্বর ২০০৮	গাভী
০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	—	১৬ নভেম্বর ২০০৮	কাঁঠাল

CamScanner

নিবন্ধন নং	দলের নাম	প্রতিষ্ঠা	নিবন্ধন তারিখ	প্রতীক
০২৯	ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন	২০০৮ সালে	১৬ নভেম্বর ২০০৮	চাবি
০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	২১ ডিসেম্বর ১৯৯০	১৬ নভেম্বর ২০০৮	চেয়ার
০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	২০০৭ সালে	১৭ নভেম্বর ২০০৮	হাতঘড়ি
০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট	২২ ডিসেম্বর ১৯৯০	১৭ নভেম্বর ২০০৮	মিনার
০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯	২০ নভেম্বর ২০০৮	রিক্সা
০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৩ মার্চ ১৯৮৭	২০ নভেম্বর ২০০৮	হাতপাখা
০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২১ ডিসেম্বর ১৯৯০	২০ নভেম্বর ২০০৮	মোমবাতি
০৩৬	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	৬ এপ্রিল ১৯৮০	২০ নভেম্বর ২০০৮	হুক্কা
০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১৪ জুন ২০০৪	২০ নভেম্বর ২০০৮	কোদাল
০৩৮	খেলাফত মজলিস	৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯	২২ নভেম্বর ২০০৮	দেওয়াল ঘড়ি
০৩৯	বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি	৩ আগস্ট ১৯৮৭	২০ নভেম্বর ২০০৮	কুড়াল
০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	৮ আগস্ট ১৯৭৬	২ জুন ২০১৩	হাত (পাঞ্জা)
০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	২৪ নভেম্বর ২০০০	৮ অক্টোবর ২০১৩	ছড়ি
০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	১০ আগস্ট ২০১২	১৮ নভেম্বর ২০১৩	টেলিভিশন
০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	২৪ এপ্রিল ২০১৭	৩০ জানুয়ারি ২০১৯	সিংহ
০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস	৪ মার্চ ২০১৩	৯ মে ২০১৯	ডাব
০৪৫	তৃণমূল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২০ নভেম্বর ২০১৫	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	সোনালি আঁশ
০৪৬	ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ	১০ জানুয়ারি ২০১০	৮ মে ২০২৩	আপেল
০৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	১২ মার্চ ২০১৬	১৮ জুন ২০২৩	মোটর গাড়ি (কার)
০৪৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন	২০২১ সালে	১০ আগস্ট ২০২৩	নোঙর
০৪৯	বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি	১০ জুলাই ২০২৩	১০ আগস্ট ২০২৩	একতারা
০৫০	আমার বাংলাদেশ পার্টি	২ মে ২০২০	২১ আগস্ট ২০২৪	ঈগল
০৫১	গণ অধিকার পরিষদ	২৬ অক্টোবর ২০২১	২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ট্রাক
০৫২	নাগরিক ঐক্য	১ জুন ২০১২	২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কেটলি
০৫৩	গণসংহতি আন্দোলন	২৯ আগস্ট ২০০২	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪	মাথাল

■ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫৩টি দল নিবন্ধিত হলেও পরবর্তীতে আদালতের আদেশ ও শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ৫টি দলের নিবন্ধন (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি-পিডিপি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি) বাতিল হয়। ফলে বর্তমানে মোট নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৪৮টি।

নতুন রাজনৈতিক দল

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নিবন্ধন পায় গণসংহতি আন্দোলন। উচ্চ আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জোনায়েদ সাকির নেতৃত্বাধীন এ দলটিকে নিবন্ধন দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে ইসি সচিবালয়। গণসংহতি আন্দোলনের নিবন্ধন নম্বর ৫৩। দলীয় প্রতীক 'মাথাল'। এর আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৬ (ক) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নাগরিক ঐক্যকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করে। এ দলের জন্য কেটলি প্রতীক সংরক্ষণ করা হয়। এ দলের নিবন্ধন নম্বর ৫২। একই দিন 'গণ অধিকার পরিষদকে (জিওপি)' পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করে। দলটির জন্য ট্রাক প্রতীক সংরক্ষণ করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ৫১।

নিবন্ধনের শর্ত

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর ৯০খ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, তিন শর্তে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। এগুলো হলো—

- নিবন্ধনে আগ্রহী দলকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দরখাস্ত জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যেকোনো একটিতে কমপক্ষে একটি আসন লাভ করতে হবে।
- অথবা, অংশ নেওয়া আসনে কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ ভোট পেতে হবে।
- অথবা, দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সক্রিয় কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং কমপক্ষে ২২ জেলা ও ১০০ উপজেলায় কমিটিসহ সক্রিয় দপ্তর থাকতে হবে।

CamScanner

জনশুমারিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১৫-২১ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা। ২৭ জুলাই ২০২২ ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর ২০২৪ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরে জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনের আলোকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

- মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী : ৫০টি ➤ বৃহত্তম নৃ-গোষ্ঠী : চাকমা • ক্ষুদ্রতম নৃ-গোষ্ঠী : ভিল
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা : ১৬,৫০,৪৭৮ ➤ পুরুষ : ৮,২৪,৯৩৩ • নারী : ৮,২৫,৫৪৫
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসে শীর্ষ : বিভাগ ➤ চট্টগ্রাম (৯,৯১,০১৩) • জেলা : রাঙ্গামাটি (৩,৭২,৮৭৫)
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাসে সর্বনিম্ন : বিভাগ ➤ বরিশাল (৪,১৯০) • জেলা : লালমনিরহাট (১১৮)

নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ও সর্বাধিক বসবাস

নাম	মোট	বসবাসে শীর্ষ জেলা		বসবাসে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য জেলা
		জেলার নাম	সংখ্যা	
চাকমা	৪,৮৩,৩৬৫	রাঙ্গামাটি	২,৭৬,০৪৮	খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কক্সবাজার, বান্দরবান
মারমা	২,২৪,২৯৯	বান্দরবান	৮৪,১৭০	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কক্সবাজার
ত্রিপুরা	১,৫৬,৬২০	খাগড়াছড়ি	৯৮,৫০০	বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার
সাঁওতাল	১,২৯,০৫৬	দিনাজপুর	৪১,০৭৯	রাজশাহী, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ওরাওঁ	৮৫,৮৫৮	নওগাঁ	৩৩,১৯৮	রংপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
গারো	৭৬,৮৫৪	ময়মনসিংহ	২১,৯০৮	নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, শেরপুর, মৌলভীবাজার
মুন্ডা	৬০,২০১	নওগাঁ	২৫,১৯৪	হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, জয়পুরহাট, সাতক্ষীরা
ম্রো	৫২,৪৬৩	বান্দরবান	৫১,৪৪৮	রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ
তঞ্চঙ্গা	৪৫,৯৭৪	রাঙ্গামাটি	২৭,৯৭৫	বান্দরবান, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, খাগড়াছড়ি
বর্মণ	৪৪,৬৭১	নওগাঁ	১১,৯১৮	ঠাকুরগাঁও, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মণিপুরী	২২,৯৭৯	মৌলভীবাজার	১৮,০৩১	সিলেট, হবিগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রংপুর
মাহাতো/কুর্মি মাহাতো/বেদিয়া মাহাতো	১৯,২৭১	সিরাজগঞ্জ	৭,৫৩৩	মৌলভীবাজার, যশোর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, বগুড়া
মালো/ঘাসিমালো	১৪,৭৯৭	নড়াইল	৪,১৪১	ফরিদপুর, জয়পুরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ
কোচ	১৩,৭০৪	টাঙ্গাইল	৪,৮৪৫	গাজীপুর, শেরপুর, ঝিনাইদহ, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ
বম	১৩,১৯৩	বান্দরবান	১১,৮৫৪	রাঙ্গামাটি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল
খাসিয়া/খাসি	১২,৪২২	মৌলভীবাজার	১০,০৪৫	সিলেট, হবিগঞ্জ, ঢাকা, নেত্রকোণা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি
বাগদী	১২,০৯৬	মাগুরা	২,৫৪২	রাজবাড়ী, ঝিনাইদহ, যশোর, হবিগঞ্জ, নাটোর
রাখাইন	১১,১৯৭	কক্সবাজার	৭,২৭৩	বরগুনা, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
ভূমিজ	৯,৬৬৪	মৌলভীবাজার	৩,৩১৮	হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পাহাড়ী/মালপাহাড়ী	৮,৮০১	রাজশাহী	৩,২৭৪	নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা
হাজং	৭,৯৯৬	নেত্রকোণা	৪,৩২৭	ময়মনসিংহ, শেরপুর, ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল
বেদিয়া	৭,২০৯	জয়পুরহাট	২,০৪৩	নওগাঁ, চট্টগ্রাম, নড়াইল, পাবনা, নোয়াখালী, মুন্সীগঞ্জ
মাহালী	৬,৬১৪	হবিগঞ্জ	১,২১৪	নওগাঁ, রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
খিয়াং	৪,৮২৬	বান্দরবান	২,৫০২	রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কক্সবাজার, নওগাঁ
মুসহর	৪,৬০৩	দিনাজপুর	১,৭৯৫	নওগাঁ, রংপুর, মৌলভীবাজার, নাটোর, ঠাকুরগাঁও
গঞ্জু	৪,১৩৭	জয়পুরহাট	১,১৬৬	নওগাঁ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, নাটোর
কোল	৩,৮২২	সিরাজগঞ্জ	১,০৬২	রাজশাহী, মৌলভীবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া
তুরি	৩,৭৯৪	বগুড়া	১,১০৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মৌলভীবাজার, জয়পুরহাট, দিনাজপুর

যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা ৬৫০ জন

CamScanner

নাম	মোট	বসবাসে শীর্ষ জেলা		বসবাসে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য জেলা
		জেলার নাম	সংখ্যা	
খুমি	৩,৭৮০	বান্দরবান	৩,২৮৭	ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, ঢাকা, রাঙ্গামাটি, সিলেট
বড়াইক/ বাড়াইক	৩,৪৪৭	মৌলভীবাজার	৯৯৫	হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, পাবনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা
লোহার	৩,৪২০	মৌলভীবাজার	৭১৬	সিলেট, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, দিনাজপুর
পাত্র	৩,১০৩	সিলেট	১,৮৪৫	মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, ঢাকা
খারিয়া/খাড়িয়া	৩,১০০	মৌলভীবাজার	২,০১২	হবিগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, ঢাকা
চাক	৩,০৭৭	বান্দরবান	২,৬৬২	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি
বানাই	২,৮৫১	ফরিদপুর	১,৩৯৬	কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, রাজশাহী
গড়াইত	২,৭৩০	নওগাঁ	১,৪৭৩	মৌলভীবাজার, রাজশাহী, হবিগঞ্জ, সিলেট
রাজোয়াড়	২,৩২৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১,১৮৭	রাজশাহী, নওগাঁ, মৌলভীবাজার, নড়াইল, রাজবাড়ী
তেলী	২,০৮২	মৌলভীবাজার	৮২৮	নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল, হবিগঞ্জ, সিলেট
শবর	১,৯৮০	মৌলভীবাজার	১,০৩৬	হবিগঞ্জ, সিলেট, ঝিনাইদহ, ঢাকা
ভূঁইমালী	১,৯৩০	নওগাঁ	৯০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদাহ, দিনাজপুর, নাটোর
কন্দ	১,৮৯৯	মৌলভীবাজার	১,০০৬	সিলেট, হবিগঞ্জ, ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল
পাংখোয়া/পাংখো	১,৮৫৭	রাঙ্গামাটি	১,৩৯৮	হবিগঞ্জ, নওগাঁ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বান্দরবান
হুদি	১,৫০৫	সুনামগঞ্জ	১,৫০৬	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, সিলেট, জয়পুরহাট
কড়া	৮১৬	যশোর	১,৩২৬	সুনামগঞ্জ, ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, দিনাজপুর
ডালু	৩৮৬	শেরপুর	২৪০	ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, গাজীপুর
লুসাই	৩৮০	রাঙ্গামাটি	১৪৭	ঢাকা, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খাগড়াছড়ি
খারওয়ার/খেড়োয়ার	৩১৪	মৌলভীবাজার	১১৪	বগুড়া, সিলেট, ঢাকা, রাজশাহী
হো	২২৪	ঢাকা	৬৩	জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর
গুর্খা	১০১	রাঙ্গামাটি	৪৩	ঢাকা, সিলেট, খাগড়াছড়ি
ভিল	৯৫	যশোর	৭২	ঢাকা, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম

[Note : এছাড়া অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৬৮,৫৮৮ জন।]

বিভিন্ন পরীক্ষায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা— [৪৪তম বিসিএস]
ⓐ ২০ ⓑ ৪৮ ⓒ ২৫ ⓓ ৩২
[Note : বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০টি।]

২. বাংলাদেশের বৃহত্তম নৃ-গোষ্ঠী কোনটি? [ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ফোরম্যান ২০১৯]
ⓐ সাঁওতাল ⓑ রাখাইন
ⓒ মারমা ⓓ চাকমা

৩. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৭]
ⓐ সাঁওতাল ⓑ চাকমা ⓒ মারমা ⓓ রাখাইন

৪. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক— [৩৮তম বিসিএস]
ⓐ রাঙ্গামাটি জেলায় ⓑ খাগড়াছড়ি জেলায়
ⓒ বান্দরবান জেলায় ⓓ সিলেট জেলায়

৫. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মণিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে? [৪৫তম বিসিএস]
ⓐ সিলেট ⓑ মৌলভীবাজার
ⓒ হবিগঞ্জ ⓓ সুনামগঞ্জ

৬. বাংলাদেশের কোন জেলায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]
ⓐ কক্সবাজার ⓑ নেত্রকোণা
ⓒ বান্দরবান ⓓ কুষ্টিয়া

৭. কোন জেলায় 'ওঁরাও' নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বেশি? [চবি ইউনিট বি ২০২১-২২]
ⓐ বান্দরবান ⓑ চট্টগ্রাম ⓒ নওগাঁ ⓓ সিলেট

৮. তঞ্চঙ্গা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ বেশি বাস করে যে জেলায়— [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ ২০২০-২১]
ⓐ চট্টগ্রাম ⓑ রাঙ্গামাটি
ⓒ খেপুপাড়া ⓓ কুয়াকাটা

৯. বাংলাদেশের যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সিলেটে বাস করে না— [ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৯-২০]
ⓐ খাসিয়া ⓑ পাত্র ⓒ মণিপুরী ⓓ তঞ্চঙ্গা

১০. বাংলাদেশে বসবাস করে না কোন উপজাতি? [জাককানইবি 'সি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
ⓐ রাখাইন ⓑ মণিপুরী ⓒ খাসিয়া ⓓ নাগা

উত্তর
১. Note
২. ⓓ
৩. ⓒ
৪. ⓐ
৫. ⓑ
৬. ⓐ
৭. ⓒ
৮. ⓑ
৯. ⓓ
১০. ⓓ

CamScanner

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ প্রাইমারি ❖ ব্যাংক ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
ভাইবা সহ যেকোন চাকুরির পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ় প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য ও অনন্য।

জাহিদ সোহেল স্যারের তথ্য সমৃদ্ধ বিশেষ মানচিত্র

(বাংলাদেশ, পৃথিবী এবং পর্যায় সারণী ও বিজ্ঞানের মানচিত্র)

যে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় মাত্র ৩ টি মানচিত্র থেকে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৫০% কমন।

মানচিত্র ছাড়া জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়না।
মানচিত্র ছাড়া BCS/JOB হয় না।।

কিভাবে মানচিত্র পড়বো! কিভাবে শুরু করবো!?
শিগ্রই বাজারে আসছে-
মানচিত্র ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানের বই

মানচিত্র পাঠের সহজ কৌশল

যারা অনেক পড়েন কিন্তু মনে থাকেনা; পরীক্ষার হলে কনফিউসড হয়ে যান; যারা অল্প সময়ে দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতে চান.. এটি তাদের জন্য। প্রায় ১০০০ সহজ ছন্দ, সূত্র ও মনেরাখার দুর্দান্ত কৌশল নিয়ে-

* ছন্দ ও কৌশল

* রেড কার্ড * ভাইভা কৌশল

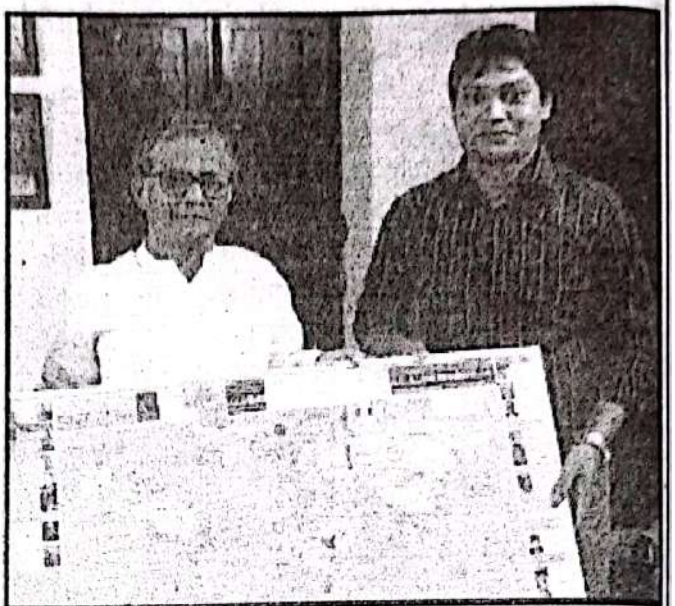

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যার কে জাহিদ সোহেল স্যার পৃথিবী ও বাংলাদেশ মানচিত্রের নতুন সংস্করণ শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে প্রদান করলে, তিনি এটিকে একটি অনবদ্য, চমৎকার সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক গবেষণা কর্ম হিসেবে প্রশংসা করেন।

সাবধান! নকল হতে সাবধান! সস্তার তিন অবস্থা! বিভিন্ন প্রকাশনীর সস্তা মানচিত্র নকশা ও আমার মানচিত্রের পুরোনো সংস্করণ। একটি ভুল তথ্য আপনার জীবন হতে ১টি বছর/১টি সুযোগ/১টি চাকরি নষ্ট করে দিতে যথেষ্ট। তাই বাংলাদেশে ১ম তথ্যসমৃদ্ধ মানচিত্রের প্রণেতা জাহিদ সোহেল স্যার" সম্পাদিত মানচিত্র দেখে, আপডেট উভয় পৃষ্ঠা ছাপা মানচিত্র কিনুন মাত্র ৯০/- (প্রতিটি)।

প্রাপ্তিস্থান: সুমন: ০১৭১৬০২৭৮৪৫/দি বুক/প্রমিজ/জুপিটার, নীলক্ষেত: যমুনা/নাহার/তাজ/আলম বুক, ফার্মগেট: তোফাজ্জেল, ইউনিসি লাইব্রেরিসহ সারা দেশে

জাহিদ সোহেল একাডেমি

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
- সুশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আত্মউন্নয়নে

জাহিদ সোহেল স্যারের নিকট সরাসরি অনলাইনে মানচিত্র ও সাধারণ জ্ঞান শেখার দুর্দান্ত প্যাকেজ কোর্স মাত্র ৫০০/- টাকা এবং ১ দিনে মানচিত্র/সা.জ্ঞান শেখার বিশেষ ক্লাস/সেমিনারে অংশ নিতে

মাত্র ১০০/- বিকাশ/নগদ করে এসএমএস/হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য দিন। আসন সংখ্যা সীমিত।

● অনলাইন ভর্তি চলছে। যোগাযোগ: জাহিদ সোহেল স্যার: ০১৭১২-১৯৭৬৬২। ০১৭৬৬-৬২২৩৫৫ (অফিস)

বিশ্বজুড়ে

NDB'র নতুন সদস্য আলজেরিয়া

২৯-৩১ আগস্ট ২০২৪ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে New Development Bank (NDB)-এর নবম বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৩১ আগস্ট ২০২৪ আলজেরিয়াকে সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, যা ব্যাংকটির প্রধান দিলমা রুসেফ ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত NDB'র মূল্য উদ্দেশ্য হলো উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থের জোগান দেওয়া।

শ্রীলংকার নতুন প্রেসিডেন্ট

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শ্রীলংকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হন মার্ক্সবাদী নেতা অনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দেশটির দশম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তিনি। ২৪ নভেম্বর ১৯৬৮ দিসানায়েক দেশটির রাজধানী কলম্বো থেকে প্রায় ১৭০ কিমি দূরে অনুরাধাপুরা জেলার থাম্বুতেগামা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন দিনমজুর এবং তার মা একজন গৃহিণী। তিনি কলম্বো থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন এবং কৃষি, ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে তিনি জনতা বিমুক্তি পেরুমুনা (JVP) দলের নেতা। তিনি ২০১৯ সালের শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রার্থী ছিলেন। JVP'র বৃহত্তর জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (NPP) থেকে ২০২৪ শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাকে।

লেবাননে পেজার বিস্ফোরণ

১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ, লেবানন এবং সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে হিজবুল্লাহ ব্যবহৃত হাজার হাজার হ্যান্ডহেল্ড পেজার এবং শত শত ওয়াকি-টকি একযোগে বিস্ফোরিত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, ৩৭ জন মারা যান, যার মধ্যে অন্তত ১২ জন বেসামরিক নাগরিক। ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা (মোসাদ) এ ডিভাইসগুলো তৈরি করে, ব্যাটারিতে বিস্ফোরক Pentaerythritol tetranitrate (PETN) সংযুক্ত করে এবং একটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে হিজবুল্লাহকে বিক্রি করে। এই ঘটনাটি অক্টোবর ২০২৩-এ ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ সংঘাত শুরুর পর থেকে হিজবুল্লাহর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। পেজার (Pager) বা বিপার মূলত ছোট বা সহজে বহনযোগ্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্র। যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত লিখিত বার্তা, সংখ্যাসূচক বা আলফানিউমেরিক বার্তা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। মুঠোফোন জনপ্রিয় হওয়ার আগে পেজার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

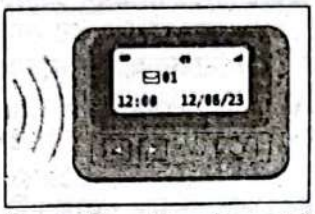

যুক্তরাজ্যের নতুন দল

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যুক্তরাজ্যের স্বতন্ত্র সাংসদ জেরেমি করবিন এবং আরও চার ফিলিস্তিনপন্থি সংসদ সদস্য প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিনিধি পরিষদ হাউজ অব কমন্সে 'স্বাধীন জোট' নামে একটি সংসদীয় দল গঠন করেন। পাঁচ সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টের এ দলটির যাত্রা শুরু হলেও নতুন সাংসদরাও এতে যুক্ত হতে পারবেন।

বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবসের স্বীকৃতি

৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের প্লেনারিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি বছর ৬ জুলাইকে 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে একটি রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP) সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে টেকসই পল্লী উন্নয়নে সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার দিনকে 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত রেজ্যুলেশনটি বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পেরু, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত একটি কোর গ্রুপের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়। জাতিসংঘের ৪৩টি সদস্য রাষ্ট্র রেজ্যুলেশনটি স্পন্সর করে এবং কোনো ভোটো ছাড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়। CIRDAP বাংলাদেশ কেন্দ্রিক আন্ত-রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং এটির লক্ষ্য পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন। ৬ জুলাই ১৯৭৯ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ ও জাতিসংঘ-এর খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সদস্যদের ৬টি দেশের সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে এটি গঠিত হয়।

CIRDAP

CamScanner

চীন প্রতিষ্ঠার প্লাটিনাম জয়ন্তী

রাষ্ট্রীয় নাম : গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা গণচীন • ইংরেজি : People's Republic of China • রাজধানী : বেইজিং • মুদ্রা : ইউয়ান • প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং • রাষ্ট্রপতি : সি চিন পিং

১ অক্টোবর ২০২৪ চীন বিপ্লবের (গণচীন প্রতিষ্ঠার) ৭৫তম বার্ষিকী এবং চীনের জাতীয় দিবস। ১৯৪৯ সালের এ দিনে মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের পর পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯১১ সালের পূর্ব পর্যন্ত চীন বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। ১ জানুয়ারি ১৯১২ সান ইয়াত সেন চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১ অক্টোবর ১৯৪৯ মাও সে তুং এর নেতৃত্বে বিপ্লবী চীনা মুক্তিফৌজ সমগ্র চীনকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China-PRC) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তাইওয়ান ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এরপরই ২৫ অক্টোবর ১৯৭১ চীন স্থায়ী সদস্য হয় জাতিসংঘের। পায় ভেটোর ক্ষমতা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হলো গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং শাসক রাজনৈতিক দল। এটি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১ জুলাই ১৯২১ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চীন শাসন করেন। তাকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের 'জাতির জনক' বলা হয়।

অবসরের বয়সসীমা বাড়াল

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চীনা পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটি অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে ১৯৭৮ সালের পর প্রথমবারের মতো দেশটিতে অবসরের বয়স বাড়বে। একই সঙ্গে পেনশন ভাতার নিয়মে আসে বড় পরিবর্তন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে, চীন ধীরে ধীরে সব পুরুষ কর্মীর অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৩ বছরের উন্নীত করবে। অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে দুটি ভাগ রাখা হয়। হোয়াইটকলার বা প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের চাকরিতে নারীদের অবসরসীমা ৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৮ বছর করা হয়েছে। ব্লু-কলার বা কর্মী পর্যায়ে বয়সসীমা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ বছর ধার্য হয়। অবসর সংক্রান্ত এ নীতিগুলো ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

চীনে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা

১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে বাংলাদেশসহ ৩৩টি দেশ চীনে পণ্য রপ্তানিতে শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চীনা দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বেইজিংয়ে চীন-আফ্রিকা সহযোগিতামূলক সম্মেলনে চীনের বাজার স্বেচ্ছায় উন্মুক্ত করার ঘোষণা দেন। চীনই প্রথম দেশ, যারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার চীন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ চীন থেকে ১৮.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের পণ্য আমদানি করে। আর বাংলাদেশ থেকে চীনে রপ্তানি হয় ৬৭৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য।

মাওরি আদিবাসীদের নতুন রানি

মাওরি নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী। মাওরি ভাষায় 'মাওরি' অর্থ 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' বা 'সাদাসিদে'। মাওরিদের নিজস্ব ভাষার নাম Te Reo Mori, যা একটি পলিনেশিয়ান ভাষা। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে ১৮৫৮ সালে 'কিং মুভমেন্ট' বা 'কিংগিতানা' নামের বিক্ষোভ শুরু হয়। তারপর থেকে রাজা প্রথা চলে আসছে। একাধিক গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে সম্মানিত মাওরি রাজার কোনো আইনি বা বিচারিক ক্ষমতা নেই। পদটি মূলত আলংকারিক। তবে মাওরিদের মধ্যে রাজা ও রানির একটা প্রভাব আছে। নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতিগোষ্ঠীর নতুন রানি ২৭ বছর বয়সি এনগা ওয়াই হোনো ই তে পো পাকি। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তার অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। ঐতিহ্য মেনে মাওরি প্রধানেরা তাকে অভিষিক্ত করেন। ৩০ আগস্ট ২০২৪ মাওরি রাজা তুহেইশিয়া পুতাতাউ তে হোয়েরোহোয়েরো মারা যান। নতুন রানি প্রয়াত রাজার একমাত্র মেয়ে। এনগা ছাড়া তার দুই ছেলেসন্তান রয়েছে।

সাধারণ পরিষদে সদস্য রাষ্ট্রের আসনে ফিলিস্তিন

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ফিলিস্তিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে আসন পায়। জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যদেশ না হওয়ার পরও ফিলিস্তিনকে এ অধিকার দেওয়া হয়। এত দিন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্যদেশগুলোর সারিতে বসতে পারতেন না। এখন থেকে সাধারণ পরিষদে অন্য সব সদস্যদেশের মতো প্রস্তাব ও সংশোধনী তুলতে পারবেন ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা। ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘে একটি অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র, যা ভ্যাটিকান সিটি-এর সমান মর্যাদা পায়। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনের সার্বভৌম রাষ্ট্রের বাস্তবিক স্বীকৃতি অনুমোদন করে এবং বিশ্ব সংস্থায় তাদের পর্যবেক্ষক মর্যাদা 'entity' থেকে 'অ-সদস্য রাষ্ট্র'-এ উন্নীত করে। ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য করতে ১০ মে ২০২৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার প্রস্তাবকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে এবং এটিকে যোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে 'বিষয়টি অনুকূলভাবে পুনর্বিবেচনা করার' সুপারিশ করে। প্রস্তাবটি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ফিলিস্তিনিদের পরিষদ কক্ষে জাতিসংঘের সদস্যদের মধ্যে একটি আসনসহ কিছু অতিরিক্ত অধিকার এবং সুবিধা প্রদান করে।

CamScanner

রোমানিয়ার কাছে এফ-৩৫ বিক্রি অনুমোদন

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর মিত্র রোমানিয়ার কাছে ৭২০ কোটি ডলারে কয়েক ডজন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রিয় চুক্তির অনুমোদন দেয়। চুক্তিটি এখন মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হতে হবে। চুক্তির অধীনে বুখারেস্ট ৩২টি এফ-৩৫ এই বিমান এবং সরঞ্জাম ক্রয় করবে। এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানগুলোকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত মানের ফাইটার জেটগুলোর অন্যতম। এফ-৩৫-এর স্টেলথ (অদৃশ্য থেকে শত্রুপক্ষের ওপর নজরদারি) সক্ষমতা অনেক বেশি। এর ফলে আকাশযুদ্ধের পুরো লড়াইটাই ঘুরে যেতে পারে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে রাডারের চোখ ফাঁকি দেওয়া যায়।

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী

ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন মিশেল বার্নিয়ে। ৭ জুলাই ২০২৪ ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর দীর্ঘ অচলাবস্থা শেষে দেশটির জনপ্রতিনিধিরা বার্নিয়েকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মিশেল বার্নিয়ে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আত্তালের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৯ জানুয়ারি ২০২৪ আত্তাল মাত্র ৩১ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সে নতুন প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে প্রবীণ প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বার্নিয়ে।

ইরাকে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস চালু

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আবারও নিজেদের দূতাবাস চালু করে সুইজারল্যান্ড। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দূতাবাস বন্ধ করে জেনেভা। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর দেশটিতে নিজেদের দূতাবাস পুনরায় খোলার মাধ্যমে জনবহুল দেশটির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী ও অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং অভিবাসন ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গভীর করার লক্ষ্য নিয়েছে ফেডারেল কাউন্সিল।

নিরপেক্ষ অবস্থান ছাড়ছে সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ২৯ আগস্ট ২০২৪ এ-সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। একদল বিশেষজ্ঞ সুইজারল্যান্ড সরকারকে 'অভিন্ন প্রতিরক্ষা সক্ষমতার' জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সামরিক জোট ন্যাটোর সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেয়। যে দেশটি ১৫১৫ সাল থেকে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। সম্ভাব্য নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনটা হবে ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রায় হামলা কীভাবে ইউরোপের নিরাপত্তার জায়গাটি পাল্টে দিচ্ছে, সেটার আরেকটি ইঙ্গিত। বিনা উসকানিতে চালানো ওই হামলার জেরে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান ছেড়ে ন্যাটো সামরিক জোটে যোগ দেয় সুইডেন ও ফিনল্যান্ড।

পাকিস্তানে ফ্রি ভিসা

বর্তমানে পাকিস্তানের ফ্রি ভিসা পাবে ১২৬ দেশ যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশও। ১২৬ দেশের জন্য ভিসা করে দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে! অনলাইনে একদম সহজ ৩০ প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে ই-ভিসা। ১৪ আগস্ট ২০২৪ পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী এ নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেন। এদিন থেকেই ১২৬ দেশের দর্শনার্থীদের জন্য ই-ভিসা ফি বাতিল করা হয় এবং আবেদন প্রক্রিয়াও খুব সহজ করা হয়। দেশগুলো থেকে ভ্রমণ ও ব্যবসায়িক উভয় কাজেই বিনামূল্যে ৯০ দিনের ভিসা পাওয়া যাবে।

এক দেশ এক ভোট

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশটির লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে আয়োজনের জন্য 'এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার এ নীতি বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যায়। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই এই প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হবে। 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকরের পথ খুঁজতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ মার্চ ২০২৪ কমিটি আট খণ্ডে বিভক্ত ১৮০০০ পাতার প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জমা দেয়। প্রস্তাবে বলা হয় দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা ও অর্থ অপচয় ঠেকাতে লোকসভা, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও পৌরসভা-পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় প্রশাসনের ভোট একই সঙ্গে করা উচিত। 'এক দেশ এক ভোট' নীতি দুই ধাপে কার্যকর করা হবে। তবে ভোটারদের জন্য একটি তালিকাই থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উত্থাপিত ধর্ষণবিরোধী The Aparajita Woman and Child (West Bengal. Criminal Laws Amendment) Bill, ২০২৪ পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনে প্রথম কোনো সংশোধন আনল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৯ আগস্ট ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলটি পাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাস হওয়া নতুন সংশোধনী বিলে ধর্ষণের শাস্তি আমৃত্যু কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়। যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, তার নাম প্রকাশ, ধর্ষণ মামলায় অনুমতি ছাড়া বিচার প্রক্রিয়ার বিবরণ প্রকাশ হলে ৩-৫ বছর কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়।

সৌদি সংবাদ

■ অফিস মাত্র চারদিন

বিশ্বের অনেক দেশে চার দিনের অফিস পরীক্ষামূলক চলছে। ইউরোপের অনেক প্রতিষ্ঠান তো তিন দিনের ছুটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। পাইলট প্রকল্পের চার দিনের অফিসে সুফলও নাকি মিলছে। সম্প্রতি এবার সে পথে হাঁটছে সৌদি আরব। পাঁচ দিনের অফিস ও দুই দিনের ছুটি বদলে যাচ্ছে। দেশটির একটি প্রতিষ্ঠানে তিন দিন ছুটি চালু করছে। বেলজিয়ামে চার দিন কাজ করেন সে দেশের নাগরিকেরা। ২০২২ সালের নভেম্বরে বেলজিয়ামে পাস করা হয় এই আইন। কাজ চার দিনের হলেও কর্মঘণ্টা ঠিক আগের মতোই রয়েছে। এছাড়াও তিনদিন ছুটি রয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আইসল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও ফ্রান্স।

■ শ্রম আইন সংশোধন

৬ আগস্ট ২০২৪ সৌদি আরব শ্রম আইন সংশোধন করে ব্যাপক পরিবর্তন করে। ২৩ আগস্ট ২০২৪ গেজেট জারি করা হয়। এতে কিছু অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এসেছে এবং নতুন করে দুটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। আর সাতটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়। সৌদি আরবের শ্রম আইন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি আগে ছিল ১০ সপ্তাহ, অর্থাৎ আড়াই মাস ছুটি ছিল। নতুন আইনে ছুটি বাড়িয়ে করা হয় ১২ সপ্তাহ (তিন মাস)। আবার ভাই-বোনের মৃত্যুতে অংশ নিতে ছুটি বাড়িয়ে করা হয়েছে তিনদিন। আর কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশনারি সময় থাকবে ১৮০ দিন। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সংশোধনী অনুযায়ী নতুন আইন কার্যকর হবে।

মিসরের নতুন রাজধানী

মিসরের রাজধানী কায়রো বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে একটি। গত এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে শহরটি মিসরের রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এবার কায়রোর ওপর চাপ কমাতে রাজধানী স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মিসর সরকার। নতুন এ রাজধানীর নাম রাখা হয় নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (ন্যাক)। কায়রো থেকে ৪৫ কিমি পূর্বে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ন্যাকের আয়তন ৭৩৫ বর্গকিমি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা মিসরের নতুন রাজধানীর দু'টি স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। একটি ২০১৭ সালের যখন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় অন্যটি ২০২৪ সালের আগস্টের। মিসরের নতুন এ রাজধানী শহরে পর্যাপ্তসংখ্যক বহুতল ভবনের পাশাপাশি বিভিন্ন পার্ক এবং কৃত্রিম হ্রদ থাকবে।

হন্ডুরাসের শত বছরের চুক্তি বাতিল

২৮ আগস্ট ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয় হন্ডুরাস। ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে হন্ডুরাসের রাজনীতিতে প্রভাব খাটানোর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একশ বছরের বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় হন্ডুরাস। ১৫ জানুয়ারি ১৯০৯ স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান ওরলান্ডো অ্যার্নান্দেসকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে মাদক পাচারের অভিযোগে দায়ী করে শাস্তি দেওয়া হয়। হন্ডুরাসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রো ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ক্ষমতায় আসার পর ২১ এপ্রিল অ্যার্নান্দেসকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়। এছাড়াও প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় হন্ডুরাসের সাবেক পুলিশ প্রধান হুয়ান কার্লোস বনিলাকেও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

টাইফুনের সংবাদ

- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চীনের বাণিজ্যিক অঞ্চল সাংহাইতে আছড়ে পড়ে শক্তিশালী টাইফুন 'বেবিনকা'। ঘণ্টায় ১৫১ কিমি গতিতে ঝড়টি আঘাত হানে। এর আগে ১৯৪৯ সালে টাইফুন 'গ্লোরিয়া' এমন তীব্র শক্তি নিয়ে আঘাত হানে।
- চীনের হাইনান প্রদেশে ক্যাটাগরি ৪ এর সুপার টাইফুন 'ইয়াগি' আঘাত হানার পর এ সাংহাইতে এ টাইফুন আঘাত হানল। ২০২৪ সালের দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ শক্তিশালী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সুপার টাইফুন ইয়াগি। সুপার টাইফুন ইয়াগি প্রথমে ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ফিলিপাইনে আঘাত হানে। স্থানীয়ভাবে এটি টাইফুন এন্টেং নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ চীন অতিক্রম করে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিয়েতনামে আঘাত হানে।
- ২৯ আগস্ট ২০২৪ জাপানে চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী টাইফুন 'শানশান' ঘণ্টায় ২৫২ কিমি বেগে বয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় কিউশু দ্বীপে আঘাত হানে। আগে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় মারিয়ার প্রভাবে জাপানের উত্তরাঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে ঝড়গুলো উপকূল রেখার কাছাকাছি সৃষ্টি হয়ে দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে স্থলভাগে আঘাত হানে।

ঘূর্ণিঝড় 'আসনা'র আঘাত

২০২৪ সালের আগস্টে ভারত ও পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় আসনা (Asna) আঘাত হানে। এতে দেশ দুটিতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। আসনাকে একটি অত্যন্ত বিরল ঘূর্ণিঝড় বলা হয় কারণ আসনা স্থলভাগ পেরিয়ে পুনরায় আরব সাগরে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। সাধারণত ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রপৃষ্ঠ বা জলভাগেই সৃষ্টি হয়ে তা স্থলভাগে প্রবেশ করে। ১৮৯১-২০২৪ সালের মধ্যে মাত্র তিনবার এ ধরনের বিরল

ঘূর্ণিঝড় হয়। ১৯৭৬ সালের পর এই প্রথম এমন ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড় আসনার নামকরণ করে পাকিস্তান। আসনা শব্দটি উর্দু শব্দ থেকে এসেছে, অর্থ উজ্জ্বলতম বা প্রশংসিত।

যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকে রয়েছে ৮টি ত্রিভুজ

CS CamScanner

মহাকাশ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

মহাকাশে ইরানের স্যাটেলাইট

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইরান মহাকাশে 'চামরান-১' (Chamran-1) নামের গবেষণা স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে। ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি কায়েম-১০০ স্পেস লঞ্চ ভেহিকেল স্যাটেলাইটটিকে বহন করে নিয়ে যায়। ইরানি ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ (Sairan) উপগ্রহটি ডিজাইন ও নির্মাণ করে। উৎক্ষেপণের পর তা পৃথিবী থেকে ৫৫০ কিমি উপরে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এর আগে ২০ জানুয়ারি ২০২৪ সোরাইয়া (Soraya) উপগ্রহটি কক্ষপথের ৭৫০ কিমি উপরে উৎক্ষেপণ করে ইরান।

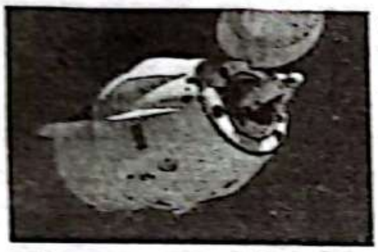

প্রথম বাণিজ্যিক স্পেসওয়াক

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহাশূন্যে মহাকাশযানের বাইরে প্রথম অপেশাদার ক্রু হিসেবে 'স্পেসওয়াক' সম্পন্ন করেন মার্কিন ধনকুবের ও এক প্রকৌশলী জ্যারেড আইজ্যাকম্যান এবং সারাহ গিলিস। SpaceX-এর এ মিশনটির নাম Polaris Dawn। এ মিশনে মোট চারজন মহাকাশচারী অংশ নেন। তাদের মধ্যে দুজন 'স্পেসওয়াক' করেন। অভিযানে অংশ নেওয়া বাকি দুজন ক্যাপসুলের ভেতরে ছিলেন। মহাশূন্যে থাককালে মহাকাশযান থেকে বাইরে বের হওয়াকে 'স্পেসওয়াক' বলে।

চাঁদ গবেষণায় প্রথম AI মডেল

চাঁদ নিয়ে গবেষণার জন্য বিশ্বের প্রথম মালটিমোডাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল প্রকাশ করে চীন। এটি ব্যবহারে চাঁদ থেকে পাওয়া অজস্র তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। সম্প্রতি চায়না একাডেমি অব সায়েন্সেস এবং আলিবাবা ক্লাউড ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের জিওকেমিস্ট্রি ইনস্টিটিউটের তৈরি AI টুলটি দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কুইচৌ প্রদেশের কুইয়াং শহরে চায়না ইন্টারন্যাশনাল বিগ ডেটা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোতে উন্মোচন করা হয়। জিওকেমিস্ট্রি ইনস্টিটিউট চাঁদ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ডেটা ব্যাংকসহ একটি 'ডিজিটাল চাঁদ' প্লাটফরম তৈরি করেছে। মূলত এটি ডিজিটাল চাঁদের জন্য একটি 'স্মার্ট ব্রেন' হিসেবে কাজ করবে নতুন করে বানানো AI ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটি।

'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাস

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইসরায়েল জানায়, মশাবাহিত 'ওয়েস্ট নাইল' ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয় দেশটিতে। ২০২৪ সালের জুনে প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৯১৩ জন। সংক্রমিত মশার মাধ্যমে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে এ ভাইরাস ছড়ায় না। এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৮০% লোকের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। প্রায় ২০% জ্বর, মাথা ব্যথা এবং শরীরের ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ অনুভব করে।

চাঁদিপুর ভাইরাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্প্রতি জানায়, জুনের প্রথম থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় Acute Encephalitis Syndrome (AIS)-এর ২৪৫টি ঘটনার জরিপ করে, যার মধ্যে ৮২ জনের মৃত্যু (মৃত্যুহার ৩৩%) হয়। নতুন এ মরণ ভাইরাসের নাম চাঁদিপুর ভাইরাস। চাঁদিপুর ভাইরাস বা CHPV হলো Rhabdoviridae পরিবারের সদস্য এবং ভারতের পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ অংশে, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুম AIS প্রাদুর্ভাবের জন্য পরিচিত। ভাইরাসটির আসল নাম চাঁদিপুর ভেসিকুলোভাইরাস। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের চাঁদিপুর গ্রামে এ ভাইরাস প্রথম সনাক্ত করা হয়। সেই থেকেই এ নামকরণ। এটি একটি RNA ভাইরাস।

বিশ্বে প্রথম রোবোটিক হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব বিশ্বে প্রথমবারের মতো 'রোবোটিক হার্ট' ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে। দেশটির কিং ফয়সাল স্পেশালিস্ট হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের (KFSHRC) কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ ফেরাস খলিলের নেতৃত্বে ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরের শরীরে সফলভাবে এ হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়। রোবোটিক হার্ট ইমপ্ল্যান্ট বা কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ছোট একটা ছিদ্রের সাহায্যেই অস্ত্রোপচার সম্ভব। এর আগে ২০২৩ সালে কিং ফয়সাল স্পেশালিস্ট হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে ৬৬ বছর বয়সি এক রোগীর ওপর বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ রোবোটিক লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সফলভাবে সম্পন্ন করে সৌদি আরব।

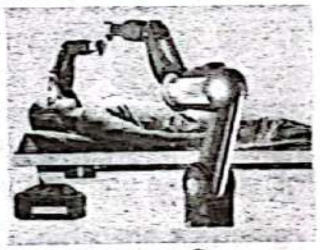

এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এমপক্স টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়। ২০২৪ সালে এমপক্সের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে। দেশটিতে এমপক্সের প্রথম টিকা MVA-BN পৌঁছানোর পর WHO এই টিকার অনুমোদন দিল। অন্যদিকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কঙ্গোতে এমপক্সের টিকার প্রথম চালান পাঠায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।

CamScanner

তথ্যকোষে রূপক কথা

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হয়। সে শব্দগুলোর বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। তাই বর্তমানে আলোচিত শব্দ নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

শাটল ডিপ্লোমেসি

দুটি রাষ্ট্র একে অপরের বিপক্ষে সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। এ সংঘাত এতটাই গুরুতর যে, দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে সংলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। এরকম পরিস্থিতিতে যদি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে শক্তিশালী কোনো দেশের প্রতিনিধি দুই পক্ষের মধ্যে বার্তাবাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সংঘাত নিরসনের উদ্যোগ নেয়, তাহলে সংঘাত নিরসন হলেও হতে পারে। এটিই শাটল ডিপ্লোমেসি (Shuttle Diplomacy) হিসেবে পরিচিত।

মেগাফোন ডিপ্লোমেসি

মেগাফোন প্রকৃত অর্থে একটি যন্ত্র, যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে উচ্চমাত্রায় বাড়িয়ে জনসমক্ষে পৌঁছে দেয়। এ ধারণা থেকে 'মেগাফোন কূটনীতি' (Megaphone Diplomacy) শব্দটি এসেছে, যেখানে কোনো দেশ বা নেতা তাদের অবস্থান বা বক্তব্য সরাসরি গোপন কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে না করে জনসমক্ষে বা গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এ ধরনের কূটনৈতিক কার্যক্রমে দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা না করে, মিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে পরস্পরের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

Next Eleven

২১ শতকে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ১১টি দেশকে Next Eleven বা N-11 বলা হয়। দেশগুলো হলো— ইরান, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, দ. কোরিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মিসর ও মেক্সিকো। ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ Goldman Sachs বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিচার করে এ তালিকা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উন্নত অর্থনীতিতে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দ. কোরিয়া ও হংকং-এ চারটি দেশকে Asian Tiger নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়া ভিয়েতনামকে ইতিমধ্যেই The Next Asian Tiger নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

First Nations

ফার্স্ট নেশনস (Frist Nation) বলতে সাধারণত আদিবাসীদের বোঝায়। এরা এমন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা কোনো এলাকার আদি বাসিন্দা। বিশেষ করে শব্দটি সাধারণত কানাডায় ফার্স্ট নেশনস এবং আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান বা 'অস্ট্রেলিয়ান ফার্স্ট নেশনস' এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

পোটেমকিন

Potemkin শব্দটি বলতে বোঝায় বাহ্যিক মুখোশ লাগানো পরিস্থিতি বিশেষ যা দেখে লোকেরা বিশ্বাস করে, পরিস্থিতি ভালো আছে, তবে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। ১৭৮৭ সালে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন ক্রিমিয়া সফর করার সময় গ্রিগরি পোটেমকিন নামের একজন ফিল্ড মার্শাল সম্রাজ্ঞীকে খুশি করতে একটি নকল গ্রাম তৈরি করেন। সম্রাজ্ঞী চলে যাওয়ার পর সেই গ্রামও সরিয়ে ফেলা হয়। ওই ঘটনার সূত্র ধরে 'পোটেমকিন' শব্দটির উদ্ভব হয়।

Small Modular Reactor (SMR)

Small Modular Reactor (SMR) হলো ছোট পারমাণবিক ফিশন রি-অ্যাক্টরগুলোর একটি প্রকার, যা কারখানায় তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়। এরপর ইনস্টলেশনের জন্য অপারেশনাল সাইটগুলিতে পাঠানো হয় এবং বিল্ডিং বা অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়। অরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটি (OSU)-এর একটি দল ২০০৭ সালে প্রথম বাণিজ্যিক ক্ষুদ্র মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR) আবিষ্কার করে।

জেলিফিস প্যারেন্টিং

Jellyfish Parenting হলো বাবা-মা অথবা অভিভাবকের মাধ্যমে সন্তানকে বড় করার এক ধরনের প্রচলিত ব্যবস্থা, যেখানে শিশুকাল থেকে অতি আদর-যত্নে শিশু-কিশোরদের লালনপালন করা হয়ে থাকে। জেলি মাছের যেমন শক্ত হাড় নেই, বাবা-মা তেমনই কোনো শক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেন না। এ ধরনের পরিবারে বাবা-মা তাদের শিশুদের কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না, তাদের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না। বাবা-মা শিশুদের সঙ্গে কোনোরূপ বিবাদে জড়ান না।

ব্যাটেলিং বেগমস

বাংলাদেশের রাজনীতিতে Battling Begums (বাংলায় বেগমদের যুদ্ধ) শব্দটি দ্বারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বোঝানো হয়।

হর্স ট্রেডিং

Horse Trading বলতে বোঝায় চতুরতার সঙ্গে বেচাকেনার জন্য প্রচণ্ড দরকষাকষি করা। এছাড়াও হর্স ট্রেডিং দ্বারা বিশেষভাবে রাজনৈতিক ভোট বাণিজ্যকে বোঝানো হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে লেনদেনের দুর্নীতি বোঝাতে হর্স ট্রেডিং কথাটা প্রচলিত হয়। হর্স ট্রেডিং কথাটি এখন রাজনৈতিক দুনিয়ায় বেশি প্রচলিত। এক দলের রাজনীতিককে আর এক দলের কিনে নেওয়ার বাণিজ্যটির নাম ঘোড়া কেনাবেচা বা হর্স ট্রেডিং।

যুক্তরাজ্য বিশ্বের প্রথম শিল্পায়িত দেশ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বপ্নময় যাত্রা ও সংস্কার

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট ২০২৪ ক্ষমতায় আসে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা তাই অনেক, যা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সভা-সেমিনার, মিছিল-সমাবেশ, সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের মানুষের এই বিপুল প্রত্যাশা পূরণ করতে নানা ক্ষেত্রে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। এক মাসে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—

মানবাধিকার

১ জুলাই-৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমন করতে যেসব ফৌজদারি মামলা হয়, সেগুলো প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়। সন্ত্রাস দমন আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনে করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতের ঘটনা জাতিসংঘের মাধ্যমে তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়। ২৯ আগস্ট গুম থেকে দেশের নাগরিকদের রক্ষায় জাতিসংঘের গুম ও নির্যাতনবিষয়ক কনভেনশনে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে যারা হতাহত হয়, তাদের পরিবারের সদস্যদের দেখভালের জন্য সরকার একটি ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। আর গুমের ঘটনা তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিশন গঠন করে সরকার। এছাড়া ৩ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে দণ্ডপ্রাপ্ত ৫৭ বাংলাদেশিকে ক্ষমা করেন দেশটির রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের অনুরোধে এ ক্ষমা করার কথা জানায় দেশটির সরকার।

সংসদ-আদালত-ইসি

৬ আগস্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ২ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ করেন। ১০ আগস্ট প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করেন। একই দিনে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তার আগে ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামানকে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৫ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন পদত্যাগ করেন।

রাজনীতি

৬ আগস্ট বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৮ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠনকে নিষিদ্ধ করে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়।

আর্থিক খাত-দুর্নীতি দমন

১০ ব্যাংক ও এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আওয়ামীপন্থী ব্যবসায়ী, পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাদের অনেকের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়। ডলারের দাম আরও বাজারভিত্তিক করা হয়। মোবাইলে আর্থিক সেবা নগদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। শেয়ারবাজারে বেক্সিমকো, লা মেরিডিয়ান হোটেলসহ ১২ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালীদের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যাংকিং খাত সংস্কারের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২ সেপ্টেম্বর কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)। ৫ সেপ্টেম্বর কীটনাশকে ২০%, আলুতে ১৩% আমদানি শুল্ক ও পেঁয়াজে ৫% রেগুলেটরি ডিউটি বা নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করে NBR। ৯ সেপ্টেম্বর ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের ২০২৪-২৫ কর বছরের রিটার্ন অনলাইনে দাখিল সিস্টেমটি করদাতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর আয়কর কমিশনারদের প্রতি নতুন নির্দেশনা জারি করে NBR।

প্রশাসন-স্থানীয় সরকার

১৯ আগস্ট সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়রদের অপসারণ ও প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১২ আগস্ট বিভিন্ন পদে থাকা চুক্তিভিত্তিক সব নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। আবার প্রশাসনে নতুন করে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগও দেওয়া হয়। ১ সেপ্টেম্বর সব সরকারি কর্মচারীকে তাদের নিজেদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। জনপ্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ পদগুলোতে পরিবর্তন আনা হয়। উপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতিসহ দেশের সকল জেলাতেই ডিসি ও এসপি নিয়োগ দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান

CS CamScanner

আইনশৃঙ্খলা

গণ-আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় সাবেক মন্ত্রী, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, পুলিশ কর্মকর্তাসহ অনেকে গ্রেপ্তার হয়। ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। এদিন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ হবে গণশুনানির মাধ্যমে, নির্বাহী আদেশে নয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তি পর্যালোচনায় কমিটি গঠন হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় নতুন কোনো চুক্তি হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যখাত

আন্দোলনে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সহায়তা দিতে কমিটি করা হয়। স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিষয়ভিত্তিক সংস্কার, চিকিৎসাসেবার গুণগত মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামো শক্তিশালীকরণে ১২ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ৩ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

শিক্ষাখাত

১ সেপ্টেম্বর শিক্ষাক্রম নিয়ে নির্দেশনা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে মাধ্যমিকে আবারও ফিরছে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা। UGC চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০ আগস্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে HSC ও সমমানের স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করে সরকার।

ক্রীড়াঙ্গন

২১ আগস্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) সভাপতির পদ ছাড়েন সাবেক মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন। একই দিনে বিসিবির সভাপতি হন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। এছাড়া ৪২টি ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পরিবেশ

রামুর সংরক্ষিত বনে বাফুফের টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ বাতিল করা হয়। দুই মাসের মধ্যে নদীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এছাড়া ৬৪ জেলায় অন্তত ৬৪টি নদী চিহ্নিত করে নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত হয়। শপিংমলে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ এবং বিমানবন্দর এলাকা শব্দদূষণ মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

নির্বাহী আদেশ

১৩ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের সাধারণ ছুটি বাতিল করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে আইনি কাঠামো ঠিক করতে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। একই দিনে সরকারের সব পর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে সচিবদের নির্দেশ দেয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ২৯ আগস্ট 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। ৯ সেপ্টেম্বর জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করে রাষ্ট্রপতি।।

কার্যালয় ও বাসভবন যমুনা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর যমুনায় থাকছেন। 'যমুনা' ভবনটি রাজধানীর মিন্টো রোডে অবস্থিত। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ মানুষ ব্যাপক ভাঙচুর চালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবনে। এর ফলে এই দুই জায়গায় অফিস করা বা বসবাস করার মতো পরিবেশ ছিল না। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনাকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও বাসভবন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ৩১ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অফিস শুরু করেন। এখন থেকে এটি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১৯৮ বিশ্বনেতার দৃঢ় সমর্থন

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানায় ১৯৮ বিশ্বনেতা। তাদের মধ্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাসহ ৯২ জন নোবেলজয়ী রয়েছেন। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ড. ইউনূসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিশ্ব নেতাদের দেওয়া এ সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিটির শিরোনাম: 'বাংলাদেশের জনগণ ও সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধির নাগরিকদের জন্য একটি বার্তা'। বিবৃতিতে সই করা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন শান্তি, অর্থনীতি, সাহিত্য, চিকিৎসা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী ৯২ জন। সেখানে স্বৈরাচারের চাপে তার ভোগান্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, গণতান্ত্রিক শক্তি ও শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে প্রতিবাদের বদৌলতে 'আশা' দিয়ে 'গণতন্ত্র' প্রতিস্থাপিত হয়েছে। দেশকে ওপরে তুলে ধরতে অধ্যাপক ইউনূস এখন মুক্তভাবে কাজ করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার

স্বপ্নময় যাত্রার দিনলিপি

০৮ আগস্ট | বৃহস্পতিবার

- রাষ্ট্রপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও ১৬ জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন।
- নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ।

১০ আগস্ট | শনিবার

- ছাত্র আন্দোলনে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

১১ আগস্ট | রবিবার

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন বিধান রঞ্জন রায় ও সুপ্রদীপ চাকমা।
- দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

১৩ আগস্ট | মঙ্গলবার

- বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্ডার সংশোধন করে আহসান এইচ মনসুরকে দেশের ১৩তম গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘোষিত ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করা হয়।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথগ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক।
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নবনিযুক্ত চার বিচারপতি শপথগ্রহণ করেন।
- Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, ২০২৪ জারি।

১৬ আগস্ট | শুক্রবার

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নতুন চার উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ।

১৭ আগস্ট | শনিবার

- ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'থার্ড ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিট-২০২৪'-এ ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এবং 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি।

১৮ আগস্ট | রবিবার

- দেশের ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ৩২৩ পৌরসভার মেয়র ও ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

১৯ আগস্ট | সোমবার

- দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে অপসারণ করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।

২০ আগস্ট | মঙ্গলবার

- শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চলমান এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত কিছু বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

২১ আগস্ট | বুধবার

- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আমার বাংলাদেশ পার্টিকে (এবি পার্টি) নিবন্ধন দেয়। দলটির নিবন্ধন প্রতীক হলো ঈগল এবং নিবন্ধন নম্বর-০৫০।

২২ আগস্ট | বৃহস্পতিবার

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় গুমের ঘটনাগুলো তদন্তে কমিশন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।
- সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ-সদস্যদের (এমপি) জন্য বরাদ্দকৃত সব কূটনৈতিক (লাল) পাসপোর্ট বাতিল করে।
- জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি, ২০২৪ গেজেট আকারে প্রকাশ।

২৫ আগস্ট | রবিবার

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

২৭ আগস্ট | মঙ্গলবার

- সর্বশেষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেন।
- দেশের আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী কোনো সংস্থার সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন।
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি।
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি।

২৮ আগস্ট | বুধবার

- বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে কমিটি গঠন।

০৪ সেপ্টেম্বর | বুধবার

- বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার লুৎফে সিদ্দিকীকে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়।

CamScanner

ছাত্র আন্দোলন | ভাষা আন্দোলন থেকে ২৪ এর গণজাগরণ

তারুণ ছাত্র সমাজ একটি জাতির ভবিষ্যৎ। একজন ছাত্র ন্যায়-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের কারিগর। সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সকল শৃঙ্খল, অন্যায়-অবিচার ও স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তির সূতিকাগার এ ছাত্র সমাজ।

৫২'র ভাষা আন্দোলন

দেশভাগের মাত্র সাত মাসের মাথায় ১১ মার্চ ১৯৪৮ বাংলার ছাত্রসমাজকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মাঠে নামতে হয়। সবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রতিবাদ মিছিলে নামে তারা। মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় রফিক, শফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরো কয়েকজন। চাপের মুখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় সরকার।

৬২'র শিক্ষা আন্দোলন

৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ আইয়ুব খান শিক্ষা কমিশন গঠন করে এ কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টে শিক্ষা রিপোর্ট প্রণয় করে। এ রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থায় যে সকল প্রস্তাব ছিল তা আইয়ুব খানের ধর্মান্ধ, ধনবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবা শিক্ষা সংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ শিক্ষানীতি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ বাংলাদেশে শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৬৯'র গণঅভ্যুত্থান

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে ছাত্র-জনতার এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারের মুখে টিকতে না পেরে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ পাকিস্তানের 'লৌহমানব' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোল

২৪ মার্চ ১৯৮২ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যে তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্ম এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম গর্জে ওঠে ছাত্র সমাজ। ২৪টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দে সমর্থনে গড়ে ওঠে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য'। এর সাথে আন্দোলন যুক্ত হয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ৬ ডিসেম্ব ১৯৯০ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

২০০৭ সালের শিক্ষক মুক্তি আন্দোলন

২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্প করে সেনাবাহিনী। ২০ আগস্ট ২০০৭ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ২২ আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারফিউ জারি করা হয়। আটক করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে। পরবর্তীতে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের কাছে বাধ্য হয়ে গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়।

'নো ভ্যাট' আন্দোলন

২০১৫-১৬ অর্থবছরের খসড়া বাজেটে বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার উপর ১০% ক আরোপ করে। সমালোচনার মুখে তা কমিয়ে ৭.৫% করে ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হয় ফলে ছাত্র আন্দোলন দানা বাধতে থাকে আন্দোলনের মুখে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সরকা টিউশন ফি'র উপর আরোপিত কর প্রত্যাহারে ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

নিরাপদ সড়ক ও কোটা সংস্কার আন্দোলন

২০১৮ সালে জানুয়ারি মাসে কোটা প্রথা বাতিল ও পুর্ণমূল্যায়ন চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয় যা মার্চ মাসে খারিজ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। এ সময় শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে সর্বাত্মক আন্দোলন করে। আন্দোলনের মুখে ১১ এপ্রিল ২০১৮ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ধরনের কোটা বাতিল করেন। ঢাকায় ২৯ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দ্রুতগতির দুই বাসের সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয় ও ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। এ সড়ক দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বিক্ষোভ পরবর্তীতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্জয়-সংগ্রাম-গণজাগরণে ২০২

১ জুলাই ২০২৪ দেশে আন্দোলনে নামে বৈষম্যবিরোধী ছা আন্দোলন। শুরুতে এ আন্দোলন অহিংস ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহি বেপরোয়া হলে ১৫ জুলাই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। সহিংসতা মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যার পরিণতিতে ৫ আগস্ট পত ঘটে দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের কর্তৃত্ববাদী সরকার শেখ হাসিনার। বিজয়ের পেছনে রয়েছে অসংখ্য নির্যাতিত মানুষের বেদনা অপ্রকাশিত ইতিহাস, গুম হওয়া ছেলের ফেরার প্রতীক্ষায় ব্যথাকাত মায়ের ডাক, স্বামী হারানো বেদনাবিধূর স্ত্রীর অনন্ত আর্তনাদ, প বাবার জন্য সন্তানের হৃদয় বিদারক হাহাকার, আর কারাগারে বন্দি ভাইয়ের জন্য বোনের নীরব প্রার্থনা। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারে হাত ধরেই নতুন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে।

যুক্তরাজ্যের চার মেয়াদে-দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্লাডস্টোন

CS CamScanner

গ্রাফিতি : জুলাই অভ্যুত্থানের কণ্ঠস্বর

২০২৪ সালের কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন ১৮ জুলাই ২০২৪ জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ও গণগ্রেপ্তারে স্তিমিত হয়ে যায় গণআন্দোলন। ঠিক সেই সময় প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে উঠে আসে দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ২৯ জুলাই ২০২৪ প্রথম সারাদেশে দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি কর্মসূচি দেওয়া হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেয়াল লিখন আর গ্রাফিতির কাজ করে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ডিজিটাল আর্ট। প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার ও কার্টুনিস্টরা এতে অংশ নেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের পর হঠাৎ করেই যেন আন্দোলনের সময়ে আঁকা গ্রাফিতি, পোস্টারে ভরে থাকা দেয়াল, মেট্রোরেলের পিলার, সড়ক বিভাজক, ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান সড়কের দেয়াল পাল্টে যেতে থাকে। হাজারো প্রতিবাদী স্লোগান ও তরুণ প্রজন্মের বিভিন্ন দাবি উঠে আসে গ্রাফিতির মাধ্যমে। এসবের মধ্যে ছিল—

- হামার বেটাক মারলি কেনে?
- এই পানি লাগবে পানি
- কোটা না, মেধা? মেধা মেধা
- দেশটা কারও বাপের না
- রক্তাক্ত জুলাই
- লোহার টুপি মানুষের মগজ খায়
- চেটে নয়, খেটে বড় হও
- আসছে ফাগুনে আমরা দ্বিগুণ হবো
- তুমি কে আমি কে, বিকল্প বিকল্প
- জেন-জি
- বুকের ভিতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর
- ছাত্র যদি ভয় পাইতো বন্দুকের গুলি, উর্দু থাকতো রাষ্ট্রভাষা, উর্দু থাকতো বুলি
- তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে; স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।

গ্রাফিতি

জনসাধারণের অভিমতকে শিল্পী যখন শৈল্পিক উপায়ে দেয়ালে হাজির করেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে তা উপস্থাপন করেন, তখন তাকে গ্রাফিতি (Graffiti) বলা হয়। ইতালিয়ান শব্দ Graffiato (Scratched) থেকে এসেছে Graffiti যার অর্থ 'খচিত'। গ্রাফিতিকে বলা হয় কাউন্টার কালচার, অর্থাৎ যা গতানুগতিক সংস্কৃতির বিপরীত। যে শিল্পকর্মটি প্রচলিত রীতি-নীতি, সিদ্ধান্তের বিপরীতে গিয়ে একধরনের শিল্প বিপ্লব গড়ে তোলে, তাকে গ্রাফিতি বলে। যার উপাদান মূলত সমাজের অবক্ষয়, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, রাজনৈতিক অরাজকতা বা স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ইত্যাদি। স্প্রে পেইন্ট বা মার্কার পেন গ্রাফিতি তৈরির প্রধান উপকরণ।

গ্রাফিতির পূর্বাপর

গ্রাফিতির ইতিহাস বহু পুরানো। প্রাচীন গ্রিস ও রোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকেই মূলত গ্রাফিতির প্রচলন ভালো করে শুরু হয়। রোম ও পম্পেই নগরীর সমাধিস্থলের দেয়াল ও ধ্বংসাবশেষে গ্রাফিতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ সিরিয়া, পূর্ব জর্ডান এবং উত্তর সৌদি আরবে শিলা ও পাথরের ওপরে কিছু লেখা পাওয়া যায়। স্যাফাইটিক ভাষায় এবং ধারণা করা হয় এ স্যাফাইটিক ভাষার উৎপত্তি গ্রাফিতি থেকে। তুরস্কের প্রাচীন নগরী এফেসাসে আধুনিক গ্রাফিতির উদ্ভব। তবে তখন এগুলো ভালো চোখে দেখা হতো না। কারণ সেখানে গ্রাফিতি পতিতাবৃত্তির বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হতো। সে সময় গ্রাফিতিতে প্রায়ই প্রেম, রাজনৈতিক স্লোগান এবং জনপ্রিয় উদ্ধৃতি লেখা হতো। বর্তমান সমাজের চেয়ে প্রাচীন সমাজের গ্রাফিতিগুলো আরও বেশি অর্থপূর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বহমান ছিল।

বাংলাদেশে গ্রাফিতি

বাংলাদেশে দেয়াল লিখন প্রতিবাদের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল স্বাধীনতা উত্তর সময় থেকেই। বাংলাদেশে গ্রাফিতি আঁকার ইতিহাস নব্বইয়ের দশকে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'কষ্টে আছি আইজুদ্দিন' ও পরের দশকে 'অপেক্ষায়-নাজির' লেখাকে বাংলাদেশে গ্রাফিতি লেখার সূচনা ধরা হলেও প্রকৃত গ্রাফিতি হয় 'সুবোধ'। ২০১৭ সালে ঢাকার আগারগাঁও এবং মিরপুরের কয়েকটি দেয়ালে 'সুবোধ'-এর গ্রাফিতি বাংলাদেশের প্রথম উদ্দেশ্যমূলক গ্রাফিতি বা দেয়ালচিত্র। এ গ্রাফিতির একমাত্র চরিত্র 'সুবোধ'। মাথা ভরা উস্কখুস্ক চুল, রুগ্ন চেহারার এক যুবক হাতে খাঁচা বন্দি সূর্য নিয়ে বসে রয়েছে, পাশে লেখা— সুবোধ তুই পালিয়ে যা, এখন সময় পক্ষে না।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এবং কার্যালয় ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট

সেভেন সিস্টার্সের পুরাবৃত্ত

ভারতের মোট ২৮টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সাতটি রাজ্যকে একত্রে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। পাহাড়-পর্বত ঘেরা এ অঞ্চলটি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেভেন সিস্টার্স নিয়ে মন্তব্য করায় বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে চীন, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত সাতটি রাজ্যকে একত্রে বলা হয় 'সেভেন সিস্টার্স' বা সাত বোন। এসব রাজ্যগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হলেও সংস্কৃতি, পরিবেশের দিক থেকে তারা স্বতন্ত্র। এসব রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষই নানা আদিবাসী জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের। এ সাতটি রাজ্য হলো— অরুণাচল, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা।

নামকরণ

১৯৭২ সালে ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক, জ্যোতি প্রকাশ শইকিয়া একটি রেডিও টক-শোতে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে এক সাথে সেভেন সিস্টার্স নাম দেন। এ সাতটি রাজ্যের ওপরে তিনি একটি বইও লেখেন যার নাম Land of Seven Sisters। মূলত এরপরই এ নামটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে বোঝাতে এখন নর্থ-ইস্ট বা নর্থ-ইস্টার্ন স্টেটস কথাটাই বেশি ব্যবহৃত হয়।

ইতিহাস

সেভেন সিস্টার্স তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যময়। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য, ছোট রাজত্ব হিসেবে গড়ে ওঠে এবং স্থানীয় রাজা ও শাসকদের অধীনে পরিচালিত হতো। আসাম ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, যা আহোম রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। আহোমদের দীর্ঘ শাসনকালে আসামের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মণিপুর, মিজোরাম, এবং ত্রিপুরাও নিজেদের পৃথক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ অঞ্চল সমূহ প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— মণিপুর, ত্রিপুরা ও আসাম। ব্রিটিশ পরবর্তী যুগে এসে আসাম ভেঙ্গে যথাক্রমে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ও অরুণাচল গঠিত হয়।

চিকেনস নেক

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সঙ্গে দেশটির অপর অংশের সংযোগের জন্য শিলিগুড়ি করিডোর নামে প্রায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি করিডোর ছাড়া সরাসরি কোনো সংযোগ পথ নেই। এই পথে ভারতের দুই অংশের মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ আছে। করিডোরটি অনেকটা মুরগির গলার মতো দেখতে হওয়ায় এটি 'চিকেনস নেক' নামে অধিক পরিচিত। এই করিডোরের পাশে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের অবস্থান। চীনের সীমান্তও বেশি দূরে নয়।

বিদ্রোহের কারণ

- **জাতিগত বৈচিত্র্য :** উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ভারতের সবচেয়ে বেশি জাতিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল। সেখানে প্রায় ৫ কোটি মানুষের বাস এবং ভারতের ৬৩৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ২১৩টি সম্প্রদায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের। প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে এবং প্রত্যেকেই ভারতের মূল স্রোতে মিলিত হতে নারাজ কারণ মূলস্রোতে মিলিত হলে তাদের জাতিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
- **প্রতিনিধিত্বের অভাব :** ভারতের মূল ভূখণ্ড ও উত্তর-পূর্বের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব এবং ভারতীয় সংসদে ঐ অঞ্চলে প্রতিনিধিত্বের অভাবের ফলে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অবহেলিত এবং এটি ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।
- **পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে প্রায় ১ কোটি লোক দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যে। এর ফলে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্বাস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।
- **অনুন্নয়ন :** অর্থনৈতিকভাবে ভারতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে সাধারণত অবহেলা করা হয় এবং ভারত সরকার ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীর তরফ থেকে এ অঞ্চলে বিনিয়োগ কম মাত্রায় হয়।

Fact File নাম : Seven Sisters ▌রাষ্ট্রীয় নাম : North-Eastern States (NES) ▌বাংলায় নাম : সাত বোন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, অষ্টলক্ষ্মী (সিকিমসহ) ▌রাজ্য : অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা ▌আয়তন : ২,৬২,২৩০ বর্গকিমি (ভারতের প্রায় ৮% এলাকা) ▌জনসংখ্যা : ৫ কোটি (প্রায়) ▌প্রতিবেশী রাষ্ট্র : বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমার ▌বাংলাদেশের সাথে সীমান্তবর্তী রাজ্য : আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা।

১০নং ডাউনিং স্ট্রিট ১৭৩৫ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে

সেভেন সিস্টার্স

■ অরুণাচল প্রদেশ

ইংরেজি নাম : Arunachal Pradesh • আয়তন : ৮৩,৭৪৩ বর্গকিমি • রাজধানী : ইটানগর • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ • জনসংখ্যা : ১৬ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : National Socialist Council of Nagaland (NSCN) • National Liberation Council of Taniland (NLCT)।

■ নাগাল্যান্ড

ইংরেজি নাম : Nagaland • আয়তন : ১৬,৫৭৯ বর্গকিমি • রাজধানী : কোহিমা • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ • জনসংখ্যা : ২৩ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : National Socialist Council of Nagaland (NSCN)।

■ মেঘালয়

ইংরেজি নাম : Meghalaya • আয়তন : ২২,৪২৯ বর্গকিমি • রাজধানী : শিলং • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ • জনসংখ্যা : ৩৪ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC)।

– পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় মেঘালয়ের মৌসনরামে।
– প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে মেঘালয়কে বলা হয় 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড'।

■ আসাম

ইংরেজি নাম : Assam • আয়তন : ৭৮,৪৩৮ বর্গকিমি • রাজধানী : দিসপুর • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ • জনসংখ্যা : ৩.৩ কোটি (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব আসাম (ULFA)।

■ মিজোরাম

ইংরেজি নাম : Mizoram • আয়তন : ২১,০৮৭ বর্গকিমি • রাজধানী : আইজল • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ • জনসংখ্যা : ১৩ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF) • Hmar People's Convention (HPC)।

■ মণিপুর

ইংরেজি নাম : Manipur • আয়তন : ২২,৩২৭ বর্গকিমি • রাজধানী : ইম্ফল • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ • জনসংখ্যা : ৩৩ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (UNLF) • পিপলস লিবারেশন আর্মি অব মণিপুর (PLAM) • People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK)।

■ ত্রিপুরা

ইংরেজি নাম : Tripura • আয়তন : ১০,৪৮৬ বর্গকিমি • রাজধানী : আগরতলা • রাজ্যের মর্যাদা লাভ : ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ • জনসংখ্যা : ৪২ লক্ষ (প্রায়) ◆ বিদ্রোহী গোষ্ঠী : ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (NLFT)।

বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

✓ কোনটি ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়?— কেরালা। [২৬তম বিসিএস]
✓ সেভেন সিস্টার্স কোন দেশে?— ভারত। [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮]
✓ 'Seven Sisters' বলতে কী বোঝায়?— ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্য। [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০০]
✓ সেভেন সিস্টার্স বলা হয় কোন অঞ্চলকে?— পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যকে। [NSI'র ওয়াচ কনস্টেবল (ফিল্ড স্টাফ) ২০২১]

বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ৪,১৫৬ কিমি। যার মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের (NER) সঙ্গেই রয়েছে ১,৮৯৪ কিমি। সেভেন সিস্টার্সের অধিভুক্ত ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ে বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অর্থনীতি গবেষকদের ধারণা বাংলাদেশের সঙ্গে সেভেন সিস্টার্সের ঘনিষ্ঠ আর্থনীতিক একীকরণ ও সংযোগ ঘটাতে পারলে এ রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংযোগ শক্তিশালী হবে। অন্যদিকে, এ সকল রাজ্যের অখণ্ডতা ও যোগাযোগের জন্য ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এ সাতটি রাজ্যের সাথে সড়ক, রেল ও নৌপথে ট্রানজিট স্থাপনে বিশেষভাবে আগ্রহী। ইতোমধ্যে সেভেন সিস্টার্সের জন্য চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দুটি বন্দর ব্যবহারের সুযোগ স্থলবেষ্টিত সেভেন সিস্টার্সকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নতুন দিগন্তই খুলে দিয়েছে।

গরীবের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক

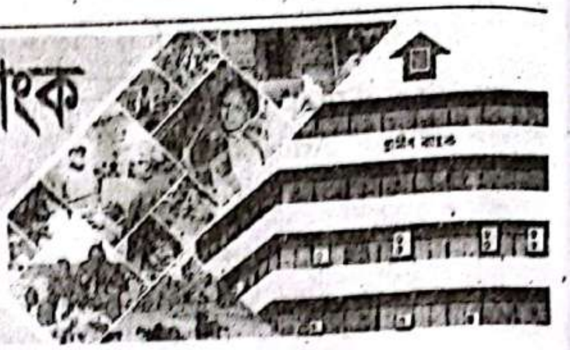

গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স বিশেষায়িত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এটি দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের কাছে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ (Microcredit) বিতরণ করে। বাংলাদেশ সরকারের অ-তফসিলিভুক্ত ব্যাংকের একটি গ্রামীণ ব্যাংক।

ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ চলাকালীন ৪২টি পরিবারের একটি গ্রুপকে ব্যক্তিগত ২৭ মার্কিন ডলার ঋণ দিয়ে গ্রুপটির কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে। এ ঋণটি তাদেরকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য তৈরি করতে সহায়তা করে, যাতে তারা শোষণমূলক ঋণের উচ্চ সুদের বোঝা থেকে মুক্ত থাকে। ইউনূস তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি তৈরি করেন। দরিদ্রদের জন্য ক্রেডিট এবং ব্যাংকিং সেবা প্রদান পদ্ধতি পরীক্ষা করার জন্য মাইক্রোক্রেডিট বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করেন। ১৯৭৬ সালে জোবরা গ্রাম প্রথম এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা পায়। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৭৯ সালে টাঙ্গাইল জেলাতে বিস্তৃত হয়। পরবর্তী বছরে প্রকল্পের সেবা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় বিস্তৃত হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৮২ সালে প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর এবং পটুয়াখালী জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। এতদিনে প্রকল্পটি দরিদ্রদের জন্য একটি ব্যাংকিং কাঠামোতে উন্নীত হয়। গ্রামীণ প্রকল্পটিকে গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণ করে একটি বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রামীণ ব্যাংক দেশের পল্লী অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর অধীনে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক।

অন্তর্ভুক্ত সংস্থা

গ্রামীণ ব্যাংকের অধীনে গ্রামীণ ফ্যামিলি অব এন্টারপ্রাইজের দুই ডজনেরও বেশি উদ্যোগ/প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ট্রাস্ট, গ্রামীণ তহবিল, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস, গ্রামীণ শক্তি, গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ শিক্ষা, গ্রামীণ মৎস্য চাষ (গ্রামীণ ফিশারিজ), গ্রামীণ ব্যবসা বিকাশ (গ্রামীণ ব্যবসায়িক উন্নয়ন), গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ সফটওয়্যার লিমিটেড, গ্রামীণ সাইবারনেট লিমিটেড, গ্রামীণ নিটওয়্যার লিমিটেড, এবং গ্রামীণ উদ্যোগ (গ্রামীণ চেক)। ১১ জুলাই ২০০৫ এ গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান (GMFO), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত, একটি প্রাথমিক পাবলিক অফার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এ ধরনের প্রথম মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে একটি, GMFO গ্রামীণ ব্যাংকের ৪০ মিলিয়নেরও বেশি সদস্য এবং সেইসাথে অ-সদস্যদের ও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে কেনার অনুমতি দেবে। ব্যাংক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুমানিক সমন্বিত মূল্য মার্কিন ডলার ৭.৪ বিলিয়নের বেশি।

ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম

আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সুবিধা পাওয়া একটি মানবিক অধিকার, এ নীতির ভিত্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ জনগণকে ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়, অর্থাৎ ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে সশরীরে ব্যাংকে হাজির হতে হয়। কিন্তু গ্রাহকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ তহবিল নিয়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌছানোর নীতির ভিত্তিতে তার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ্রামীণ ব্যাংক দলভিত্তিকভাবে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। ১৬টি মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাংকটি এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালায়। একটি ঋণগ্রহীতা দলের সকল সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে ঐ ১৬টি নীতি নিরিখ মুখস্ত, হৃদয়ঙ্গম এবং অনুসরণ করতে হয়। এ সকল নিরিখ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণকে নিজ নিজ পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য, জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে বসবাস না করে নিজস্ব বাড়ি তৈরি ও মেরামত করা, বছরব্যাপী শাক-সবজি উৎপাদন, খাওয়া ও বিক্রয়, গাছ লাগানো, পরিবার ছোট রাখা, খরচ কমানো ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত পিটযুক্ত পায়খানা তৈরি ও ব্যবহার, আর্সেনিকমুক্ত নলকূপের পানি পান করা, বাল্যবিবাহ পরিহার, যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া পরিত্যাগ করা, সমষ্টিগত ও বৃহৎ বিনিয়োগ হাতে নেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা। কোনো সদস্য কর্তৃক নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হলে তার বিহিত করা, প্রতি কেন্দ্রে শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার শিক্ষা প্রদান করে।

Fact File

নাম : গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank) ➤ প্রতিষ্ঠা : অক্টোবর ১৯৮৩ • প্রতিষ্ঠাতা : ড. মুহাম্মদ ইউনূস • সদর দপ্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ • পণ্যসমূহ : ক্ষুদ্র অর্থায়ন, ব্যাংকিং সার্ভিস, কনজ্যুমার ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং ওয়েবসাইট : grameenbank.org.bd।

যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রীর উপাধি চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার

পরিচালনা পর্ষদ

গ্রামীণ ব্যাংক একটি আইন দ্বারা পরিচালিত পাবলিক অথরিটি। সরকারকর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যানসহ ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। চেয়ারম্যান ব্যতীত ১১ জন পরিচালকের মধ্যে ৯ জন ব্যাংকটির ঋণগ্রহীতা শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা

শুরুতে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। যার মোট পরিশোধিত মূলধনের ৪০% ব্যাংকটির ঋণগ্রহীতাগণ এবং অবশিষ্ট ৬০% বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। ব্যাংকের মোট ইক্যুইটির মধ্যে ৯৪% ঋণগ্রহীতাদের মালিকানায় এবং বাকি ৬% এর মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিকাশ

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক পল্লী অঞ্চলের ভূমিহীন ও অশিক্ষিত নারীদেরকে নিজস্ব ব্যবসায়, অন্যান্য আয় সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কার্যাবলি হাতে নেওয়া ও চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে দরিদ্র মহিলারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিছুটা স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষমতা লাভ করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র জনগণকে আয় সৃষ্টিকারী ও জীবীকা নির্ভর নানাবিধ কাজের জন্য নগদ অর্থ অথবা উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে জামানতবিহীন ঋণদান করাই গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ। বর্তমানে ফ্লেক্সিলোডের মাধ্যমে পল্লীফোনের কার্যক্রম নতুন আঙ্গিকে পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাজীবন সম্পন্নকারী বা অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরির জন্য 'নবীন উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি' চালু করেছে। ব্যাংকটি সদস্যের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ মোট পাঁচটি খাতে বৃত্তি দিচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা

২০২১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ৯.৪৪ মিলিয়ন। যাদের শতকরা ৯৭% মহিলা। ব্যাংকটি সারাদেশের ৮১,৬৭৮টি গ্রামে তাদের ঋণসুবিধা প্রদান করছে। যা সমগ্র বাংলাদেশের মোট গ্রামের ৯৩% বেশি। ব্যাংকের সাথে যুক্ত পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, তারা ঐসব পরিবারকে বৃত্তি দিয়ে সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

বহির্বিশ্বে অবদান

ব্যাংকটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের গ্রামীণ মডেল বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসহ আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে/হ্রাসে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পদ্ধতি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি স্বরূপ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেলে শান্তি পুরস্কার লাভ করে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এ ব্যাংকটির সম্প্রসারিত ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকের সাফল্য বিশ্বব্যাপী ৬৪টিরও বেশি দেশে অনুরূপ প্রকল্পের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

১৯৮৩ সাল থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক

২৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৮১৬৭৮টি গ্রামে ১ কোটির অধিক সদস্যর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক

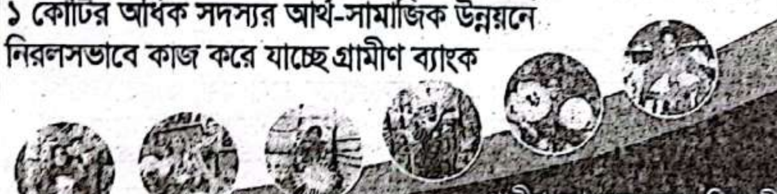

গ্রামীণ ব্যাংকের তথ্য বিবরণী
(জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত) (কোটি টাকায়)

♦ ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের হার ৬৮% ♦ মোট সদস্য সংখ্যা ১০৬,২৮,২৮৫ জন (নারী সদস্য ৯৭%) ♦ সদস্য কর্তৃক জমাকৃত আমানতের স্থিতি ১৫,৯৪৭ কোটি ♦ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ ৩১৪,৬৬৫.৮৫ কোটি ♦ বর্তমানে আদায়যোগ্য ঋণ ১৬,৫৫৫.৫৭ কোটি ♦ শিক্ষা ঋণ প্রদান ৪০৩.৫১ কোটি ♦ ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ৭২.০৭ কোটি ♦ সদস্যদের গৃহ ঋণ প্রদান ১৮১৭.৪০ কোটি ♦ সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্যদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান ১৮.৮৬ কোটি ♦ বেকারত্ব দূরীকরণে নবীন উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান ৮০.৯৭ কোটি।

পুরস্কার

আগাখান স্থাপত্য পুরস্কার : ১৯৮৯ (সুইজারল্যান্ড) । কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার : ১৯৯২ (বাংলাদেশ) । রাজা বোদওয়া আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পুরস্কার : ১৯৯৩ (বেলজিয়াম) । তুন আবদুল রাজাক পুরস্কার : ১৯৯৪ (মালয়েশিয়া) । স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার : ১৯৯৪ (বাংলাদেশ) । বিশ্ব বসতি পুরস্কার : ১৯৯৭ (যুক্তরাজ্য) । গান্ধী শান্তি পুরস্কার : ২০০০ (ভারত) । পিটার্সবার্গ পুরস্কার : ২০০৪ (যুক্তরাষ্ট্র) । নোবেল শান্তি পুরস্কার : ২০০৬ (নরওয়ে) । ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ম্যাগাজিন এর বেস্ট কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সেবল ব্যাংক পুরস্কার : ২০১৪ (যুক্তরাজ্য)।

যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার বা অর্থমন্ত্রীর কার্যালয় ১১নং ডাউনিং স্ট্রিট

খেলাধুলা

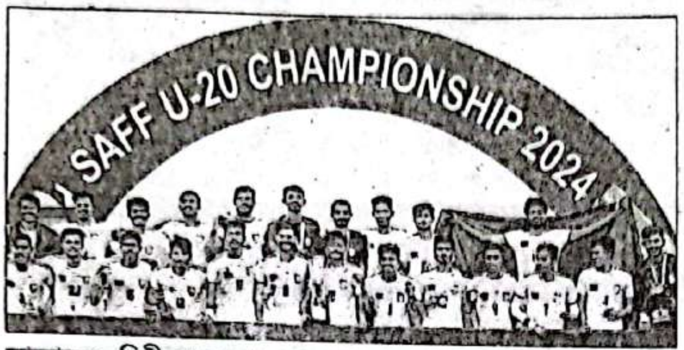

আয়োজন : দ্বিতীয় ▌আয়োজক : South Asian Football Federation (SAFF) ▌সময়কাল : ১৮-২৮ আগস্ট ২০২৪ ▌স্বাগতিক : নেপাল ▌ভেন্যু : ললিতপুর (নেপাল) ▌অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি ▌মোট ম্যাচ : ৯টি ▌চ্যাম্পিয়ন : বাংলাদেশ (প্রথমবার) ▌রানার্স আপ : নেপাল ▌সেরা গোলকিপার : মোহাম্মদ আসিফ (বাংলাদেশ) ▌সর্বোচ্চ গোলদাতা : মিরাজুল ইসলাম (৪ গোল-বাংলাদেশ) ▌টুর্নামেন্ট সেরা : মিরাজুল ইসলাম (বাংলাদেশ) ▌ফেয়ার প্লে ট্রফি : নেপাল।

বাংলাদেশের যত শিরোপা (পুরুষ) ▸ ১৯৮৯ : প্রেসিডেন্ট কাপ ♦ ১৯৯৫ : বার্মা টুর্নামেন্ট কাপ ♦ ১৯৯৯ : সাফ গেমসে সোনা জয় ♦ ২০০৩ : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ♦ ২০১০ : এসএ গেমসে সোনা জয় ♦ ২০১৮ : অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ চ্যাম্পিয়ন ♦ ২০২৪ : অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়ন

অনূর্ধ্ব ২০ এ বাংলাদেশের একাদশ : মোহাম্মদ আসিফ, আশরাফুল হক আসিফ, শাকিল আহাদ তপু, আসাদুল ইসলাম সাকিব, রাব্বি হোসেন রাহুল, পিয়াশ আহমেদ নোভা, মিরাজুল ইসলাম, আসাদুল মোল্লা, রাজিব হোসেন, ইফতিয়ার হোসেন ও রুস্তম আসলাম দুখু মিয়া।

নারী টি-২০ বিশ্বকাপ

আয়োজন : নবম ▌আয়োজক : International Cricket Council (ICC) ▌সময়কাল : ৩-২০ অক্টোবর ২০২৪ ▌স্বাগতিক : সংযুক্ত আরব আমিরাত ▌ভেন্যু : ২টি— দুবাই ও শারজাহ ▌অংশগ্রহণকারী দল : ১০টি ▌মোট ম্যাচ : ২৩টি।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারছে না বাংলাদেশ। ICC সেটি সরিয়ে নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বাংলাদেশ আয়োজন না করলেও এ বিশ্বকাপের আয়োজক স্বত্ব থাকছে বাংলাদেশের হাতেই। বিশ্বকাপের নবম সংস্করণের পরিবর্তিত সূচিও প্রকাশ করে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। গ্রুপ পর্ব থাকছে আগের সূচি অনুযায়ী। বাংলাদেশ রয়েছে 'বি' গ্রুপে। তাদের বাকি প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

তারিখ	প্রতিপক্ষ	ভেন্যু
৩ অক্টোবর	স্কটল্যান্ড	শারজাহ
৫ অক্টোবর	ইংল্যান্ড	শারজাহ
১০ অক্টোবর	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	শারজাহ
১২ অক্টোবর	দ. আফ্রিকা	শারজাহ

নতুন রূপে চ্যাম্পিয়নস লিগ

৯ জুলাই ২০২৪ শুরু হয় উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ। এবারের প্রতিযোগিতায় বেড়েছে ৪টি দল। বাড়ানো হয় ম্যাচের সংখ্যাও। রাউন্ড রবিন লিগ চলবে ৩১ মে ২০২৫ পর্যন্ত। নতুন আঙ্গিকের চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো গ্রুপ পর্ব থাকছে না। যেখানে প্রতিটি পর্বে রাখা হয় ৯টি দল। সবকটি দল লিগ রাউন্ডে সমান ৮টি করে ম্যাচ খেলবে। এরমধ্যে ৪টি হোম এবং ৪টি অ্যাওয়ে ম্যাচ। ৮টি ম্যাচ দলগুলো খেলবে আলাদা আলাদা প্রতিপক্ষের সঙ্গে। ৩৬ দলের পয়েন্ট তালিকা হবে এক সঙ্গে। টেবিলের শীর্ষ ৮ দল সরাসরি টিকিট পাবে শেষ ষোলোর। তালিকার ৯-২৪ পর্যন্ত ১৬টি দল লড়াই করবে প্লে-অফ। এরপর থেকেই শুরু হবে নক আউট পর্ব। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত ফরম্যাট থাকছে আগের মতোই। কেবল পরিবর্তন আনা হয় নক আউট পর্বের আগ পর্যন্ত।

US OPEN 2024

আয়োজন : ১৪৪তম ▌আয়োজক : International Tennis Federation (ITF) ▌সময়কাল : ২৬ আগস্ট-৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ▌স্বাগতিক : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ▌ভেন্যু : USTA Billie Jean King National Tennis Center ▌একক গ্র্যান্ডস্লাম বিজয়ী : পুরুষ- ইয়ানিক সিনার (ইতালি) এবং নারী-আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)।

♦ US ওপেনে বিশ্বের ১ নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় ইয়ানিক সিনার ইতালির প্রথম চ্যাম্পিয়ন এবং ৪৭ বছর পর একই বছরে প্রথম দুটি শিরোপা জয়ের রেকর্ড গড়েন।

চার গ্রান্ড স্লামের দীর্ঘতম ম্যাচ ▸ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : ৫ ঘন্টা ৫৩ মিনিট; নোভাক জোকোভিচ-রাফায়েল নাদাল ২০১২ (ফাইনাল) ♦ ফ্রেঞ্চ ওপেন : ৬ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট; ফ্যাব্রিস সান্তোরো-আরনাউ ক্লেম ২০০৪ (১ম রাউন্ড) ♦ উইম্বলডন : ১১ ঘণ্টা ৫ মিনিট; জন ইসনার- নিকোলাস মেহুত ২০১০ (১ম রাউন্ড) ♦ US ওপেন : ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; ড্যান ইভান্স-কারেন খাচানভ; ২০২৪ (১ম রাউন্ড)।

CamScanner

রোনালদোর ৯০০ গোলের রেকর্ড

কোন দলের হয়ে কত গোল ➤ রিয়াল মাদ্রিদ : ৪৫০ • ম্যান. ইউনাইটেড : ১৪৫ • পর্তুগাল : ১৩ • জুভেন্টাস : ১০১ • আল নাসর : ৬৮ • স্পোর্টিং লিসবন : ৫।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রোনালদোর গোল ➤ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ ৫৪, গোল ২২ • বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ ৪৭, গোল ৩৬ • ইউরো বাছাই ম্যাচ ৪৪, গোল ৪১ • ইউরো ম্যাচ ৩০, গোল ১৪ • বিশ্বকাপ ম্যাচ ২২, গোল ৮ • উয়েফা ন্যাশন্স কাপ ম্যাচ ১৩, গোল ৯ • কনফেডারেশন কাপ ম্যাচ ৪, গোল ২ • পর্তুগালের হয়ে মোট ম্যাচ ২১৪, গোল ১৩২।

প্যারালিম্পিক ২০২৪

PARIS 2024

২৮ আগস্ট-৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় প্যারালিম্পিকের সপ্তদশ আসর। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অসাধারণ পারফর্ম্যান্স করেন প্রতিযোগীরা। এবারের প্যারালিম্পিক আসরে ১৭০টি দেশ ও অঞ্চল থেকে ৪,৪৬৩ জন অ্যাথলেট অংশগ্রহণ করেন। ৫৪৯টি ইভেন্টে মোট খেলা ছিল ২২টি। পদক তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে চীন। তারা ৯৪টি সোনা জিতে। ২০০৪ থেকে তারাই পদক তালিকায় এক নম্বর দেশ। চীনের ক্রীড়াবিদরা ৭৬টি রুপা ও ৫০টি ব্রোঞ্জও জিতেন। পদক তালিকার দুই নম্বরে রয়েছে যুক্তরাজ্য। ৪৯টি সোনা, ৪৪টি রুপা ও ৩১টি ব্রোঞ্জ লাভ করেন যুক্তরাজ্যের ক্রীড়াবিদরা। ৩৬টি সোনা, ৪২টি রুপা ও ২৭টি ব্রোঞ্জ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৩ নম্বরে রয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনো পদক জিততে পারেনি।

রেকর্ড কর্নার

♦ **টি-২০তে স্পেনের বিশ্বরেকর্ড :** ২৫ আগস্ট ২০২৪ গ্রিসকে হারিয়ে একটানা ১৪টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে জয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়ে স্পেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে এখন পর্যন্ত একটানা ১৪টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে জয়ের ইতিহাস গড়ে স্পেন।

♦ **১৫৯ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ফারহান :** ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ১৬ বছরের অব স্পিনার ফারহান আহমেদ ডিভিশন ওয়ানের ম্যাচে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে সারের বিপক্ষে নেন ১০ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৭টি আর দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৩টি। এমন কীর্তিতে ফারহান ভাঙেন ১৫৯ বছরের পুরানো ডব্লিউ জি গ্রেসের একটা রেকর্ড। সবচেয়ে কম বয়সি ক্রিকেটার হিসেবে ১৬ বছর ১৮৯ দিনে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১০ (বা এর বেশি) উইকেট নেন ফারহান আহমেদ।

♦ **গেইলের রেকর্ড ভাঙলেন পুরান :** ৩১ আগস্ট ২০২৪ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (CPL) গেইলকে পেছনে ফেলে এক বর্ষপঞ্জিকায় সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েন নিকোলাস পুরান। ৯ বছরের পুরানো রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। ২০১৫ সালে টি-২০ ক্রিকেটে ১৩৫ ছক্কা মারেন গেইল। আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে ১৩৯ ছক্কা মারেন পুরান।

♦ **জোড়া সেঞ্চুরিতে রুটের রেকর্ড :** লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৪৩ রান, জো রুট দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ১০৩ রান। ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ ৩৪ সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড এটি। রুটের রেকর্ডভাঙা জোড়া শতকে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের জন্য ৪৮৩ রানের বিশাল লক্ষ্য পায় শ্রীলংকা। এছাড়াও মাদুশকা ও নিশাঙ্কার ক্যাচ নিয়ে সেদিন টেস্টে ২০০ ক্যাচ পূর্ণ করেন রুট। সকল দল মিলিয়ে টেস্টে তার চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি রয়েছে শুধু পাঁচজনের।

বিদায় কথন

■ মঈন আলী

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইংল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার মঈন আলী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দেন। এক নজরে মঈন আলীর ক্যারিয়ার।

	টেস্ট	ওয়ানডে	টি-২০
ম্যাচ	৬৮	১৩৮	৯২
রান	৩,০৯৪	২,৩৫৫	১,২২৯
ব্যাটিং গড়	২৮.১৩	২৪.২৮	২১.১৮
১০০/৫০	৫/১৫	৩/৬	০/৭
উইকেট	২০৪	১১১	৫১
বোলিং গড়	৩৭.৩১	৪৭.৮৫	২৭.১৪

♦ ২০১৪ সালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫,০০০ ও ২০০ প্লাস উইকেট পাওয়া চার ক্রিকেটারের মধ্যে মঈন আলী একজন। এ তালিকার বাকি তিন ক্রিকেটার হলেন সাকিব আল হাসান, বেন স্টোকস ও জেসন হোল্ডার।

■ লুইস সুয়ারেজ

পজিশন : সেন্টার ফরোয়ার্ড • জন্ম : ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৭ • জন্মস্থান : উরুগুয়ে • উচ্চতা : ৬ ফুট।

ক্লাব ➤ বার্সেলোনা ২৮৩ ম্যাচ, ১৯৮ গোল • আয়াক্স ১৫৯ ম্যাচ, ১১১ গোল • লিভারপুল ১৩৩ ম্যাচ, ৮২ গোল • অ্যাথ. মাদ্রিদ ৮৩ ম্যাচ, ৩৪ গোল • চ্যাম্পিয়ন লিগ : ২০১৪/১৫ বার্সেলোনা • ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ : ২০১৫ বার্সেলোনা • কোপা আমেরিকা : ২০১১ উরুগুয়ে।

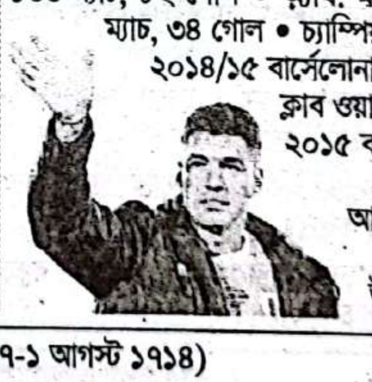

বই কেন পড়বেন কিভাবে পড়বেন

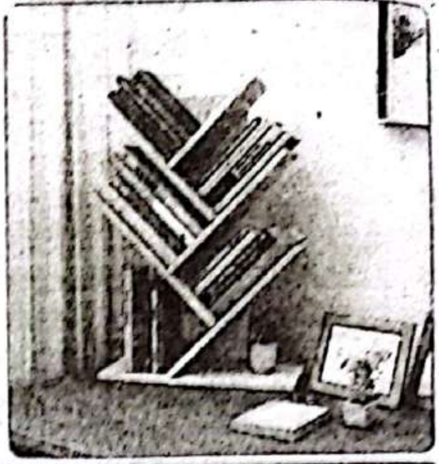

বই পড়া মানসিক বিকাশ, জ্ঞান অর্জন এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু অনেকেই নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সমস্যায় পড়েন। তাই আপনার জন্য কিছু কার্যকর টিপস যা বই পড়ার আনন্দ এবং সুবিধা দ্বিগুণ করে তুলতে পারে।

১ পছন্দের বিষয় বেছে নিন : নিজের আগ্রহের বিষয়ের বই পড়ুন। যে বই ভালো লাগে সেই বই পড়ুন। সেটা যে কোনো বিষয়ে হতে পারে।

২ সপ্তাহে একটি বই : সময় ভাগ করে নিয়ে প্রতিদিন বই পড়ুন, প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি বই শেষ করুন।

৩ সঠিক সময় নির্বাচন : যখন মনোযোগ ধরে রাখতে পারবেন তখন বই পড়ুন।

৪ পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ : মাসে বা বছরে কয়টি বই পড়বেন তা নির্ধারণ করুন।

৫ নোট নিন : গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর নোট নিতে পারেন, এতে করে আপনার সহজেই মনে থাকবে এবং অসাধারণ একটি কালেকশন তৈরি হবে।

৬ রিভিউ লিখুন : বই পড়ার পর রিভিউ লিখুন এবং সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা ব্লগে শেয়ার করুন। এতে আপনার উৎসাহ বাড়বে।

৭ পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি : নীরব ও আরামদায়ক জায়গায় বই পড়ুন।

৮ বইয়ের তালিকা তৈরি : পড়তে চান এমন বইয়ের তালিকা তৈরি করুন।

৯ বইয়ের সঙ্গে ডায়েরি রাখুন : বই পড়ার অনুভূতিগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন।

১০ পাঠচক্রে যোগ দিন : পাঠচক্রে যোগ দিন এবং আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন।

১১ বইয়ের বিভিন্ন ঘরানা পরীক্ষা করুন : বিভিন্ন ধরনের বই পড়ুন।

১২ অডিওবুক শুনুন : চলার পথে, বাসে, ট্রেনে অডিওবুক শুনতে পারেন।

১৩ পাঠ্যসূচি তৈরি : প্রতিদিনের পড়ার জন্য সময়সূচি তৈরি করুন।

১৪ আলোচনা করুন : বই পড়ার পরে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করুন।

১৫ ই-বুক ব্যবহার : সুবিধামতো ই-বুক পড়ুন।

১৬ বইয়ের ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র দেখুন : বইয়ের গল্পকে আরও সহজে বুঝতে সিনেমা দেখতে পারেন।

১৭ বইমেলা পরিদর্শন : নতুন বইয়ের খোঁজ পেতে, আড্ডা দিতে, বই নিয়ে হওয়া অনুষ্ঠানগুলোয় যোগ দিতে পারেন।

১৮ নিজেকে চ্যালেঞ্জ করুন : বড় ও চ্যালেঞ্জিং বই পড়ার চেষ্টা করুন। যেমন : ওয়ার অ্যান্ড পিস, আন্না কারেনিনা এগুলো পড়ে ফেলুন।

১৯ বইয়ের চরিত্রগুলোর সাথে সংযোগ করুন : চরিত্রগুলোর অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করুন।

২০ পড়ার গতি বাড়ান : প্র্যাকটিস করে দ্রুত পড়ার চেষ্টা করতে পারেন।

২১ বই ধার করার অভ্যাস : লাইব্রেরি থেকে বই ধার করলে বই পড়ায় আগ্রহ বাড়ে।

২২ বই সংগ্রহ করুন : বইয়ের সংগ্রহ তৈরি করুন। বই সংগ্রহে কথাপ্রকাশ তার ফেসবুক গ্রুপের সকল সদস্যেদের জন্য বইয়ে অতিরিক্ত ছাড় দিয়ে থাকে।

২৩ বইয়ের প্রিমিয়ার অংশ পড়ুন : বই কেনার আগে প্রথম অংশ পড়ে দেখুন।

২৪ মার্জিনে নোট লিখুন : গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নোট লিখুন।

২৫ বইয়ের শেলফ সাজান : আপনার শেলফ সাজান, যাতে প্রেরণা পান।

২৬ পড়া শেষ করার লক্ষ্য রাখুন : পড়া শুরু করলে শেষ করার চেষ্টা করুন।

২৭ বইয়ের ওপর রিসার্চ করুন : বই পড়ার আগে বইটি সম্পর্কে জেনে পড়ুন।

২৮ সমানাধিক্যের মধ্যে পড়ুন : প্রতিদিন একই সময়ে পড়ার অভ্যাস বই পড়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

২৯ বই প্রেমীদের সাথে মেলামেশা করুন : বইপ্রেমীদের সাথে মেলামেশা করে নতুন বই সম্পর্কে জানুন।

রানি প্রথম এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের রানি হন ১৭ নভেম্বর ১৫৫৮

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

ব্যাংক ব্যবস্থার নানা তথ্য নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনের চতুর্থ পর্বে রয়েছে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাকিস্তান হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যাংক নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালের ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ২টি ব্যাংকসহ অধিকৃত ১০টি পাকিস্তানি ব্যাংকের একত্রীকরণের মাধ্যমে ৬টি স্বতন্ত্র ব্যাংক গঠিত হয়। এ সকল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন নামকরণকৃত ও পুনর্গঠিত ব্যাংকগুলো হচ্ছে— সোনালী ব্যাংক (দ্য ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, দ্য ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর, দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক), অগ্রণী ব্যাংক (হাবিব ব্যাংক, কমার্স ব্যাংক), জনতা ব্যাংক (দ্য ইউনাইটেড ব্যাংক, দ্য ইউনিয়ন ব্যাংক), রূপালী ব্যাংক (দ্য মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, দ্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক), পূবালী ব্যাংক (দ্য অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক, দ্য ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক) এবং উত্তরা ব্যাংক (দ্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন)।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬টি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত (তফসিলিভুক্ত ও তফসিল বহির্ভূত) ৬টি ব্যাংক রয়েছে। দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে সর্বমোট ৬১টি (তফসিলিভুক্ত) ব্যাংক আছে।

■ বেসরকারি ব্যাংক

১২ এপ্রিল ১৯৮২ প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে 'এবি ব্যাংক' (আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক) কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে দেশে ৪৩টি বেসরকারি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সারা দেশে চালু রেখেছে। এর বাইরে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আরও ৯টি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

■ ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী শরিয়াহ ব্যাংকিং বলতে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা ব্যাংক ব্যবস্থাকে বোঝায়। প্রথম দিকের বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, যা ৩০ মার্চ ১৯৮৩ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ব্যাংক ছিল দেশের প্রথম শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রেখেছে।

■ বিশেষায়িত ব্যাংক

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের জাতীয়করণ নীতির মাধ্যমে কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংককে পুনর্গঠিত করা হয় এবং বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। রাষ্ট্র পরিচালিত ৬টি (তফসিলভুক্ত ও তফসিল বহির্ভূত) বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে। যেমন— বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

■ মোবাইল ব্যাংকিং

মোবাইল ব্যাংকিং হলো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত একটি পরিষেবা যা তাদের গ্রাহকদের স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মতো মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে দূরনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করার সুবিধা দেয়। ডাচ বাংলা ব্যাংক ৩১ মার্চ ২০১১ বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে।

■ অফশোর ব্যাংকিং

অফশোর হলো এমন একটি ব্যাংক যা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, যেটি সাধারণত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এখতিয়ারে কোনও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ স্থাপন করতে নিষিদ্ধ করে। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। ৫ মার্চ ২০২৪ জাতীয় সংসদে 'অফশোর ব্যাংকিং বিল, ২০২৪' পাস করা হয়।

■ এজেন্ট ব্যাংকিং

টেলার বা ক্যাশিয়ারের পরিবর্তে বৈধ এজেন্সি চুক্তির অধীনে এজেন্ট নিযুক্ত করার মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদানই হলো এজেন্ট ব্যাংকিং এর কাজ। ব্যাংক এশিয়া ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশে প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করে।

■ ডিজিটাল ব্যাংকিং

ডিজিটাল ব্যাংকিং হলো অনলাইন ব্যাংকিং-এ যাওয়ার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অংশ, যেখানে ব্যাংকিং পরিসেবাগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি ৩ জুন ২০২৪ বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স পায়।

গুম
সভ্যতার অন্ধকার দিক

গুম একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ, যা মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ২৯ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘ গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

জাতিসংঘের গুম কনভেনশনে বলপূর্বক গুমের সংজ্ঞায় বলা হয়, রাষ্ট্রের এজেন্ট বা রাষ্ট্রের অনুমোদন, সমর্থন বা সম্মতির সঙ্গে কাজ করে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাতে কেউ গ্রেপ্তার, আটক, অপহরণ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে স্বাধীনতা বঞ্চিত হওয়ার পর যদি রাষ্ট্র তা অস্বীকার করে বা নিখোঁজ ব্যক্তির ভাগ্য বা অবস্থান গোপন করে, যা সেই ব্যক্তিকে আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে তা গুম হিসেবে গণ্য।

গুম কনভেনশন

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে জোরপূর্বক গুমের ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থাকে খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০১ সালে জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আদর্শ আইনের খসড়া তৈরি শুরু হয়। ২০০৬ সালে একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। ২৯ জুন ২০০৬ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল খসড়াটি অনুমোদন করে। ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গুম হতে সকল মানুষের সুরক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গৃহীত হয়। কনভেনশনটির ইংরেজি International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ফ্রান্সের প্যারিসে কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৩২টি দেশ অনুস্বাক্ষর করার পর ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ এটি কার্যকর হয়।

স্বাক্ষর-অনুসমর্থন

৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রথম দিনে মোট ৫৭টি দেশ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ এ কনভেনশনে অনুসমর্থন করে। অর্থাৎ এটি তাদের অভ্যন্তরীণ আইনের অংশ হিসেবে নেয়। এ ছাড়া ভারত শুধু এটি স্বাক্ষর করেছে, তবে অনুসমর্থন করেনি। অন্যদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের মধ্যে শুধু ফ্রান্স এটি অনুসমর্থন করে। ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৯৮টি দেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে এবং ৭৬টি দেশ কনভেনশনে যোগদান বা অনুসমর্থন করে।

কনভেনশনে উল্লেখযোগ্য দিক

- ♦ মোট অনুচ্ছেদ রয়েছে ৪৫টি
- ♦ স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ চাইলে সনদের 'এক একাধিক অনুচ্ছেদ মেনে চলবে না' বলেও তাদে সিদ্ধান্ত জাতিসংঘকে জানাতে পারে।
- ♦ সনদে জোরপূর্বক গুমকে একটি মানবতাবিরো অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।
- ♦ ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পক্ষভুক্ত কোনো দে যদি গুমের ঘটনা ঘটে, তবে সেই দেশের পরিস্থি দেখার জন্য কমিটির সদস্যরা সফরও করতে পারে
- ♦ স্বাক্ষরকারী প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ দেশে গুমের প্রতিটি ঘট তদন্ত করার জন্য এবং দায়ীদের বিচারের আওতা আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।
- ♦ কনভেনশন যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কী না, সে দেখভালের জন্য জাতিসংঘের ১০ সদস্যের এক কমিটি কাজ করে।

কনভেনশনে বাংলাদেশ

২৯ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ গুম বিষয়ক আন্তর্জাতি কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এতে স্বাক্ষর করেন ৩০ আগস্ট জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের প থেকে সনদে যুক্ত হওয়ার দলিল আনুষ্ঠানিকভাবে জ দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার ৩০তম দিন, অর্থাৎ ২৯ সেপ্টে ২০২৪ থেকে বাংলাদেশের ওপর কার্যকারিতা শুরু হয় গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী, এর প থেকে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই জাতিস বাংলাদেশে গুম নিয়ে কাজ করতে পারবে। কনভেনশ বাংলাদেশ কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই যুক্ত হয়। গুমবিরে কনভেনশনে যুক্ত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘে মানবাধিকারবিষয়ক ৯টি সনদের ৯টিতেই যোগদান করলে

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস

২০১০ সালে জাতিসংঘ ৩০ আগস্টকে 'আন্তর্জাতিক গু প্রতিরোধ দিবস' (International Day of the Victim of Enforced Disappearances) ঘোষণা করে। ২০ সাল থেকে প্রতিবছর গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণ গুম প্রতিরোধ করতে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

যুক্তরাজ্যের কনিষ্ঠতম রাজা ষষ্ঠ হেনরি (৩১ আগস্ট ১৪২২–৪ মার্চ ১৪৬১)

CS CamScanner

গোপন বন্দিশালা : আয়নাঘর

আয়নাঘর একটি গোপন বন্দিশালার নাম। এটি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তরের গোপনীয় গোয়েন্দা ইউনিট Counter Terrorism and Intelligence Bureau (CTIB) দ্বারা পরিচালিত হতো। ২০২২ সালের আগস্টে সুইডেনভিত্তিক স্বাধীন নিউজ পোর্টাল নেত্র নিউজের একটি অনুসন্ধানী হুইসেলব্লোয়ার প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় যে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা আয়নাঘরে বলপূর্বক গুমের শিকারদের আটক ও নির্যাতন করছে। বন্দিশালা থেকে ছাড়া পাওয়া সাবেক একজন সেনা কর্মকর্তাসহ কয়েকজনের বর্ণনায় প্রকাশ পায় 'আয়নাঘরের' রোমহর্ষক কাহিনি। ২০০৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছেন তাদের এ গোপন বন্দিশালায় আটক করে নির্যাতন করা হতো।

বাংলাদেশে গুমের চিত্র : ২০০৭-২০২৩

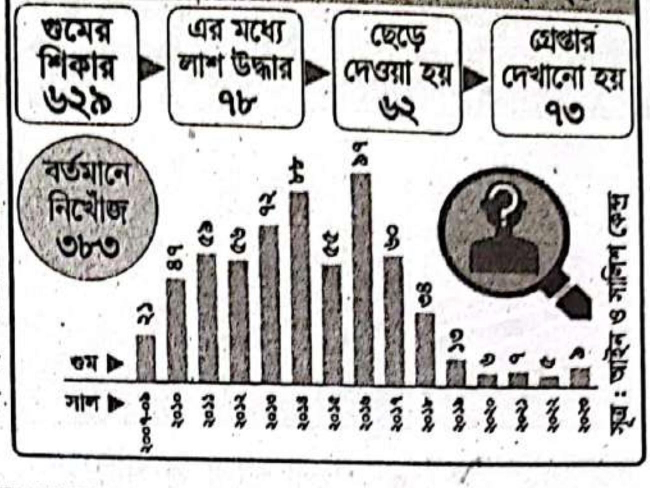

গুম তদন্তে কমিশন

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ Commissions of Inquiry Act, 1956-এর section 3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে পাঁচ সদস্য-বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। কমিশনের প্রধান বা সভাপতি মনোনীত হন হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে ও কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে এবং কমিশনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। কমিশন ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে। উল্লেখ্য, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৭ আগস্ট ২০২৪ এর প্রজ্ঞাপন রহিতকরণ করা হয়।

কার্যপরিধি

- ৬ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা এবং অনুরূপ যেকোনো বাহিনী বা সংস্থার কোনো সদস্য বা সরকারের সহায়তায় বা সম্মতিতে কোনো ব্যক্তিকর্তৃক 'আয়না ঘর' বা যেকোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত স্থানে বলপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, তাদের সনাক্ত করা এবং কোনো পরিস্থিতিতে গুম হয়েছিল তা নির্ধারণ করা, এবং সে উদ্দেশ্যে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যসহ যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা
- বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনাসমূহের বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা এবং এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা
- গুম ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া গেলে তাদের স্বজনকে অবহিত করা
- বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকর্তৃক পরিচালিত তদন্তের তথ্য সংগ্রহ করা
- বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা
- বলপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা এবং
- উপরিল্লেখিত উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট যেকোনো কার্য করা।

বাংলাদেশের অনুসমর্থন করা অন্য ৮টি মানবাধিকারবিষয়ক কনভেনশন

নাম	গৃহীত	কার্যকর	অনুসমর্থন
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক কনভেনশন	১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬	২৩ মার্চ ১৯৭৬	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন	১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬	৩ জানুয়ারি ১৯৭৬	৫ অক্টোবর ১৯৯৮
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন	১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৬ নভেম্বর ১৯৮৪
নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন	১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪	২৬ জুন ১৯৮৭	৫ অক্টোবর ১৯৯৮
শিশু অধিকারের কনভেনশন	২০ নভেম্বর ১৯৮৯	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	৩ আগস্ট ১৯৯০
সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য নির্মূলের আন্তর্জাতিক কনভেনশন	৭ মার্চ ১৯৬৬	৪ জানুয়ারি ১৯৬৯	১১ জুন ১৯৭৯
অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক কনভেনশন	১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০	১ জুলাই ২০০৩	২৪ আগস্ট ২০১১
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন	১৩ ডিসেম্বর ২০০৬	৩ মে ২০০৮	৩০ নভেম্বর ২০০৭

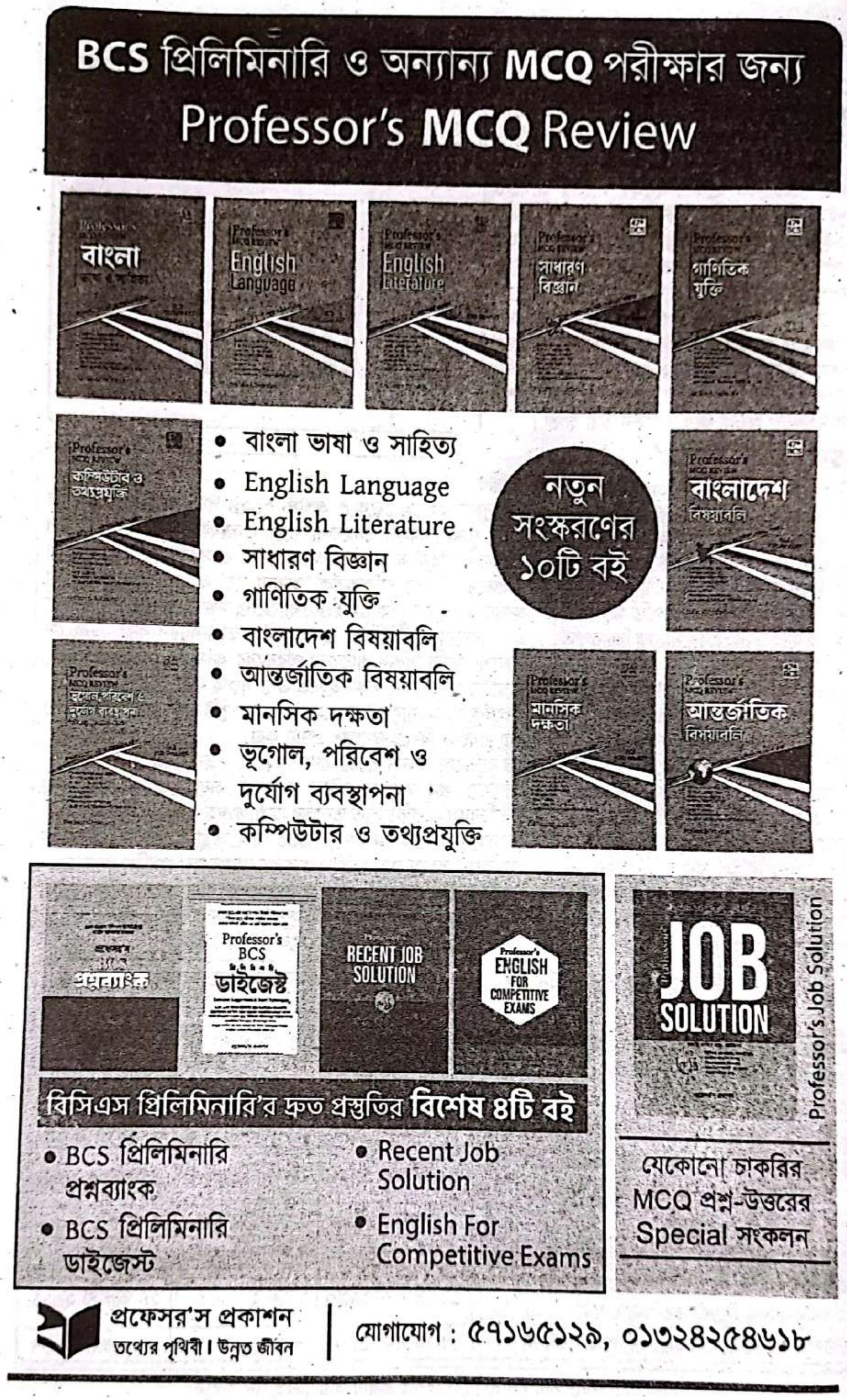
BCS প্রিলিমিনারি ও অন্যান্য MCQ পরীক্ষার জন্য
Professor's MCQ Review
বাংলা
English Language
English Literature
সাধারণ বিজ্ঞান
গাণিতিক যুক্তি
কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
বাংলাদেশ বিষয়াবলি
মানসিক দক্ষতা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
• বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
• English Language
• English Literature
• সাধারণ বিজ্ঞান
• গাণিতিক যুক্তি
• বাংলাদেশ বিষয়াবলি
• আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
• মানসিক দক্ষতা
• ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
• কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
নতুন সংস্করণের ১০টি বই
প্রশ্নব্যাংক
Professor's BCS ডাইজেস্ট
RECENT JOB SOLUTION
Professor's ENGLISH FOR COMPETITIVE EXAMS
JOB SOLUTION
Professor's Job Solution
বিসিএস প্রিলিমিনারি'র দ্রুত প্রস্তুতির বিশেষ ৪টি বই
• BCS প্রিলিমিনারি প্রশ্নব্যাংক
• BCS প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট
• Recent Job Solution
• English For Competitive Exams
যেকোনো চাকরির MCQ প্রশ্ন-উত্তরের Special সংকলন
প্রফেসর'স প্রকাশন
তথ্যের পৃথিবী। উন্নত জীবন
যোগাযোগ : ৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি

পর্ব-৫

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। তাই এবারের পর্বে রয়েছে— বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ইথিওপিয়া, চীন, তুরস্ক, ইরান, নেপাল ও কানাডায় অবস্থিত বিভিন্ন সংস্থার সদর দপ্তর।

বেলজিয়াম

১. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [সোনালী ব্যাংক পিএলসি'র অফিসার ক্যাশ ২০১৪]
(ক) লন্ডন **(খ) ব্রাসেলস**
(গ) বন (ঘ) প্যারিস

২. NATO'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [NSI'র সহকারী পরিচালক ২০১৭]
(ক) জার্মানি **(খ) বেলজিয়াম**
(গ) ফ্রান্স (ঘ) ইতালি

লুক্সেমবার্গ

৩. The Headquarters of European Court of Justice is Situated at : [Probashi Kallyon Bank'SAO 2019]
(ক) Luxemburg (খ) Paris
(গ) Stagbourg (ঘ) San Jose

ইথিওপিয়া

৪. আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [রাবি ২০০৫-০৬]
(ক) মোগাদিসু, সোমালিয়া **(খ) আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া**
(গ) কায়রো, মিসর (ঘ) ত্রিপলি, লিবিয়া

চীন

৫. নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (NDB) সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক ২০১৯]
(ক) মস্কো **(খ) সাংহাই** (গ) ওয়াশিংটন (ঘ) দিল্লি

৬. AIIB is located in : [Bank Asian T.O 2005]
(ক) Beijing (খ) Shanghai
(গ) Hong Kong (ঘ) Manila

তুরস্ক

৭. ডি-৮ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৭]
(ক) ইস্তানবুল (খ) ঢাকা (গ) ব্যাংকক (ঘ) জাকার্তা

ইরান

৮. ACU'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের MTO-২০১০]
(ক) ঢাকা, বাংলাদেশ **(খ) তেহরান, ইরান**
(গ) দিল্লী, ভারত (ঘ) ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

৯. ECO'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [জাতীয় সংসদের প্রটোকল অফিসার ২০০৬]
(ক) তেহরান (খ) প্যারিস (গ) ব্রাসেলস (ঘ) হেগ

নেপাল

১০. সার্ক ফুড ব্যাংকের সচিবালয় কোথায় অবস্থিত? [ওয়ান ব্যাংকের অফিসার ২০১৮]
(ক) ভুটান **(খ) নেপাল** (গ) ভারত (ঘ) বাংলাদেশ

১১. সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [গণপূর্তের অফিস সহায়ক ২০১৬]
(ক) দিল্লি **(খ) ঢাকা** (গ) কলম্বো (ঘ) কাঠমান্ডু

কানাডা

১২. ICAO'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [বেবিচকের নিরাপত্তা অপারেটর ২০২১]
(ক) জেনেভা **(খ) মন্ট্রিল** (গ) নিউইয়র্ক (ঘ) বন

১৩. জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সদর দপ্তর অবস্থিত— [১৭তম নিবন্ধন]
(ক) স্টকহোম **(খ) নাইরোবি** (গ) হেগ (ঘ) বৈরুত

■ **বেলজিয়াম**
ব্রাসেলস : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), বেনেলাক্স, ন্যাটো, ইউরোপীয় কাউন্সিল (EC), বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO)।

■ **লুক্সেমবার্গ**
লুক্সেমবার্গ সিটি : ইউরোপীয় কোর্ট অব জাস্টিস (ECJ), ইউরোপীয় কোর্ট অব অডিটরস (ECA), ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (EIB)।

■ **ইথিওপিয়া**
আদ্দিস আবাবা : আফ্রিকান অর্থনৈতিক কমিশন (ECA), আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)।

■ **চীন**
বেইজিং : সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO), এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)।
সাংহাই : নতুন উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)।

■ **তুরস্ক**
ইস্তানবুল : D-8, Standards and Metrology Institute for Islamic Countries।

■ **ইরান**
তেহরান : Asain Clearing Union (ACU), Economic Cooperation Organization.

■ **নেপাল**
কাঠমান্ডু : দক্ষিণ এশীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC), সার্ক ফুড ব্যাংক (SFB), সার্ক যক্ষা এইডস কেন্দ্র (STAC)।

■ **কানাডা**
মন্ট্রিল : আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO), আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা (IATA)।

SDG
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
ধারাবাহিক পর্ব

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গৃহীত হয়। যাতে ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। SDG'র ধারাবাহিক আয়োজনের পঞ্চম পর্বে রয়েছে অভীষ্ট ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫-এর বিস্তারিত আলোচনা।

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা

১২.১ উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো বাস্তবায়নে কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২.২ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং উৎপাদন ও সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণ কমানো।

১২.৫ প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকেলিং) ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা।

১২.৬ সকল কোম্পানিকে, বিশেষ করে বৃহৎ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে টেকসই কর্মপদ্ধতি গ্রহণে এবং তাদের প্রতিবেদন চক্র (প্রতিবেদন প্রণয়ন-প্রকাশ-বিতরণ প্রক্রিয়ায়) টেকসই সংশ্লিষ্ট তথ্য সংযোজনে উৎসাহিত করা।

১২.৭ জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় টেকসই পদ্ধতির প্রবর্তন।

১২.৮ সর্বত্র সকল মানুষের জন্য টেকসই উন্নয়ন ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনরীতি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সচেতনতা যেন থাকে ২০৩০ সালের মধ্যে তা নিশ্চিত করা।

১২.ক ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর টেকসই পন্থায় উত্তরণকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান করা।

১২.খ স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসারসহ নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টিকারী টেকসই পর্যটনশিল্পে টেকসই উন্নয়নের প্রভাব পরিবীক্ষণকল্পে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১২.গ জীবাশ্ম জ্বালানিতে প্রদত্ত অপচয়রোধে ভর্তুকি-সমূহের যুক্তিযুক্ত পুনর্নির্ধারণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নিয়ে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

১৩.১ সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

১৩.২ জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি করন।

১৩.ক উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা মেটাতে 'জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন' (UNFCCC)-এর উন্নত দেশভুক্ত পক্ষ কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২০২০ সাল নাগাদ যৌথভাবে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য বাস্তবায়ন।

১৩.খ নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধিকারসহ স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন করা।

১৪ জীবনের টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

১৪.১ ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের সামুদ্রিক দূষণ, বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক (নৌ) আবর্জনা ও পুষ্টি-দূষণ (পুষ্টিদায়ী পদার্থের আধিক্য জনিত দূষণ) উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস ও প্রতিরোধ করা।

১৪.৩ সকল পর্যায়ে বর্ধিত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও অপরাপর উদ্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক অম্লায়নের (অ্যাসিডিফিকেশন) ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা ও এর মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা।

১৪.৪ ২০২০ সালের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে মাছের মজুত পুনরুদ্ধার করে ন্যূনতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব।

১৪.৫ প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার অন্ততপক্ষে ১০% সংরক্ষণ।

CS CamScanner

১৪.৭ মৎস্য আহরণ, মৎস্যচাষ ও পর্যটনশিল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনাসহ সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো।

১৪.ক সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর, বিশেষ করে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অবদান বৃদ্ধির লক্ষে সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি বিনিময় সংক্রান্ত আন্তঃদেশীয় সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের মানদণ্ড ও নির্দেশমালা বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, গবেষণা সক্ষমতার বিকাশ ও সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর।

১৪.গ 'দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট' এর ১৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বিবৃত সাগর-মহাসাগর ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের আইনি কাঠামো হিসেবে স্বীকৃত সামুদ্রিক আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে গৃহীত আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাগর-মহাসাগর ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৫ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধা সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৫.২ ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে সকল প্রকার বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, বনভূমি উজাড়রোধ, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি পুনরুদ্ধার, বনায়ন ও পুনঃবনায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি।

১৫.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, মরুকরণ, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং একটি ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া।

১৫.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় সুবিধাবলি প্রদানে এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান।

১৫.৬ আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী, জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বন্টন এবং এ ধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্তন।

১৫.৭ সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।

১৫.৯ ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, দারিদ্র্য নিরসন কৌশল ও কর্মসূচিগুলোতে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের মূল্যমান অঙ্গীভূত করা।

১৫.ক জীববৈচিত্র্য টেকসই ব্যবহারকল্পে সকল উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এর বৃদ্ধি সাধন।

১৫.খ টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের জন্য সকলস্তরে ও সকল উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নসহ অনুরূপ ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়নকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত প্রণোদনা সুবিধা দান।

১৫.গ টেকসই জীবিকার সুযোগ গ্রহণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়ানোসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংরক্ষিত প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচার রোধের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক সমর্থন বৃদ্ধি।

[স্থান সংকুলানের অভাবে সকল ধারা উল্লেখ করা হয়নি।]

SDG ও MDG নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলি

১. SDG-এর যে লক্ষ্যটি সুনীল অর্থনীতি সম্পর্কিত— [জাবি 'সি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ⓐ ১৩ ⓑ ১৬
ⓒ ১৪ ⓓ ১৫

২. MDG-এর লক্ষ্য কতগুলো ছিল? [ইবি 'সি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
ⓐ ১২টি ⓑ ৮টি ⓒ ১১টি ⓓ ১৭টি

৩. MDG-এর অন্যতম লক্ষ্য কী? [৩৬তম বিসিএস]
ⓐ দেশ থেকে পোলিও নির্মূল ⓑ HIV/AIDS নির্মূল করা
ⓒ যক্ষ্মা নির্মূল করা ⓓ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা

৪. 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র লক্ষ্য ক'টি [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭]
ⓐ ৬ ⓑ ৮ ⓒ ১৫ ⓓ ১২

৫. 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (MDG) অর্জনের জন্য কোন সাল নির্ধারিত? [২৬তম বিসিএস]
ⓐ ২০১০ ⓑ ২০১৫ ⓒ ২০২০ ⓓ ২০২৫

৬. SDG এর জলবায়ু সংক্রান্ত গোল নম্বর কত? [বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (চট্টগ্রাম) কম্পিউটার অপারেটর ২০২৩]
উত্তর : Goal-13।

উত্তর

১.	c
২.	b
৩.	d
৪.	b
৫.	b

ক্যামেরা : বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার

Camera শব্দটি ইংরেজি যা ল্যাটিন শব্দ Camera obscura থেকে এসেছে, যার অর্থ 'অন্ধকার প্রকোষ্ঠ'। Camera'র বাংলা আলোকচিত্র গ্রহণ যন্ত্র, যার বদৌলতে জন্ম হয় ফটোগ্রাফির। ক্যামেরা হচ্ছে আলোকচিত্র গ্রহণ ও ধারণের একটি অপটিক্যাল যন্ত্র। দৃশ্যমান স্থির বা গতিশীল ঘটনা ধরে রাখার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

ইতিহাস

ক্যামেরা আবিষ্কারের আগে মানুষের অবয়ব, বিভিন্ন শখের বস্তু, ইমারত ও নৈসর্গিক দৃশ্যকে ধরে রাখার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা চালানো হতো। এক পর্যায়ে শুরু হয় কলম ও রঙ তুলির ব্যবহার। এরই ধারাবাহিকতায় চলে আসে ক্যামেরার বিষয়টি। ১০২১ সালে ইরাকের বিজ্ঞানী ইবন আল-হায়সাম আলোক বিজ্ঞানের উপর 'কিতাব আল মানাযির' বইটি লিখেন। সেখান থেকে ক্যামেরার উদ্ভাবনের প্রথম সূত্রপাত। ১৫০০ শতাব্দীতে এসে চিত্রকরের একটি দল ক্যামেরা তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৫৫০ সালে 'জিরোলামো কারদানো' নামের জার্মানির একজন বিজ্ঞানী ক্যামেরাতে প্রথম লেন্স সংযোজন করেন। ১৮২৬ সালে প্রথমবারের মতো আলোকচিত্র ধারণের কাজটি করেন জোসেপ নাইসপোর নিপসে। ১৮৮৫ সালে জর্জ ইস্টম্যান তার প্রথম ক্যামেরা 'কোডাকের' জন্য পেপার ফিল্ম উৎপাদন করেন। বাণিজ্যিকভাবে এটাই ছিল বিক্রির জন্য তৈরি প্রথম ক্যামেরা। এ্যাডউইন ল্যান্ড ১৯৪৮ সালে প্রথম পোলারয়েড ক্যামেরা আবিষ্কার করেন, যা দ্বারা মাত্র এক মিনিটে ছবিকে নেগেটিভ ইমেজ থেকে পজিটিভ ইমেজে রূপান্তর করা সম্ভব হয়। ১৯৭৫ সালে কোডাকের স্টিভেন স্যাসোন প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন। এভাবেই আজ ক্যামেরা মানুষের হাতের মুঠোয়।

ক্যামেরার কিছু প্রকার

- TLR ➤ Twin-Lens Reflex Camera। শুরুর দিকের কমপ্যাক্ট ক্যামেরায় TLR-ব্যাবহৃত হতো। এতে দুটি ল্যান্স থাকতো। ১৯২৮ সালে ফ্র্যাংক এবং হেইডেক প্রথম TLR-তৈরি করেন।
- SLR ➤ Single-Lens Reflex Camera। ১৯৩৩ সালে একটি জার্মান কোম্পানি Ihagee Exakta নামের একটি SLR-ক্যামেরা প্রথম বাজারে আনে।
- DSLR ➤ Digital Single-Lens Reflex Camera। যেসকল ডিজিটাল ক্যামেরায় SLR এর বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো হলো DSLR। ১৯৭৫ সালে স্টিভেন স্যাসোন নামে একজন উদ্ভাবক প্রথম DSLR-ক্যামেরা আবিষ্কার করেন।

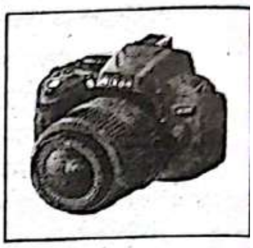

বিশ্বের প্রথম ক্যামেরা

বিশ্বের প্রথম ক্যামেরা ১৮১৬ সালে বিজ্ঞানী জোসেপ নাইসপোরের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে এটি তৈরি হয়। ক্যামেরাটি অপারেট করতে ১৫ জন মানুষের প্রয়োজন হতো।

প্রথম ক্যামেরা ফোন

প্রথম বাণিজ্যিক ক্যামেরা ফোন ছিল Kyocera ভিজ্যুয়াল ফোন VP-210, যা ১৯৯৯ সালের মে মাসে জাপানে উন্মুক্ত করা হয়।

- ২০০০ সালে 'শার্প' জাপানে বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরা ফোন J-SH04 চালু করে যা J-Phone নামেই পরিচিত।

বিখ্যাত ক্যামেরা কোম্পানি

নাম	যে দেশ ভিত্তিক	প্রতিষ্ঠা
Nikon	জাপান	২৫ জুলাই ১৯১৭
Panasonic	জাপান	৭ মার্চ ১৯১৮
Fujifilm	জাপান	২০ জানুয়ারি ১৯৩৪
Canon	জাপান	১০ আগস্ট ১৯৩৭
Sony	জাপান	৭ মে ১৯৪৬

ইবন আল-হায়সাম

(৯৬৫-১০৪০ সাল)

ক্যামেরা বা আলোকচিত্র গ্রহণ ও ধারণের যন্ত্র আবিষ্কারে রয়েছে ইরাকী একজন মুসলিম বিজ্ঞানী। নাম আল-হাসান ইবন আল-হায়সাম। ১০২১ সালে এ মুসলিম মনীষী প্রথম ক্যামেরা উদ্ভাবনের ধারণা দেন। তবে পূর্ণাঙ্গ ক্যামেরা আবিষ্কার হতে আরও বহু বছর কেটে যায়।

জোসেপ নাইসপোর

(৭ মার্চ ১৭৬৫-৫ জুলাই ১৮৩৩)

১৮১৪ সালে প্রথমবারের মতো আলোকচিত্র ধারণের কাজটি করেন ফরাসি বিজ্ঞানী জোসেপ নাইসপোর নিপসে। তিনি পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে বিটুমিন প্লেটে আলোর ব্যবহার করে ক্যামেরার কাজটি করেন। সে হিসেবে তাঁকেই ক্যামেরার প্রথম আবিষ্কারক বলা যায়।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র

এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক

বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাংক হিসেবে গড়ে ওঠে চীনের নেতৃত্বাধীন এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)। এটিকে বলা হয় এশিয়ার বিশ্বব্যাংক।

প্রতিষ্ঠা

৫-৭ অক্টোবর ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)-এর ২৫তম শীর্ষ সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) গঠনের ঘোষণা দেন। এরপর ২৪ অক্টোবর ২০১৪ AIIB প্রতিষ্ঠার জন্য ২১টি দেশ একটি সমঝোতা স্মারকে (MoU) স্বাক্ষর করে। প্রথমে ২১টি দেশ নিয়ে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হলেও সদস্যপদ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয় অন্য দেশের জন্য। সেই সুযোগ নিয়ে সদস্য পদ গ্রহণকারীসহ AIIB'র সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭টিতে। তবে ২৯ জুন ২০১৫ চীনের বেইজিংয়ের গ্রেট হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৫০টি দেশ AIIB'র আর্টিক্লেলস অব এগ্রিমেন্ট (AoA) স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টি হওয়া ব্যাংকটি একটি কাঠামোগত রূপ লাভ করে। পরবর্তীতে অন্য/বাকি ৭টি দেশ (থাইল্যান্ড, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকা) এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ব্যাংকটির আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্ট (AoA) কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় AIIB। ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীনের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর বিকল্প হিসেবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে AIIB।

উদ্দেশ্য

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপের সাথে স্থলপথের সংযোগ স্থাপন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঋণ ও অর্থ সহায়তা দেওয়াই AIIB গঠনের উদ্দেশ্য। এছাড়া এশিয়ার পরিবহন, জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা।

প্রথম ঋণ

২৪ জুন ২০১৬ AIIB'র পরিচালনা পর্ষদ ব্যতীত চার দেশের চারটি প্রকল্পের জন্য ৫০.৯০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণগুচ্ছ অনুমোদন করে, তার মধ্যে বাংলাদেশের ১৬.৫০ কোটি ডলারের একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পও রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার জন্য ২১.৬৫ কোটি ডলার, পাকিস্তানের জন্য ১০ কোটি ডলার এবং তাজিকিস্তানের জন্য ২.৭৫ কোটি ডলারের ঋণ ছিল। এটি ছিল সংস্থাটির পর্ষদে প্রথম কোন ঋণ অনুমোদন।

শেয়ার ও তহবিল

এশিয়ায় জ্বালানি, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মোট মূলধন ১০০ বিলিয়ন বা ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP)-এর চলতি মূল্য ও ক্রয় ক্ষমতার (PPP) ভিত্তিতে ভোটিং ক্ষমতা ও শেয়ারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

শেয়ার ও ভোটাধিকারে শীর্ষ ৫ দেশ

দেশ	শেয়ার মূল্য (মি.মা.ড.)	মোট শেয়ারের (%)	ভোটাধিকার (%)
চীন	২৯,৭৮০.৪	৩০.৬৯১২	২৬.৫৪৮৩
ভারত	৮,৩৬৭.৩	৮.৬২৩২	৭.৫৮৭৩
রাশিয়া	৬,৫৩৬.২	৬.৭৩৬১	৫.৯৬৫৯
জার্মানি	৪,৪৮৪.২	৪.৬২১৩	৪.১৪৮৯
দ. কোরিয়া	৩,৭৩৮.৭	৩.৮৫৩০	৩.৪৮৮৭

AIIB ও বাংলাদেশ

AIIB'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগ দিতে ২৪ অক্টোবর ২০১৪ বাংলাদেশ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরপর ২৯ জুন ২০১৫ আর্টিকেল অব অ্যাগ্রিমেন্ট (AoA) স্বাক্ষর করে। AoA অনুযায়ী, চুক্তির ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুসমর্থন করতে হয় এবং তদানুযায়ী ব্যাংকের সদস্য হওয়া যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জাতীয় সংসদে 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন বিল, ২০১৬' পাস করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাষ্ট্রপতি বিলটি স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। ২২ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ AIIB'র ৩৩তম সদস্যপদ লাভ করে। AIIB-তে বাংলাদেশের শেয়ারের পরিমাণ ৬৬০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট শেয়ারের ০.৬৮০৭% আর ভোটাধিকার ০.৭৬৩০%।

Fact File

AIIB'র পূর্ণরূপ : Asian Infrastructure Investment Bank ◆ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা : ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ◆ যাত্রা শুরু : ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ ◆ সদর দপ্তর : বেইজিং, চীন ◆ AIIB'র প্রধানের পদবি : প্রেসিডেন্ট ➤ মেয়াদকাল : ৫ বছর ● প্রথম ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট : জিন লিকুন (চীন); ১৬ জানুয়ারি ২০১৬-বর্তমান ◆ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৫৭টি ◆ বর্তমান সদস্য : ৯৬টি ◆ সর্বশেষ সদস্য : পাপুয়া নিউ গিনি (১৩ মে ২০২৪) ◆ বার্ষিক বৈঠক ➤ প্রথম : ২৫-২৬ জুন ২০১৬; বেইজিং, চীন ● নবম : ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; সমরখন্দ, উজবেকিস্তান।

তৃতীয় চার্লস যুক্তরাজ্য ও ১৪টি স্বাধীন দেশের বর্তমান রাজা ও রাষ্ট্রপ্রধান

CamScanner

প্রবন্ধ | দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ

৫০ বছর আগেও দেশে 'ক্ষুদ্রঋণ' শব্দটি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। ব্যাংক-ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার তখন ছিল না বললেই চলে। যদিও চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার প্রচলন ছিল। তবে কম বা বিনা সুদে প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে মানুষ বেশি ঋণ নিতেন। বিশ্বে আধুনিক ক্ষুদ্রঋণের জনক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

Micro শব্দটির বাংলা অর্থ ক্ষুদ্র আর Credit শব্দের বাংলায় ঋণ, তাই ইংরেজি Microcredit শব্দের বাংলা অর্থ ক্ষুদ্রঋণ। ক্ষুদ্রঋণের মূল ধারণা বলতে বোঝায়, দরিদ্র ব্যক্তিদের কিছু টাকা ঋণ দেওয়া। অল্প পরিমাণ পুঁজি আয় বৃদ্ধিকারক কাজে জামানতবিহীনভাবে প্রদান করাকে ক্ষুদ্রঋণ বলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমদ ক্ষুদ্রঋণের সংজ্ঞায় বলেন Micro credit may be defined as a program that provides credit for self-employment and other financial services and business services to the poor people.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও সফলতার মিশ্র ফলাফল রয়েছে। মূলত এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। যদিও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নত পুষ্টি এবং ঋণগ্রহীতার সন্তানদের উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। গরিবদের জন্য ঋণ, জামানতমুক্ত ঋণ, সাংগঠনিক প্রেসার বা চাপ সৃষ্টির ঋণ, স্বল্প আকারে ঋণ, ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবহৃত ঋণ এগুলো ক্ষুদ্রঋণের বৈশিষ্ট্য।

গ্রামীণ উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা

ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্যপীড়িত এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য অনেক সুবিধা তৈরি করে। দেশের আর্থসামাজিক ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ক্ষুদ্রঋণ। এর পাশাপাশি দারিদ্র্যবিমোচন, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান তৈরি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, পুঁজি বিনিয়োগে সুবিধাসহ, দেশের অর্থনীতির সূচককে তরান্বিত করে।

- **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য হলো বহুমাত্রিক সমস্যার উর্বর ভূমি। শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়ন দিয়ে এখান থেকে উত্তরণ ঘটানো যাবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ দিয়ে অগ্রগতি করতে হবে। দারিদ্র্য উত্তরণে ম্যাজিক বুলেট হলো ক্ষুদ্র অর্থায়ন। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন একটি মইয়ের মতো, যার কতগুলো স্তর থাকে। এতে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা যায়। সময়ের আবর্তে ঋণ চাহিদা বাড়ে এবং ধীরগতিতে দারিদ্র্যবিমোচন হয়।
- **নারী উদ্যোক্তা তৈরি :** ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি হয়। বিশেষ করে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীরা গৃহস্থলির কাজ কর্ম ছাড়াও এখন মাঝারি ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ছে। হাঁস-মুরগী পালনসহ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প উৎপাদনে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের প্রায় ৯০.৫৪% নারী।
- **কর্মসংস্থান তৈরি :** ঋণপ্রাপ্তি নাগরিকের জন্য অধিকার হলেও সাধারণত এ দেশে অধিকাংশ ব্যাংকই দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ঋণ প্রদানে অনীহা পোষণ করে থাকে। এ অবস্থায় Micro finance institute (MFI) গুলো এসব দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তাদের গৃহীত কর্মসূচি ও উদ্যোগের ফলে ১ কোটিরও বেশি মানুষের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটছে। ।
- **গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালিকরণ :** Micro finance institute শুধু ঋণ প্রদান করে না, তারা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে কর্মে উজ্জীবিত করে। বাংলাদেশ আজ যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে তার পেছনে এ খাতের অবদান অনেকখানি। দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতারও অনেক বৃদ্ধি ঘটেছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনপদে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয় এবং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন ধরনের NGO হতে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে তারা তাদের ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফার মাধ্যমে তা পরিশোধ করে থাকে যা ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য একটি অনন্য উদাহরণ।

■ **পুঁজি বিনিয়োগে সুবিধা :** কৃষি ভিত্তিক শিল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, রেশম শিল্প, হিমায়িত খাদ্য (বিশেষত চিংড়ি), পর্যটন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, এর মতো রপ্তানীমুখী শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচন হচ্ছে, এর ফলে অতীতের মহাজনী ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেয়ে পুঁজি বিনিয়োগে দেশীয়রা সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রায় ৭০% এর বেশি অর্থের জোগানদাতা হচ্ছে এসব ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা।

■ **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি :** দেশব্যাপী প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র, হতদরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। এ ক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্ত পরিবারগুলো উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন— হাঁস-মুরগির ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, মাছ চাষ, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে নিজেরাও যেমন স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, তেমনই দেশজ উৎপাদনেও সহায়কশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

■ **সামগ্রিক উন্নয়ন :** গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে দেশের এ উন্নয়ন এখন শুধু সাময়িক উন্নয়ন নয় এ উন্নয়ন হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পুষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, সহমর্মিতার অনুশীলনেও কাজ করছে বিভিন্ন Micro Finance Institute।

ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২৭ আগস্ট, ২০০৬ হতে 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ কার্যকর করেন। এ আইনের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার Microcredit Regulatory Authority (MRA) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরকে পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত আইনের প্রয়োগ এবং ইহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য অথরিটিকে ক্ষমতায়ন এবং দায়বদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশের শীর্ষ ১০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো— ব্র্যাক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS), সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (SSS), সাজেদা ফাউন্ডেশন, উদ্দীপন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন, শক্তি ফাউন্ডেশন।

গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ আইনবলে ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে। এ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে বহুমাত্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের দর্শন ভূমিহীন, বিত্তহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

নেতিবাচক ভূমিকা

ক্ষুদ্রঋণের কিছু নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। প্রথমদিকে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক সমস্যার সম্মুখিন হত। ঋণগ্রহীতাদের সামাজিক সমস্যাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক গঠন ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ভূত। ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর ঋণ গ্রহীতার নতুন এক মানসিক দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হন। ঋণের টাকা যেই ব্যবহার করুক না কেন নারীকেই ঋণের কিস্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ নিয়ে তাদেরকে বেশি দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। এটি যেকোনো অর্থনীতির জন্য একটি ভয়াবহ অশনিসংকেত। ক্ষুদ্রঋণ কার্যসূচির বিষয়ে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো সুদের হার। সুদের হার যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে ও কিস্তির সময়কাল বাড়িয়ে দিলে এই ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৫ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০৩০ সালে দারিদ্র্য ও ভিক্ষুকমুক্ত গ্রাম করতে নীতিমালা জারি করা হয়। এতে বলা হয়, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম থেকে শহর এলাকাকে সুসংগঠিত টেকসই, আত্মনির্ভরশীল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, ভিক্ষুকমুক্ত এলাকায় রূপান্তরের জন্য দৈততা পরিহার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের মত কার্যকর পদ্ধতির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। শত শত বছর ধরে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থনীতিবিদগণ দারিদ্য দূরীকরণে বিভিন্ন মডেল বা কৌশল নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু কোনোটিই বাংলাদেশ উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র ঋণের মতো কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা বা স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। ২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল জয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণের বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনতার বিষয়টি স্পষ্ট এবং ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়টি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- মোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান : ৭২৪টি
- মোট গ্রাহক ও সদস্য : ৪ কোটি ১৯ লাখ জন
- মোট ঋণী সদস্য : ৩ কোটি ২৩ লাখ জন
- মোট নারী ঋণী সদস্য : ৩ কোটি ১৮ লাখ জন
- মোট ঋণ বিতরণ : ২ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা
- মোট ঋণ আদায় : ২ লাখ ৬১ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা
- সঞ্চয় স্থিতি : ৬৬ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা
- ঋণস্থিতি : ১ লাখ ৫৬ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা
- কর্মরত জনবল : ২ লাখ ৬ হাজার জন
- মোট শাখা : ২৫ হাজার ৩৩৬টি।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ আগস্ট ২০২৪]

ইউনেস্কো City of Film ঘোষণা করে ব্রাডফোর্ড শহরকে (২০০৯ সালে)

CS CamScanner

Feature | Three Zero's World and Sustainable Development

Three Zero's World refers to a vision of achieving zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions. This concept aligns with sustainable development goals, focusing on social equity, economic opportunity, and environmental protection. It aims to create a more inclusive, sustainable, and resilient future for all.

Three Zero's

In the pursuit of a more sustainable, equitable and prosperous world, the concept of the Three Zeros World has emerged as a transformative framework for addressing global challenges. The vision of a Three Zeros World was popularized by Nobel laureate and microfinance pioneer Dr. Muhammad Yunus, and it centers around achieving zero poverty, zero unemployment and zero net carbon emissions. This vision aligns closely with the goals of sustainable development, which seek to balance economic growth, social equity, and environmental protection. Together, the Three Zeros World and sustainable development provide a blueprint for creating a more resilient, inclusive, and environmentally conscious global society.

■ Zero Poverty

The first pillar of the Three Zeros World is zero poverty, a goal that directly addresses one of the most pressing challenges facing humanity. Achieving zero poverty requires a multi-faceted approach, including expanding access to education, healthcare, and financial services, as well as creating opportunities for entrepreneurship and social business. Microfinance initiatives, like the Grameen Bank, play a crucial role in lifting people out of poverty by providing small loans to individuals who lack access to traditional financial institutions. Sustainable development, as articulated by the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), also emphasizes poverty eradication as a critical priority. The first SDG aims to 'end poverty in all its forms everywhere,' underscoring the importance of addressing poverty.

■ Zero Unemployment

The second pillar, zero unemployment, aims to create a world where everyone has meaningful and dignified work. High levels of unemployment, particularly among youth, contribute to social instability, poverty, and inequality. To achieve zero unemployment, the focus is on creating opportunities for employment through innovation, entrepreneurship, and social business. In the context of sustainable development, zero unemployment aligns with the SDG of 'decent work and economic growth' (SDG-8), which advocates for inclusive and sustainable economic growth, full employment, and decent work for all. Achieving this goal requires policies that promote job creation, support small and medium sized enterprises (SMEs), and invest in education and skills development.

■ Zero Net Carbon Emissions

The third pillar of the Three Zeros World is zero net carbon emissions, which addresses the urgent need to combat climate change and protect the environment. Achieving zero net carbon emissions means reducing greenhouse gas emissions to the point where any remaining emissions are offset by carbon capture technologies or reforestation efforts. Sustainable development prioritizes environmental protection as a key component, with SDG-13 focusing on 'climate action.' This goal emphasizes the need for urgent measures to combat climate change.

The Role of Social Business in Creating Change

- Redefining Business Purpose : Yunus defines social business as a non dividend company that is created to address social issues rather than maximize profits. The purpose of social business is to solve real world problems, such as poverty, unemployment, and environmental degradation, rather than generating financial returns for shareholders.

যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব ভিক্টোরিয়া ক্রস

- **Social Business as a Tool for Poverty Reduction :** Yunus emphasizes that social businesses can play a critical role in reducing poverty by empowering marginalized groups, particularly women and the poor.
- **Job Creation through Social Entrepreneurship :** Instead of viewing employment as the only path to economic participation, Yunus encourages people to become social entrepreneurs. He believes that entrepreneurship can be the key to eliminating unemployment by fostering self-reliance and innovation. Social businesses not only provide a means for self-employment but also create jobs for others.
- **Social Business and Environmental Sustainability :** Yunus highlights the role of social businesses in addressing environmental issues such as climate change, pollution and resource depletion. He argues that social businesses can lead the way in developing and scaling solutions like renewable energy, sustainable agriculture, and waste management.
- **Changing the Global Economic Paradigm :** Yunus proposes that social businesses represent a new form of capitalism that prioritizes human and environmental well-being over profit. He argues that the traditional capitalist model has failed to address the root causes of poverty and environmental destruction and that social business offers a more humane and sustainable alternative. Yunus argues that this new economic model can reshape the world by prioritizing social goals alongside financial performance.
- **Encouraging a Global Movement :** Yunus advocates for the expansion of social businesses globally, urging individuals, governments, and corporations to join this movement. He believes that by nurturing social businesses, societies can create systemic changes that lead to the Three Zeros (zero poverty, zero unemployment and zero net carbon emissions). Whether starting a social business, investing in them, or supporting them as consumers, Yunus calls on everyone to play a part in driving this change.

The Synergy Between Three Zeros and Sustainable Development

The vision of a Three Zeros World and the principles of sustainable development are deeply interconnected. Both frameworks emphasize the need for systemic change to create a world that is economically viable, socially inclusive and environmentally sustainable. By achieving zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions, we can build a world where human well being and environmental sustainability coexist. Moreover, social business plays a crucial role in both frameworks. Social businesses, which prioritize social and environmental objectives over profit, are key vehicles for achieving the Three Zeros vision. These enterprises address pressing social issues, create jobs and contribute to environmental sustainability, making them essential contributors to the SDGs. Governments, businesses, and civil society must work together to drive this transformation. Policies that promote green technologies, sustainable industries, and inclusive growth are essential to achieving the goals of the Three Zeros World and sustainable development. Furthermore, international cooperation is necessary to ensure that all countries, especially those most vulnerable to poverty and climate change, have the resources and support needed to achieve these goals.

Key Takeaways and Future Vision

Yunus calls for individuals, companies, and governments to take collective responsibility for the world's challenges by creating systems that support zero poverty, zero unemployment and zero carbon emissions. He emphasizes that achieving the Three Zeros is possible with the right approach, mindset, and collaboration. Yunus encourages people everywhere to take initiative and start or support social businesses aimed at solving social and environmental problems. The vision of a Three Zeros World- zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions offers a powerful framework for addressing the challenges of sustainable development. By combining economic empowerment, social justice, and environmental responsibility, this vision paves the way for a more just and sustainable future. Achieving the Three Zeros will require innovation, commitment, and collective action at all levels of society, but it is an essential step toward creating a world that works for everyone.

CamScanner

Short Notes

Generation Z

Generation Z (often shortened to Gen Z), also known as Zoomers, is the demographic cohort succeeding Millennials and preceding Generation Alpha. Researchers and popular media use the mid-to-late 1990s as starting birth years and the early 2010s as ending birth years, with the generation generally being defined as people born from 1997 to 2012. Most members of Generation Z are the children of younger Baby Boomers or Generation X. As the first social generation to have grown up with access to the Internet and portable digital technology from a young age, members of Generation Z, even if not necessarily digitally literate, have been dubbed 'digital natives'. Gen Z Bangladeshis have used their ability to draw attention to their campaign and bring in international actors to the discourse. They receive and process information faster, which has both its advantages and disadvantages. These 'screenagers' have held a principal role in the quota reform movement. They have been successful in mobilising the entire nation's student body, the Bangladeshi diaspora, the generational parents and even the rickshaw pullers in fighting for their cause. Gen Z has now developed their own form of communication, including new words that remain largely foreign to older generations. It cannot be avoided that this generation appears to be more informed and more actionable in their own right.

Ombudsman

An Ombudsman is an independent official, often appointed by the government or parliament, who is tasked with investigating and addressing complaints made by individuals against public authorities or institutions. The role of the Ombudsman is to ensure accountability, fairness, and transparency in public administration. In Bangladesh, the concept of the Ombudsman is enshrined in the Constitution. Article 77 of the Bangladesh Constitution provides for the establishment of an Ombudsman who would have the power to investigate any action taken by a ministry, a public officer, or a statutory public authority. The Ombudsman is usually appointed by the legislature or a similarly independent body and operates without interference from political forces. The types of Ombudsman include the Classical Ombudsman (Public Sector Ombudsman), Human Rights Ombudsman, Corporate Ombudsman, Specialized Ombudsman, Parliamentary Ombudsman, and Military Ombudsman, each focusing on specific areas. Despite its inclusion in the Constitution since its adoption in 1972, the Ombudsman's office has never been effectively operationalized in Bangladesh, though the law exists in theory. The first Ombudsman in the world was established in Sweden in 1809. The Swedish Ombudsman was created to safeguard citizens against the arbitrary actions of the government, setting a precedent that was later adopted by many countries around the world.

Microcredit : A Catalyst for Economic Empowerment

Microcredit, also referred to as microfinancing, is a financial innovation that provides small loans to impoverished individuals or communities who lack access to conventional banking services. The primary objective of microcredit is to help people, especially women, start o expand small businesses, thereby improving their financial independence and lifting themselves out of poverty. The concept of microcredit was popularized by the economis and Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus, who pioneered the practice in Bangladesh in th 1970s. The first instance of microcredit can be traced back to 1976 when Yunus made a smal personal loan of $27 to 42 women in the village of Jobra, Bangladesh. His initiative led t the creation of the Grameen Bank in 1983, which formalized the practice of microcredit an provided a sustainable model for its global replication. Since its inception, microcredit ha expanded globally and is considered a key tool in international development and povert alleviation. The success of the Grameen Bank model led to the rise of numerous microfinanc institutions (MFIs) around the world, such as FINCA, Kiva, and BRAC.

যুক্তরাজ্যের নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার লাভ করে ১৯১৮ সালে

CamScanner

♦ জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯

♦ জন্মস্থান : বরিশাল

♦ আদি নিবাস : বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে (মুন্সীগঞ্জ)

♦ পিতার নাম : সত্যানন্দ দাশ

♦ মাতার নাম : কুসুমকুমারী দাশ

♦ উপাধি : রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, চিত্ররূপময় কবি, নির্জনতার কবি, প্রকৃতির কবি, ধূসরতার কবি, মহাগোধুলির কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি, বিপন্ন বিস্ময়ের কবি, পরাবাস্তববাদী কবি, শুদ্ধতম কবি।

♦ ছদ্মনাম : শ্রী, কালপুরুষ

♦ শিক্ষা জীবন : কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ (১৯১৯) ও ইংরেজিতে এম.এ (১৯২১) পাস করেন।

♦ কর্মজীবন : কলকাতা সিটি কলেজে ১৯২২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন।

– ১৯৩৫ সালে বরিশালের বিএম কলেজে যোগদান করেন।

♦ দেশ ত্যাগ : ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু আগে তিনি সপরিবারে কলকাতা চলে যান।

♦ মৃত্যু : ২২ অক্টোবর ১৯৫৪।

জীবনানন্দ দাশ

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' উল্লিখিত পঙ্ক্তিটি 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের। বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্রবলয় ছিন্নকারী তিরিশের কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ২২ অক্টোবর তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের এবারের এ আয়োজন—

সাহিত্যকর্ম

♦ **কাব্যগ্রন্থ :** ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

♦ **মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ :** রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, সুদর্শনা, আলো পৃথিবী, মনোবিহঙ্গম, অপ্রকাশিত একান্ন, ছায়া আবছায়া

♦ **ছোটগল্প :** জীবনানন্দ দাশের গল্প, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প

♦ **উপন্যাস :** নিরুপম যাত্রা, প্রেতিনীর রূপকথা, বাসমতির উপাখ্যান, মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি, কল্যাণী, আমরা চারজন, জীবন প্রণালী

♦ **প্রবন্ধগ্রন্থ :** কবিতার কথা

♦ **পত্রসাহিত্য :** জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি

♦ **বিখ্যাত কবিতাসমূহ :** আবার আসিব ফিরে, বনলতা সেন, বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি, আকাশলীনা, আট বছর আগের একদিন, হায় চিল, বোধ, ক্যাম্পে, এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, অন্ধকার, তিমির হননের গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পুরস্কার : ১৯৫৩ সালে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত হন • ১৯৫৫ সালে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

মাল্যবান

সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'মাল্যবান' এ কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা না পাওয়া দাম্পত্য জীবনে নিদারুণভাবে অসফল একজন মানুষ মাল্যবান এবং তার বিপরীতমুখী স্বভাবের স্ত্রী উৎপলা। অনেক আশা আর বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পা রাখলেও মাল্যবানের তেমন কিছুই পূরণ হয়নি। তার লেখক জীবন এবং সাহিত্যকর্ম নিয়েও ছিল স্ত্রী লাবণ্য দাশের অনাগ্রহ, বিরক্তি এবং বীতশ্রদ্ধ ভাব। অসুখী দাম্পত্য জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানো মানুষের দুঃখ-বেদনা, হতাশা-গ্লানির কথা আন্তরিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'মাল্যবান' উপন্যাসে।

বিশেষ তথ্য

- প্রথম কবিতা 'বর্ষ-আবাহন' 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।
- প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে।
- বুদ্ধদেব বসু তাকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন।
- অন্নদাশঙ্কর রায় তাকে 'শুদ্ধতম কবি' আখ্যায়িত করেছেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে 'চিত্ররূপময়' অভিধাটি দেন।
- 'রূপসী বাংলার কবি' উপাধি দেন দিলীপকুমার গুপ্ত।
- 'রূপসী বাংলা' কাব্যের কবিপ্রদত্ত নাম ছিল 'বাঙলার ত্রস্ত নীলিমা।'
- তার কবিতার সমালোচক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।
- জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিদেশি গবেষক ক্লিনটন বি সিলির রচিত জীবনানন্দ বিষয়ক বই 'অ্যা পোয়েট আপার্ট'।
- উপন্যাসের ভবিষৎ নিয়ে তার উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ 'The future of the novel'।
- ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ৮ দিন পর হাসপাতালে ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্বের প্রথম স্থায়ী ব্রিটিশ কলোনির নাম জেমস টাউন

CamScanner

প্রাক-বিসিএস পরামর্শ

তৃতীয় পর্ব

দেশে যত ধরনের চাকরি রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এজন্য বিসিএস নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের আগ্রহও বেশি থাকে। তাই BCS সম্পর্কিত নানান বিষয় নিয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো।

প্রস্তুতি

বিসিএস এমন একটি পরীক্ষা, যার প্রস্তুতি কখনো সম্পূর্ণ হবে না। অধ্যবসায় ও ধৈর্য ছাড়া বিসিএস নামক বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। সকল বিষয়ের সমান প্রস্তুতি নিতে হবে। কোনো বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, আবার কোনো বিষয়কে পাশ কাটিয়ে ক্যাডার হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র আপনিই জানেন, আপনার কোন বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে।

মনোদৈহিক

বিসিএস শুধু একটি পরীক্ষা না, একটি সাইকোলজিক্যাল গেম। সব দিক থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথমেই বিসিএস ক্যাডার হওয়ার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, কারণ এটি প্রার্থীকে নার্ভাস করে দেয়, যার ফলে মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করে না। মনে রাখবেন, আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিসিএস ক্যাডারের মূল্য অনেক বেশি, আপনাকে অবশ্যই ক্যাডার হতে হবে, কিন্তু না হলেও জীবন তার গতিতে চলবে। পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতার দিকেও নজর দিতে হবে। নিয়মিত গোসল, হালকা ব্যায়াম, পরিমিত ঘুম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখবেন, দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকলেই কেবল আপনার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারবে।

প্রিলিমিনারি

বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবছর ১৭০০-২৫০০ ক্যাডার পদের বিপরীতে আবেদন পড়ে তিন থেকে চার লাখ। এ বিপুলসংখ্যক প্রার্থী থেকে লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করতে সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করার জন্য আপনি যদি একটু কৌশলী হন, তাহলেই আপনার জন্য প্রিলি পাস করা সহজতর হবে। ২০০ নম্বরের মধ্যে ৪০% নম্বর বিগত প্রশ্নগুলো থেকে হুবহু কমন পাওয়া যাবে। কাজেই খুব ভালো করে বারবার রিভিশন দিতে হবে। ২০% প্রশ্ন মোটামুটি ব্যান্ডনিউ হবে, এর জন্য যে কোনো পড়া বুঝে পড়তে হবে।

- **বাংলা : ৩৫ ➤** প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ব্যাকরণ অংশে থেকে ১৫ এবং সাহিত্য থেকে ২০ নম্বর আসে। ভাষা অংশের জন্য নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ খুব ভালো করে রিভিশন দিতে হবে। পাশাপাশি বানান ও বাক্যশুদ্ধি, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, সন্ধি, সমাস, বিরামচিহ্ন, বচন, দ্বিরুক্তি শব্দ, ণত্ব-ষত্ব বিধান ভালো করে পড়তে হবে। সাহিত্য থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে গতানুগতিক কিছু প্রশ্ন এবং আধুনিক যুগ থেকে ১১ জন কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে।
- **ইংরেজি : ৩৫ ➤** ইংরেজি গ্রামার অংশ থেকে ২০ এবং সাহিত্য অংশ থেকে ১৫ নম্বর আসে। গ্রামার অংশ থেকে Parts of speech, Idioms and phrases, Clauses, Corrections, Sentence transformations, Synonyms, Antonyms, Spellings'র ওপর জোর দিতে হবে এবং ইংরেজিতে দুর্বলতা থাকলে বিগত প্রশ্নগুলো বারবার রিভিশন দিতে হবে। সাহিত্য অংশ থেকে মুখস্থ করা ছাড়া উপায় নেই। Period of English literature, Quotations, William Shakespeare সহ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা, রচনার বিষয়বস্তু ভালো করে পড়তে হবে।
- **গাণিতিক যুক্তি : ১৫ ➤** বীজগণিত ও জ্যামিতির ওপর জোর দিতে হবে। পাটিগণিত অংশ থেকে শুধু বিগত সালের প্রশ্নগুলো চর্চা করলেই হবে। কোনো শর্টকাট পদ্ধতি অবলম্বন না করে পুরো অঙ্ক বুঝে করতে হবে তাহলে নিজের ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শর্টকাট বের হয়ে আসবে। পাশাপাশি সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান, সম্ভাব্যতা দেখতে হবে।
- **মানসিক দক্ষতা : ১৫ ➤** মানসিক দক্ষতা নির্ভর করবে বিসিএসের সামগ্রিক প্রস্তুতির ওপর। সব বিষয়ের প্রস্তুতি ভালো হলে মানসিক দক্ষতাও ভালো হবে। এ অংশের প্রশ্নগুলোকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা করে পড়তে হবে। বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে পড়লেই ভালো করা যাবে।
- **সাধারণ বিজ্ঞান : ১৫ ➤** সাধারণ বিজ্ঞান অংশ থেকে প্রশ্ন অনেকটাই গতানুগতিক হয়। ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান থেকে ৫ নম্বর করে থাকবে। বিগত সালের প্রশ্ন বুঝে পড়লে ভালো করা যাবে।
- **কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি : ১৫ ➤** কম্পিউটার অংশ থেকে ১০ এবং তথ্যপ্রযুক্তি থেকে ৫ নম্বর থাকবে। কম্পিউটারের অঙ্গ সংগঠন, প্রকারভেদে, অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রাম, ভাইরাস ইত্যাদি ভালো করে পড়তে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি থেকে সেলুলার ডাটা নেটওয়ার্ক (3G, 4G, 5G) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (LAN, MAN, WiFi, WiMax) সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, তথ্যপ্রযুক্তির জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর দিতে হবে।

সেন্ট হেলেনা দ্বীপ যুক্তরাজ্যের অধীনে

■ **বাংলাদেশ বিষয়াবলি : ৩০ ▶** প্রাচীন ও সমসাময়িককালের ইতিহাস থেকে গতানুগতিক প্রশ্নগুলো পড়লেই হবে। ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু, সংবিধান সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতে হবে। জনশুমারি, উপজাতি, ফসলের উন্নত জাত, অর্থনৈতিক সমীক্ষার পাশাপাশি সাম্প্রতিক (ফুটবল, ক্রিকেট, নোবেল পুরস্কার)-এর ওপর নজর দিতে হবে।

■ **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি : ২০ ▶** বিশ্বের চলমান ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করে পড়তে হবে।

■ **নৈতিকতা ও সুশাসন : ১০ ▶** এ অংশ থেকে শুধু বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে পড়তে হবে এবং নতুন কোনো প্রশ্ন এলে যৌক্তিক ব্যাখ্যা করে উত্তর দিতে হবে। ৬-৭ নম্বর খুব সহজেই পাওয়া যাবে।

■ **ভূগোল : ১০ ▶** বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অংশের ভালো প্রস্তুতি থাকলে ২-৩ নম্বর ওখান থেকেই কমন পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক ঘটনার দিকে নজর দিতে হবে।

১৩০ নম্বরের প্রস্তুতি

পরীক্ষার প্রশ্নভেদে কাটমার্কস ৯৮-১২৬ পর্যন্ত হতে পারে। তাই আপনি ১৩০ টার্গেট করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

♦ **৭০ নম্বরের মধ্যে ৪৪ পাওয়ার কৌশল :** এ ধাপে ৭০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি অংশকে রেখেছি। বাংলা ব্যাকরণে সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, বাগধারা, এককথায় প্রকাশ, শব্দের প্রকারভেদ, সমাস, সন্ধি, প্রতিশব্দ ইত্যাদি থেকে কমন পাবেন। এ অংশে ১৫ নম্বরের মধ্যে ৯ নম্বর পাওয়ার আশা রাখতে পারেন। ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ বই এক্ষেত্রে অবশ্য পাঠ্য। আর সাহিত্য অংশে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ৫ ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের ১৫ মিলে মোট ২০ নম্বরের মধ্যে ১৩ নম্বর পাওয়ার আশা করতে পারবেন। আর আধুনিক যুগের পিএসসি নির্ধারিত সাহিত্যিকদের পাশাপাশি যত বেশি সম্ভব লেখকের লেখা সম্পর্কে ধারণা নিন। বিসিএস পরীক্ষার আগের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করলে বারবার আসা প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন। যেমন— Vocabulary, Determiner, Preposition, Gender, Number, Voice, Narration, Noun, Phrase and idioms, Conditional sentence, Clause এবং Phrase এগুলো থেকে অনেক প্রশ্ন আসে। এ অংশে ১৪ এবং সাহিত্যে ৮ মার্ক হতে পারে আপনার টার্গেট। সাহিত্যের বিগত প্রশ্নগুলো থেকেই আপনি ৭-৮ মার্ক কমন পাবেন।

♦ **৬০ নম্বরের মধ্যে ৪০ পাওয়ার কৌশল :** বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০ নম্বরের মধ্যে ২০ নম্বর পাওয়ার আশা করতে হবে। আগের বছরের প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়লে, সংবিধান, ভৌগোলিক বিষয়, কৃষি, বাজেট, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সরকারব্যবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ, ছয় দফা ও আগের ধাপ ইত্যাদি কিছু জনপ্রিয় বিষয় পড়লে কমন পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০ নম্বরের মধ্যে ১৩ নম্বর পাওয়ার আশা করতে পারেন। আগের বছরের প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি রাজধানী, আইনসভা, গোয়েন্দা সংস্থা ও বর্তমান বিশ্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করুন। ভূগোলে অল্প পরিশ্রমে ১০ নম্বরের মধ্যে ৭ নম্বর পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ৯ম-১০ম শ্রেণির ভূগোল বই থেকে প্রস্তুতি নিতে পারেন।

♦ **৬০ নম্বরের মধ্যে ৪২ পাওয়ার কৌশল :** গাণিতিক যুক্তি, মানসিক দক্ষতা, সাধারণ বিজ্ঞান ও কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি এ চারটি বিষয়ে মোট ৬০ নম্বরের মধ্যে আপনি একটু পরিশ্রম করলে ৪২ পেয়ে যাবেন। গণিতে বেশি বেশি অনুশীলনের বিকল্প নেই। বিসিএসে বরাবরই সংখ্যা, লসাগু, গসাগু, মুনাফা, সূচক ও লগ, ধারা, জ্যামিতিক কৌশল, বিন্যাস ও সমাবেশ— এ বিষয়গুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। মানসিক দক্ষতায় যত বেশি অনুশীলন করবেন, তত বেশি নম্বর পাবেন। এ অংশে ভালো করার জন্য নিজের কমন সেন্স ও মাথা ঠাণ্ডা রাখলেই চলবে। *[সংগৃহীত ও পরিমার্জিত]*

বিশেষ পরামর্শ

♦ প্রিলিমিনারিতে ভালো করতে প্রতিদিন অন্তত দুটি মডেল টেস্ট দেবেন। এক্ষেত্রে মডেল টেস্ট বই বা অনলাইন অ্যাপসের সহায়তা নিতে পারেন। মডেল টেস্টগুলোতে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মডেল টেস্টে পাওয়া নম্বর বিশ্লেষণ করবেন। কোন বিষয়ে কত পেলেন, কতগুলো নেগেটিভ দাগালেন, আন্দাজে দাগালে কেমন ভুল যাচ্ছে, কোন বিষয়ে ভালো পারেন আর কোন বিষয় আপনার দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করুন।

♦ প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ মিনিট করে পত্রিকা পড়বেন। অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে যতটা বেশি সম্ভব পড়ার টেবিলে থাকুন। পড়ার টেবিলের সামনে একটি বিশ্ব ম্যাপ রাখুন। অবসর সময়ে চোখ বুলাবেন। সাত থেকে আট বছরের সব ব্যাংক, বিমা, গ্যাস কোম্পানি, সামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা, এনএসআই, দুদক, বিএসটিআই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করবেন। এগুলো ভালোভাবে পড়লে প্রায় ৮০টি প্রশ্নের সমাধান করা যায়।

♦ দৈনিক রুটিন করে ১০-১২ ঘণ্টা পড়তে হবে। কোনো বিষয়ে ঘাটতি থাকলে সেখানে জোর দিতে হবে, অধিকাংশ সময় পুরানো পড়া রিভিশন দিতে হবে এবং এ সময় খুব প্রয়োজন মনে না হলে নতুন কিছু পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

'লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড' যুক্তরাজ্যে অবস্থিত

CamScanner

PSC নন-ক্যাডার লিখিত মডেল

টেকনিক্যাল (৯ম-১৩তম গ্রেড)

বাংলা | মান-৪০

১. যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন : ১৫

ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান।

খ. তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি ও বাংলাদেশ।

২. সারমর্ম লিখুন : ০৫

স্বাধীনতা স্পর্শমনি সবাই ভালোবাসে
সুখের আলো জ্বলে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ,
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয় তলে,
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পভরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

৩. মশক নিধনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে আপনার এলাকায় মেয়রের কাছে একটি পত্র লিখুন।

৪. বাংলায় অনুবাদ করুন : ০৫

A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teacher. A good teacher makes lesson interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident.

অনুবাদ : একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম। বাংলাদেশের ভালো শিক্ষক প্রয়োজন। একজন ভালো শিক্ষক পাঠকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন রাখেন। তিনি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসীও করে তোলেন।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : ১৫

ক. কোন কোন পদের ওপর সাধু ও চলিত রীতির বাক্যগঠন নির্ভর করে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

খ. সংজ্ঞা লিখুন : i) পদ ii) উপসর্গ

গ. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন

i. গাছে তুলে মই কাড়া ii. জইফি হাল iii. দু নৌকায় পা iv. ছিটকে পড়া v. পাগলা ঘণ্টি।

ENGLISH | Marks-40

1. Write an essay on the following topics : 15
   a. Earthquakes
   b. Library
   c. Online business in Bangladesh
2. Write a letter to your mother expressing your excitement and joy of getting a good job. 05
3. এ অংশে একটি Passage এবং সেটির ওপর ৫টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। Passage-টির সাপেক্ষে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। 05
4. Re-write the following sentences using the right form of verbs in brackets : 05
   a. Who will help me. (Passive)
   b. My friend said to me, 'Don't forget me.' (Indirect speech)
   c. The pen is mightier than the sword. (Positive degree)
   d. A rolling stone gathers no moss. (Complex sentence)
   e. Only Allah can help us. (Negative sentence)
5. Fill in the blanks with appropriate preposition. 05
   a. Our teacher infused a new spirit— us.
   b. She leaned— the wall for support.
   c. I am sanguine— your success.
   d. He confided his secrets —a friend.
   e. Be zealous— a good cause.
6. Make sentence with meaning. 05
   Black art, Blow hot and cold, Abode of God, At one go, At sea.

সাধারণ জ্ঞান | মান-৪০

■ বাংলাদেশ বিষয়াবলি; মান-১৫

১. কোন সালে বাংলাদেশের প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

২. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন কে?
উত্তর : অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী।

৩. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কোন তারিখে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : ৩০ অক্টোবর ২০১৭।

৪. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় মোবাইল ব্রাউজারের নাম কী?
উত্তর : তর্জনী।

৫. বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতালের নাম কী?
উত্তর : জীবন তরী।

৬. ভারতের সাথে বাংলাদেশের কতটি সীমান্তবর্তী জেলা রয়েছে?
উত্তর : ৩০টি।

৭. শান্তিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কোন পদক লাভ করেন?
উত্তর : জুলিও কুরি শান্তি পদক।

৮. কবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে?
উত্তর : ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯।

৯. আয়তনের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন কোনটি?
উত্তর : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।

১০. বাংলাদেশের সংবিধানের কয়টি অনুচ্ছেদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিষয় উল্লেখ রয়েছে?
উত্তর : ২৭-৪৪ নং মোট ১৮টি অনুচ্ছেদে ১৮টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

১১. ঐতিহাসিক ৬ দফা মূলত কী ধরনের কর্মসূচি ছিলো?
উত্তর : ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ছিলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির অধিকার।

CamScanner

■ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; মান-১৫

১. ASEAN-ভুক্ত যেকোনো ৫টি দেশের নাম লিখুন।
উত্তর : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ASEAN-এর সদস্য দেশ ১০টি। এর মধ্যে ৫টির নাম— মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া।

২. কিয়োটো প্রটোকলের মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : কিয়োটো প্রটোকল হলো ভূ-মণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধবিষয়ক প্রটোকল। এ প্রটোকলের মূল লক্ষ্য বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে উন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউজ গ্যাসের যৌথ নিঃসরণ হ্রাস করবে।

৩. জাতিসংঘের প্রস্তাবক কে ছিলেন এবং এর মূলমন্ত্র কী ছিল?
উত্তর : জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। এর মূলমন্ত্র হলো 'এ পৃথিবী আপনার'।

৪. 'লাইন অব কন্ট্রোল' কী?
উত্তর : ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখা হচ্ছে 'লাইন অব কন্ট্রোল' বা LoC। এটি কাশ্মীরের পাকিস্তান ও ভারতে সীমান্ত বরাবর কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ রেখা।

৫. BRICS কোন ধরনের জোট? কোন কোন দেশের সমন্বয়ে এটি গঠিত?
উত্তর : এটি একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট। BRICS ব্রাজিল (B), রাশিয়া (R), ভারত (I), চীন (C), দক্ষিণ আফ্রিকার (S) আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে নামকরণকৃত।

৬. জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা কয়টি?
উত্তর : ৬টি (আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, মান্দারিন, রুশ ও স্প্যানিশ।

৭. G7 কবে গঠিত হয় এবং দেশগুলো কী কী?
উত্তর : G7 এর পূর্ণরূপ : Group of 7। এটি গঠিত হয় ২৫ মার্চ ১৯৭৫। এ জোটের সদস্য ৭টি দেশ হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি।

■ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; মান-১০

১. সাইক্লোন ও সুনামির মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন।
উত্তর : 'সাইক্লোন' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ kyklos থেকে, যার অর্থ কুণ্ডলী পাকানো সাপ। সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড়কে সাইক্লোন বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় হলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় বা বায়ুমণ্ডলীয় একটি উত্তাল অবস্থা, যা বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণায়মান গতির ফলে সংগঠিত হয়। পক্ষান্তরে, সুনামি জাপানি শব্দ। 'সু' অর্থ বন্দর আর 'নামি' অর্থ ঢেউ। সুনামি অর্থ বন্দরের ঢেউ। সমুদ্রের তলদেশে কম্পনের ফলে ওপরের জলভাগে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হলে একে সুনামি বলে।

২. Black hole বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : 'Black hole' শব্দের অর্থ কালো গর্ত বা কৃষ্ণগহ্বর। এটি হলো সূর্যের ভরের তিন গুণ ভারী নক্ষত্রগুলোর পতিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। অর্থাৎ কোনো বড় তারা (নক্ষত্র) দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ে নিজের কেন্দ্রে জড়ো হয়ে ব্ল্যাক হোলের উদ্ভব ঘটে।

৩. কোন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো পাটের জিনোম সিকোয়েন্সি করেন? এই জাতের নাম কী?
উত্তর : ড. মাকসুদুল আলম (তোষা পাট)।

৪. বায়ুমণ্ডলের কয়টি স্তর রয়েছে ও কী কী?
উত্তর : বায়ুমণ্ডলের স্তরকে সাধারণত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. ট্রপোমণ্ডল ২. স্ট্রাটোমণ্ডল ৩. মেসোমণ্ডল ও ৪. তাপমণ্ডল। তাপমণ্ডল আবার আয়নোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ার নিয়ে গঠিত।

৫. ডেটাবেজ সিস্টেম (Database system) কী?
উত্তর : এক বা একাধিক সম্পর্কযুক্ত কিছু ডেটা বা উপাত্ত নিয়ে গঠিত টেবিল বা ফাইলের সমষ্টিকেই ডেটাবেস বলে। ডেটাবেসের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সুসংগঠিতভাবে বিন্যাস, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, হালনাগাদ ও ব্যবহার করা হয়।

৬. ফাইবার অপটিক কী?
উত্তর : ফাইবার অপটিক সিলিকা ঘটিত কাচ ও প্লাস্টিক ফিলামেন্ট দ্বারা গঠিত চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম তার, যার মাধ্যম ডিজিটাল তথ্য আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে অধিক দূরে পাঠানো যায়।

৭. কীসের অভাবে রাতকানা ও গলগণ্ড রোগ হয়?
উত্তর : রাতকানা রোগ ভিটামিন 'এ' এর অভাবে এবং গলগণ্ড রোগ 'আয়োডিনের' অভাবে হয়।

টেকনিক্যাল (নার্সিং) । মান-৮০

ক. 'নার্সিং একটি মহৎ পেশা'— ব্যাখ্যা করুন।
খ. একজন সেবিকা হিসেবে আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করুন।
গ. অপারেশন থিয়েটারে একজন নার্সের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
ঘ. কয়েকটি I/V (Intra Venous) fluid এর নাম লিখুন।
ঙ. কীভাবে রক্তশূন্যতা দূর করা যায়?
চ. ডায়াবেটিস কী এবং কত প্রকার?
ছ. ডায়াবেটিস রোগীকে কীভাবে সচেতন করবেন?
জ. ICU, CCU ও OPD কী?
ঝ. একজন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর সঙ্গে আপনি কীভাবে আচরণ করবেন?
ঞ. অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার আগে রোগীকে কীভাবে প্রস্তুত করতে হয়?
ট. রক্তশূন্যতা বলতে কী বোঝায়?
ঠ. আমাদের দেশে রক্তশূন্যতার কারণ কী?
ড. PPE (Personal Protection Equipment) বলতে কী বোঝায়?
ঢ. COVID-19 এর প্রাদুর্ভাব এর সময় জনগণকে কীভাবে সচেতন করতে হয়?
ণ. COVID-19 এর টীকাগুলোর নাম লিখুন।
ত. জটিল ডায়াবেটিসের উপসর্গগুলো কী?
থ. একজন অজ্ঞান রোগীর চিকিৎসায় তাৎক্ষণিক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?
দ. কী কী কারণে একজন মানুষ অজ্ঞান হতে পারে?
ধ. Vital Signs বলতে কী বোঝায়?
ন. ৫ বছর বয়স পর্যন্ত কী কী টীকা দেওয়া হয়?
প. বুস্টার (Booster) dose বলতে কী বোঝায়?

CamScanner

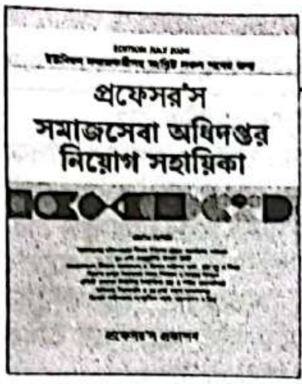

ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরে ১৬তম গ্রেডে স্থায়ী ভিত্তিতে ২০৯ জন ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। এ নিয়োগ প্রস্তুতিকে শাণিত করতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

বাংলা-৩০

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : ৫

উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ • বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয় • উদ্ধার = উৎ + হার • স্বাগত = সু + আগত • গবেষণা = গো + এষণা

২. এককথায় প্রকাশ করুন : ৫

যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে — প্রোষিতভর্তৃকা
একই মায়ের সন্তান — সহোদর
যে উপকারীর অপকার করে — কৃতঘ্ন
একই সময়ে বর্তমান — সমসাময়িক
যা লোকে বিদিত নয় — অবিদিত

৩. অর্থসহ বাক্য রচনা করুন : ৫

✓ লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) : ভেতরে যাই থাকুক না কেন, সে আচরণে বেশ লেফাফা দুরস্ত।
✓ রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুড়ির বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে।
✓ মাছের মা (নির্মম) : ফুলকির নিজের সন্তানের ওপর দয়ামায়া নেই, সে যেন মাছের মা।
✓ ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার) : ব্রজবাবু টাকা দান করেছেন! এ ব্যাঙের সর্দি ছাড়া আর কী?

৪. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন : ৫

ক. জনে জনে জিজ্ঞাসা করো— কর্মে ৭মী।
খ. গরু দুধ দেয়— কর্তৃকারকে শূন্য।
গ. ক্ষুধার্তকে খাবার দাও— সম্প্রদানে ২য়া।
ঘ. তিনি কাল আসবেন— অধিকরণে শূন্য।
ঙ. আমরা কানে শুনি— করণে ৭মী।

৫. ভাবসম্প্রসারণ করুন : ১০

দুঃখের মতো এত বড় পরশ পাথর আর নেই *(নিজে করুন)*।

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বিজয়ী কতিপয় সাহিত্যিক

নাম	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার	একুশে পদক	স্বাধীনতা পুরস্কার
বেগম সুফিয়া কামাল	১৯৬২	১৯৭৬	১৯৯৭
সৈয়দ শামসুল হক	১৯৬৬	১৯৮৪	২০০০
সিকানদার আবু জাফর	১৯৬৬	১৯৮৪	১৯৯৯
শহীদুল্লা কায়সার	১৯৬৯	১৯৮৩	১৯৯৮
শামসুর রাহমান	১৯৬৯	১৯৭৭	১৯৯১
হাসান আজিজুল হক	১৯৭০	১৯৯৯	২০১৯
জহির রায়হান	১৯৭১	১৯৭৭	১৯৯২

ENGLISH-৩০

৬. Write a paragraph on 'Our Liberation War'. *(নিজে করুন)*। 10

৭. Fill in the blanks with appropriate prepositions : 5

a. I was accompanied — my friends.
b. He is superior — me.
c. Dhaka is situated — the bank of the river Buriganga.
d. Please come alone — all relevant papers.
e. We should take care — our health.

Ans : (a) by; (b) to; (c) on; (d) with; (e) of.

৮. Translate into English : 10

a. সে বাড়ি যায়— He goes home.
b. মেয়েটি নাচতে নাচতে চলে গেল— The girl went away dancing.
c. আমি চা অপেক্ষা দুধ বেশি পছন্দ করি— I prefer milk to tea.
d. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা— A bad workman quarrels with his tools.
e. সূর্য কী আমাদের কিরণ দেয় না?— Does the sun not give us light?
f. যেতে চাও যাও— Go if you want.
g. সুন্দরবন দেশের দক্ষিণে অবস্থিত— Sundarban is situated in the south of Bangladesh.
h. আমি যদি ভালো খেলোয়াড় হতাম— I wish I were a good player.
i. আমি দুই ঘণ্টা যাবত পড়ছি— I have been reading for two hours.
j. সাকিব বাংলাদেশের ব্রাডম্যান— Shakib is the Bradman of Bangladesh.

৯. Make sentences with : 10

✓ Skin and bone (অস্থি চর্মসার) : Dysentery has made him skin and bone.
✓ Take after (অনুরূপ/সদৃশ) : She takes after her mother.
✓ Ways and means (উপায়) : He tried heart and soul to find out ways and means of earning.
✓ Red handed (হাতে নাতে) : The police caught the thief red handed.
✓ Look after (দেখাশোনা করা) : I look after my parents.

CamScanner

গণিত-২০

১০. বার্ষিক শতকরা ৬$\frac{১}{২}$ টাকা হার সুদে কত টাকার ৩ বছর ৪ মাসে সুদে-আসলে ৭৮৮.৪০ টাকা হবে? ১০

সমাধান :
১০০ টাকার ১ বছর বা ১২ মাসের সুদ ৬$\frac{১}{২}$ বা ৬.৫ টাকা

∴ ১০০ " ৩ " ৪ মাস বা ৪০ " $\frac{(৬.৫ \times ৪০)}{১২}$ "

= ২১.৬৬ টাকা।

আসল ১০০ টাকা হলে ৪০ মাসের সুদাসল (১০০ + ২১.৬৬) টাকা = ১২১.৬৬ টাকা।

এখন, ১২১.৬৬ টাকা সুদাসল হলে আসল ১০০ টাকা

∴ ১ " " " " " $\frac{১০০}{১২১.৬৬}$ "

∴ ৭৮৮.৪০ " " " " $\frac{১০০ \times ৭৮৮.৪০}{১২১.৬৬}$ "

= ৬৪৮ টাকা

উত্তর : আসল ৬৪৮ টাকা।

১১. যদি $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হয়, তবে ab এর মান কত? ৫

সমাধান : আমরা জানি,

$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

$\Rightarrow 513 = 3^3 + 3ab.3$

$\Rightarrow 513 = 27 + 9ab$

$\Rightarrow 9ab = 513 - 27$

$\Rightarrow ab = \frac{486}{9}$

$\therefore ab = 54$ (Ans.)

১২. সংজ্ঞা লিখুন : ৫

ক. মৌলিক সংখ্যা : যে সংখ্যাগুলোকে ১ এবং সেই সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোনো পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা হয় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন– ২, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি।

খ. ট্রাপিজিয়াম : যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুটি বিপরীত বাহু তীর্যকভাবে থাকে এবং অপর দুটি বাহু সমান্তরাল কিন্তু অসমান তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে।

সাধারণ জ্ঞান-২০

১৩. টীকা লিখুন : ৫

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন *(নিজে করুন)*।

১৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ১০

ক. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কবে?
উত্তর : ১০ জানুয়ারি।

খ. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?
উত্তর : রাষ্ট্রপতি।

গ. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কত তারিখ?
উত্তর : ৩ ডিসেম্বর।

ঘ. ইতালির মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : ইউরো।

ঙ. যুক্তরাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম কী?
উত্তর : কমন্স সভা (House of Commons)।

চ. নিকারাগুয়ার রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : ম্যানাগুয়া।

ছ. পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ কোনটি?
উত্তর : ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথ।

জ. বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কোনটি?
উত্তর : সুন্দরবন।

ঝ. পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।

১৫. পূর্ণরূপ লিখুন : ৫

AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome.

NATO : North Atlantic Treaty Organization.

RAM : Random Access Memory.

IBRD : International Bank for Reconstruction and Development.

BRRI : Bangladesh Rice Research Institute.

ইউনিয়ন সমাজকর্মী

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সর্বনিম্ন স্তরে সেবামূলক কাজের বাস্তবায়নকারীকে ইউনিয়ন সমাজকর্মী বলা হয়।

ইউনিয়ন সমাজকর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সমাজসেবা অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রতিটি সেবা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ কার্যালয়ের সেবা মাঠ পর্যায়ে বিস্তার এবং বাস্তবায়ন করাই ইউনিয়ন সমাজকর্মীর মূল কাজ।
- এসিড দগ্ধ জনগণদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি/ উপবৃত্তি প্রদান করার কাজে সহায়তা প্রদান করা।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে অস্বচ্ছল, বয়স্ক, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান করা এবং তার তালিকা প্রণয়নে সাহায্য করা।
- উপজেলা হাসপাতালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কিছু শাখা রয়েছে যেখানে ইউনিয়ন সমাজকর্মীর সাধারণ কিছু কাজ রয়েছে। যেমন— রোগীরা যেন হয়রানির শিকার না হয়, তা তদারকি করা। এছাড়াও অস্বচ্ছল রোগীদের ঔষধ আনয়নে সহযোগিতা করা।

CamScanner

গণিত

✓ ০.৪ × ০.০২ × ০.০৮ এর সমাধান— ০.০০০৬৪।

✓ $\frac{.১\times.০১\times.০০১}{.২\times.০২\times.০০২}$ এর মান— $\frac{১}{৮}$।

✓ ২৫ থেকে ৫৫ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা— ৭টি।

✓ $\frac{১}{২}, \frac{৫}{৬}, \frac{৩}{৪}, \frac{৫}{১২}$ এর গড়— $\frac{৫}{৮}$।

✓ দুটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তর ৪৭ হলে সংখ্যা দুটি— ২৩ ও ২৪।

✓ দুটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. ৯৬ হলে গ.সা.গু.— ১৬।

✓ $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান—0।

✓ ১ বর্গ ইঞ্চিতে— ৬.৪৫ বর্গ সে.মি.।

✓ $\frac{x}{x-5} + \frac{x}{x+2} = 2$ হলে x এর মান— $(-\frac{20}{3})$।

✓ $x + y = 12$ ও $x - y = 2$ হলে, xy এর মান—35।

✓ $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে, $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান— 119।

✓ কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির সমষ্টি— ৩৬০°।

✓ একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল— $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$।

✓ একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 2 : 3 : 4 হলে, বৃহত্তম কোণের পরিমাণ— 80^0।

✓ একটি রেখাংশের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র ঐ রেখাংশকে এক-তৃতীয়াংশের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের— ৯ গুণ।

✓ $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান—0।

✓ দুটি দ্রব্যের মূল্যের অনুপাত ৫ : ৭। দ্বিতীয়টির মূল্য ১৭.৮৫ টাকা হলে, প্রথমটির মূল্য— ১২.৭৫ টাকা

✓ $x^2 + y^2 = 34$ এবং $xy = 15$ হলে $(x - y)^2$ এর মান—4।

✓ ১-১০০ পর্যন্ত মোট মৌলিক সংখ্যা— ২৫টি।

✓ $3^{x+2} = 81$ হলে x এর মান—2।

✓ $2^x = \frac{1}{16}$ হলে, x এর মান—(−4)।

✓ $Log_5 x = 2$ হলে x এর মান— 25।

✓ সন্নিহিত সরলকোণের একটি ৯৫° হলে অন্যটি— ৮৫°।

✓ $\frac{Q}{P} = \frac{1}{4}$ হলে, $\frac{P+Q}{P-Q}$ এর মান— $\frac{5}{3}$।

✓ সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা ৬ সেমি হলে ক্ষেত্রফল— $\sqrt{3}$ বর্গ সেমি।

✓ $Log_5 \sqrt[3]{5}$ এর মান— $\frac{1}{3}$।

✓ ০.০১ এর ১% হবে— ০.০০০১।

✓ 1^0 সমান— $\frac{\pi}{180}$ রেডিয়ান।

✓ একটি সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোণদ্বয়ের পার্থক্য 6^0 হলে ক্ষুদ্রতম কোণের মান— 42^0।

✓ $\frac{2^{x+4} - 4 \times 2^{x+1}}{2^{x+2} \div 2}$ এর মান—4।

সাধারণ জ্ঞান

✓ অগ্নিনির্বাপক গ্যাস— কার্বন ডাই-অক্সাইড।

✓ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি— হামিদুর রহমান।

✓ তামাকে সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত বস্তু— নিকোটিন।

✓ 'ভেটো' শব্দের অর্থ— আমি মানি না।

✓ GMT হলো— পৃথিবীর মান মন্দির।

✓ মুজিবনগর এর পূর্বনাম— বৈদ্যনাথতলা।

✓ সংসদ ভবনের স্থপতি— লুই আই কান।

✓ বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়— ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।

✓ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার— কামরুল হাসান।

✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র— হালদা নদী।

✓ তিয়েন আনমেন স্কোয়ার অবস্থিত— বেইজিং, চীন।

✓ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়— ১০ এপ্রিল।

✓ ভোমরা স্থলবন্দরের অবস্থান— সাতক্ষীরা।

✓ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি— সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

✓ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত— নওগাঁ জেলায়।

✓ আয়তনে পৃথিবীর বৃহৎ দেশ— রাশিয়া।

✓ আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথককারী প্রণালি— জিব্রাল্টার।

✓ BIMSTEC একটি— অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

✓ CIRDAP-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— ঢাকা।

✓ জাপানের মুদ্রার নাম— ইয়েন।

✓ সুয়েজ খালের অবস্থান— মিসর।

✓ সুষম খাদ্যের উপাদান— ৬টি।

✓ পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের রক্তের পরিমাণ— ৫-৬ লিটার।

✓ চর্মরোগ হয়— ভিটামিন সি'র অভাবে।

✓ হাঁটুতে কান থাকে— ফড়িংয়ের।

✓ প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান— মিথেন।

✓ সারা বছর দিন-রাত্রি সমান থাকে— বিষুবীয় অঞ্চলে।

✓ জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন— ট্রিগভেলি।

✓ ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার নাম— মোসাদ।

✓ দুই মহাদেশে বিস্তৃত শহর— ইস্তানবুল।

✓ দুধে যে এসিড থাকে— ল্যাক্টিক।

✓ তেঁতুলে যে এসিড থাকে— টারটারিক এসিড।

✓ যে দেশ বাংলা ভাষাকে ২য় ভাষার মর্যাদা দেয়— সিয়েরা লিয়ন।

✓ ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন— ২০০৬ সালে।

✓ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল লাভকারী প্রথম বাংলাদেশি— ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

✓ UNESCO'র বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির (WHC) ৪৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়— ভারতের নয়াদিল্লিতে।

✓ Pearl of Africa বলা হয়— উগান্ডাকে।

✓ পাতাগোনিয়া মালভূমি অবস্থিত— আর্জেন্টিনায়।

✓ ভারতের লোকসভার সদস্য সংখ্যা— ৫৪৫টি।

CamScanner

লিখিত প্রস্তুতি
১৩-২০তম গ্রেড

। অফিস সহকারী। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
। কম্পিউটার অপারেটর। অফিস সহায়ক
। উচ্চমান সহকারী। পরিসংখ্যান সহকারী
। হিসাব সহকারী। সাঁটমুদ্রাক্ষরিক। হিসাবরক্ষক
। কার্যসহকারীসহ বিভিন্ন পদের জন্য

বাংলা

১. যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
উত্তর : অসমাপিকা ক্রিয়ার সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন— মরে যাওয়া, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

২. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখুন।
ক. তুলনামূলক = তুলনা মূলে যার (বহুব্রীহি সমাস)
খ. মধ্যবিত্ত = মধ্য (মধ্যম) বিত্ত যার (বহুব্রীহি সমাস)
গ. শশব্যস্ত = শশকের মতো ব্যস্ত (উপমান কর্মধারয় সমাস)
ঘ. দ্বীপ = দু'দিকে অপ যার (নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস)
ঙ. চৌকাঠ = চৌ কাঠ রয়েছে যার (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি)

৩. অর্থসহ বাক্য গঠন করুন
ক. শিয়ালের যুক্তি (অকেজো যুক্তি) : তোমার শিয়ালের যুক্তি বাদ দিয়ে কাজের কথা বলো।
খ. কথার ফুলঝুরি (বাকপটুতা) : নির্বাচন আসলে নেতারা কথার ফুলঝুরি ফোটায়।

৪. সংজ্ঞা লিখুন : কারক, শব্দ, পদ, নিত্যবৃত্ত অতীত।
কারক : বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।
শব্দ : শব্দ বলতে ভাষার মৌখিক ও লৈখিক এককক্কে বোঝায়।
পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
নিত্যবৃত্ত অতীত : যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ নিত্য বা নিয়মিত অথবা সচারাচর ঘটত এরূপকে বোঝায়।

৫. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত কে?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।

৭. লেখকের নাম ও কী ধরনের গ্রন্থ উল্লেখ করুন।
ক. দণ্ডকারণ্য = (নাটক) মুনীর চৌধুরী।
খ. কাঁদো নদী কাঁদো = (উপন্যাস) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
গ. উর্বশী ও আর্টেমিশ = (কাব্যগ্রন্থ) বিষ্ণু দে।
ঘ. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী = (কাব্য) দৌলত কাজী।
ঙ. প্রাগৌতিহাসিক = (ছোটগল্প) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. অর্থসহ বাগধারা লিখুন।
ক. আট কপালে (হতভাগ্য) : আট কপালে মেয়েটা বিয়ের পরদিনই বিধবা হলো।
খ. হাতির পাঁচ পা দেখা (দুঃসাহসী হওয়া) : আমার ছেলে হয়ে তুমি আমাকেই মানো না, হাতির পাঁচ পা দেখছো নাকি?
গ. কান পাতলা (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ) : কান পাতলা মানুষদের সব কথা বলতে নেই।
ঘ. ভিজে বিড়াল (কপটচারী) : তোমার মতো ভিজে বিড়াল আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি, সামান্য ক'টি টাকার জন্য ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে।

English

৯. Change the speech:
ক. He said, 'You had better see a doctor'— He advised him to see a doctor.
খ. The officer said to the manager. 'Sir, I need one day leave.'— The officer requested the manager respectfully that he needed one day leave.
গ. The boy said, 'Sir, may I go out?'— The boy asked respectfully the teacher whether he might go out.

১০. Fill in the blanks using preposition:
ক. Stay true — your decision.— to
খ. Do not quarrel — the issue.— about
গ. How do you intend to deal — the problem?— with
ঘ. Fire ripped — the factory.— through
ঙ. The thief made — the cash.— off with

১১. Fill in the blanks using appropriate word.
ক. Which is — longest river in our country? — the
খ. This is — unique opportunity.— a
গ. Look — the word in the dictionary.— up
ঘ. Yesterday we — it.— got
ঙ. I saw — one eyed man.— a

১২. Write down Bengali meaning of the following words:
Struggle— যুদ্ধ করা; Cock and Bull Story— গাজাখুরি গল্প; Gala Day— উৎসবের দিন; First Aid— প্রাথমিক চিকিৎসা; Fossil— জীবাশ্ম; Rogue State— দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র; Appeasement— তুষ্টি; Stalemate — অচলাবস্থা; Turf War— প্রভাব বিস্তারের লড়াই।

'পলমল' হলো যুক্তরাজ্যের লন্ডনের একটি রাজপথের নাম

১৩. Correct the sentences :

ক. Quaran is a holy book.— The Quarn is a holy book.
খ. One should do his duty.— One should do one's duty.
গ. He gave me wrong information's.— He gave me a wrong information.
ঘ. He learns the poem by memory.— He learns the poem by heart
ঙ. Does he has a house?— Does he have a house?

গণিত

১৪. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৩, ১৪ ও ১৫ মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

সমাধান : ত্রিভুজটি একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ।

ত্রিভুজটির অর্ধ পরিসীমা, $S = \frac{a+b+c}{২}$

$= \frac{১৩+১৪+১৫}{২}$

$= \frac{৪২}{২} = ২১$ মি.

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{২১(২১-১৩)(২১-১৪)(২১-১৫)}$

$= \sqrt{২১ \times ৮ \times ৭ \times ৬}$

$= ৮৪$ বর্গমি.

১৫. একটি স্কুলে ড্রিল করার সময় ৮, ১০ এবং ১৫ সারিতে সাজানো হয়। ঐ স্কুলে ন্যূনতম কতজন ছাত্র রয়েছে?

সমাধান : এখানে

২ | ৮, ১০, ১৫
৫ | ৪, ৫, ১৫
  ৪, ১, ৩

$\therefore$ ল. সা. গু $= ২ \times ৫ \times ৪ \times ৩ = ১২০$

সুতরাং ঐ স্কুলে কমপক্ষে ১২০ জন ছাত্র রয়েছে।

১৬. x^3-8 এর উৎপাদক কোনটি?

সমাধান : $x^3 - 8$

$= (x)^3 - (2)^3 = (x-2)(x^2 + x.2 + 2^2)$

$= (x-2)(x^2 + 2x + 4)$

১৬. এক ব্যক্তি তার আয়ের ৫% আয়কর দেন। তিনি ৬০০ টাকা আয়কর দিলে তার মোট আয় কত?

সমাধান :

লোকটি ৫ টাকা আয়কর দিলে মোট আয় ১০০ টাকা

" ১ " " " " " $\frac{১০০}{৫}$ "

" ৬০০ " " " " $\frac{১০০ \times ৬০০}{৫}$ "

$= ১২০০০$ টাকা

১৬. পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম ও চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পার্থক্য কত?

সমাধান : পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০০
চার " বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯
পার্থক্য = ১

সাধারণ জ্ঞান

১৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

ক. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান কোনটি?
উত্তর : লালপুর, নাটোর।

খ. কত সালের মধ্যে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে?
উত্তর : ২০৩০ সাল।

গ. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দরের নাম কী?
উত্তর : বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর।

ঘ. NID-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?
উত্তর : National Identity Card.

ঙ. কিসের মাধ্যমে হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে?
উত্তর : ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।

চ. ক্যান্সার চিকিৎসায় কোন রশ্মি ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : গামা রশ্মি

ছ. সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়?
উত্তর : ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮।

জ. ভারত উপমহাদেশে বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।

ঝ. অপরাজেয় বাংলার স্থপতি কে?
উত্তর : সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ।

ঞ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : বাথুয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (জন্ম ২৮ জুন ১৯৪০)।

ট. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতির নাম কী?
উত্তর : আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

ঠ. গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন বছর?
উত্তর : ১৯৮৩ সালে।

ড. রাজনীতিবিদ কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : উইনস্টন চার্চিল।

ঢ. অলিম্পিকের পতাকায় কয়টি রং থাকে?
উত্তর : ৫টি।

ণ. ঢাকা জেলা স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর : ২ ও ৩নং সেক্টরে।

ত. হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : শ্রীলংকা।

থ. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রোম, ইতালি।

দ. মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর : মৌলভীবাজার।

ধ. দেশে গণঅভ্যুত্থান দিবস কবে পালিত হয়?
উত্তর : ২৪ জানুয়ারি।

ন. হামাস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ইংল্যান্ডে

সমন্বিত ব্যাংক নিয়োগ প্রস্তুতি

বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, অফিসার (সাধারণ) অফিসার (ক্যাশ) সহ অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। চাকরি প্রার্থীদের প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে আমাদের এ সংখ্যায় থাকছে সবগুলো বিষয় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ টিপস।

বাংলা

- ✓ চর্যাপদের যে পদ অর্ধেক পাওয়া গেছে— ২৩ নং।
- ✓ মধ্যযুগের শেষ কবি— ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয় যুগের কবি— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ✓ বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ— মিশন সমাচার।
- ✓ 'মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম, তার চেয়ে রত্ন নাই আর'— কবিতাংশটুকুর রচয়িতা— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ✓ 'কাল পুরুষ' ছদ্মনামটি— জীবনানন্দ দাশের।
- ✓ 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' গ্রন্থের রচয়িতা— মুহাম্মদ এনামুল হক।
- ✓ 'পথের শেষ' গ্রন্থটি লিখেছেন— আবু সায়ীদ আইয়ুব।
- ✓ বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র— দিগ্দর্শন।
- ✓ 'কাঁকরমণি' নাটকটির রচয়িতা— শওকত ওসমান।
- ✓ 'রুদ্রমঙ্গল' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত— প্রবন্ধগ্রন্থ।
- ✓ 'চাষাভুষার কাব্য' গ্রন্থটি রচনা করেন— নির্মলেন্দু গুণ।

ব্যাকরণ

- ✓ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ— ৬টি।
- ✓ বাংলা বর্ণে পরাশ্রয়ী বর্ণ— ং, ঃ, ঁ।
- ✓ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য বেশি দেখা যায়— সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে।
- ✓ ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয়— উপভাষা।
- ✓ একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে মাঝখানে বসে— সেমিকোলন।
- ✓ 'বাংলা' ও 'তৎসম' উভয় উপসর্গে ব্যবহৃত শব্দগুলো — আ, সু, বি, নি।
- ✓ যৌগিক শব্দের উদাহরণ— লাজুক, কর্তব্য, গায়ক, দৌহিত্র, মধুর ও চিকামারা।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

নী + অনট = নয়ন • প্রত্যয় + ইক = প্রাত্যহিক • অকস্মাৎ + ইক = আকস্মিক।

শুদ্ধ বানানগুচ্ছ

ত্রিভুজ, শূন্য, পুণ্য, ভুবন, অত্যধিক।

অধিকরণ কারকের উদাহরণ

সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। রাজীব ব্যাকরণে ভাল।

বাগধারা

ধুয়া ধরা = আবদার বা ছুতো করা • বিড়ালের আড়াই পা = বেহায়পনা • পো ধরা = চাটুকারবৃত্তি।

এককথায় প্রকাশ

পাটের ব্যবসায়ী— পাটেশ্বরী • বারুই— পানচাষি জাতি বিশেষ • পাটল— ইটের মতো রং বিশিষ্ট।

English

Preposition

- ✓ The lecture will be held right— the tutorial. —before
- ✓ He is the tallest— the two—. of the
- ✓ This shop doesn't have the toys I was looking—.— for.

Voice

- ✓ 'Who is John inviting?— who is being invited by John?
- ✓ The trainer walked the horse after the race—The horse was walked after the race by the trainer.

Synonyms

Spurious — Sham • Exonerate — Absolve • Mutiny — Revolt • Louche— Indecent

Antonyms

Resolute— Vacillating • Vilify—Commend • Affluence— Poverty • Ornery— Easy

One Word Substitute

- ✓ The state of having of contradictory or conflicting emotional attitudes—Ambivalence.
- ✓ A hater of knowledge and leaping is called —Misologist.
- ✓ A person habitually silent or talking little, is called—Taciturn
- ✓ Thing spoke or done without preperation—Extempore.

Idiom and Phrases

- ✓ Like a sitting— an easy target to attack.
- ✓ Let things slide— to be indifferent.
- ✓ Tie the knot— Getting married.
- ✓ Kick the bucket— die.

Find the correctly spelt word

- ✓ Adulteration, Pessimistic, Bureaucrat, Tariff, Encyclopedia, Heritage, Feasible, Rebellious

Analogy

- ✓ To : Too : Loot — Lute
- ✓ Oath : Promise — Contract : Agreement
- ✓ Scholar : Ignorant : Hardworking : Lazy

'ইন্ডিয়া হাউস' অবস্থিত যুক্তরাজ্যের লন্ডনে

CamScanner

Mathematics

- ✓ What is the unit digit in the product (684 × 759 × 413 × 676)?— 8.
- ✓ The difference between the place value and the face value of 6 in the numeral 856973 is — 5994.
- ✓ The difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 12 two largest one is — 15.
- ✓ The square root of 64009 is— 253.
- ✓ If n is a positive integer and n^2 is divisible by 72, then what is the largest positive integer that must be a factor of n?—12.
- ✓ In a group of 135 persons, 50% people contributed Tk. 40 each, 30% contributed Tk. 60 each and the remaining persons contributed Tk. 80. Find the average centribution for the group.— Tk. 54.
- ✓ A number when divided is divided by 7, the remainder is not o when the number is divided by 14, then the remainder must be—3.
- ✓ The difference between a number and its three fifth is 50, what is the number?— 125.
- ✓ If the product of two numbers is 560 and greatest common factor is 4. The what is the least common multiple?— 140.
- ✓ An empty pool is being filled with water at a constant rate, 3/5th of the pool has filled in 7 hours. How much more time will it take to completely fill the pool?— 4 hours 40 minutes.
- ✓ A fuel tank is 1/5th full and requires 32 gallons more to make it 3/7 full. What is the capacity of the tank— 140 gallons.
- ✓ If A and B together can complete a work in 18 days, A and C together in 12 days and B and C together in 9 days, then B alone can do the work in— 24 days.

General Knowledge

- ✓ The Rapid Support Forces (RSF) a paramilitary force of— Sudan.
- ✓ The first Robot that lands on moon's far side— China's chang'e-6.
- ✓ First women elected as president of Mexico — Claudia Sheinbaum.
- ✓ The Second highest mountain on the earth is— K2.
- ✓ According to 'Global zero campaign; all nuclear weapons will be dismantled by— 2030.
- ✓ The hardest rock is— Diamond.
- ✓ The first artificial satellite established— 1957 (sputinik-1).
- ✓ During the Liberation War of Bangladesh the secretary general of the UN was— U Thunt.
- ✓ 'Sohrai' is the festival of the ethnic community named— Santal.
- ✓ A London based group that took humanitarian aid during the Liberation War of Bangladesh is known is— Operation Omega.
- ✓ Sumerian civilization is a part of— Mesopotamian civilization.
- ✓ The sologan adopted by CEDAW is— women rights are human rights.
- ✓ Black Monday is related to— stock market.
- ✓ In 2024, the total number of days is— 366 days.
- ✓ The date of Abu sayed, a quota reform protester, died was— 16 July 2024.
- ✓ The Chief of interim government is — Dr. Muhammad Yunus.
- ✓ Winner of gold medal in mean's 100 meters event at the 2024 Summer Olympics— Noah Lyles (USA).
- ✓ The river of Bangladesh originates in Tibet— Brahmaputra.
- ✓ The founder of WikiLeaks— Julian Assange.

Computer

- ✓ Moving from one website to anther is called — Browsing.
- ✓ The function of Excel that fells the numbers of numeric in the designated ranges is— COUNT.
- ✓ In general a window has— 2 scrollbars.
- ✓ The process of erasing a disk is called— formatting.
- ✓ OTG - cable is not related to— processor.
- ✓ The device used for both input and output purposes is— Touch screen.
- ✓ The device may be used for primary input of OCR— Scanner.
- ✓ The protocol that provides infotainment is— FTP.
- ✓ URL stand for— Uniform Resource Locator.
- ✓ The keyboard command is used to underline a word or sentence is MS Word— ctrl + u.
- ✓ RTSG is a— Payment System.
- ✓ The memory has the highest speed of access— cached.
- ✓ The Owner of the Java programming language — oracle corporation.

প্রশ্ন বিশ্লেষণ

২০২৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসা বাছাইকৃত সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ আয়োজন। চোখ রাখুন আগামী মাসগুলোতেও।

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)

পরীক্ষা : ১৫ মার্চ ২০২৪ । সেট কোড : ৩

✓ পুণ্ড্রনগর কোন জেলায় অবস্থিত?— বগুড়া।
✓ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?— কক্সবাজার।
✓ পুলিশি সাহায্য পাওয়ার শর্টকোড কোনটি?— ৯৯৯।
✓ দেশের প্রথম টানেলের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?— ৩.৩২।
✓ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি কোথায় হয়? — চুকনগর।
✓ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২৩ পাস হয় কবে?— ২৪ জানুয়ারি ২০২৩।
✓ 'সিন্দুরী' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কীসের নাম? — আলু।
✓ জাতীয় পতাকা ১৯৭১ সালের কোন তারিখে প্রথম উত্তোলিত হয়?— ২ মার্চ।
✓ বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত নিদর্শন তক্ষশীলা কোথায় অবস্থিত?— পাকিস্তান।
✓ জাতীয় সংবিধান দিবস কত তারিখে পালিত হয়?— ৪ নভেম্বর।
✓ বর্তমান বৃহত্তম ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?— বঙ্গ।
✓ ভারতকর্তৃক সম্প্রতি চাঁদে প্রেরিত চন্দ্রযানের নাম কী?— চন্দ্রযান ৩।
✓ ২০২৩ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?— নার্গিস মোহাম্মদী।
✓ বান্দুং শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?— ইন্দোনেশিয়া।
✓ গ্রিন পিস কী?— পরিবেশবাদী সংগঠন।
✓ লোহিত সাগর কোন দুটি মহাদেশকে আলাদা করেছে? — আফ্রিকা ও এশিয়া।

স্কুল/সমপর্যায়

✓ বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোন জেলা?— ভোলা।
✓ বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের সহায়তাকারী দেশ কোনটি?— রাশিয়া।
✓ মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?— করতোয়া।
✓ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য কোন দুই নারীকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?— তারামন বিবি ও সিতারা বেগম।
✓ ওয়াংগালা কাদের উৎসব?— গারোদের।
✓ বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কত সালে?— ১৯১১ সালে।
✓ বাংলাদেশে সবচেয়ে কম ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল কোনটি?— দক্ষিণ-পশ্চিম।
✓ হিজবুল্লাহ কোন দেশভিত্তিক সংগঠন?— লেবানন।
✓ জাপানের পার্লামেন্টের নাম কী?— ডায়েট।
✓ 'ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬' কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো।
✓ SDG জাতিসংঘের কততম সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়?— ৭০তম।
✓ থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম কী?— বাথ।
✓ IMF-এর সদর দপ্তর কোথায়?— ওয়াশিংটন ডিসি।
✓ জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে?— ট্রিগভেলী।
✓ জ্বালানি তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?— যুক্তরাষ্ট্র।
✓ 'লেইস ফেয়ার' নীতি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত? — মুক্তবাজার।

কলেজ পর্যায়-২

✓ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড় বিশিষ্ট দ্বীপ— মহেশখালী
✓ বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে?— CO_2।
✓ বাংলাদেশের আবাদী জমির কতটুকুতে ধান চাষে ব্যবহৃত হয়?— ৮০%।
✓ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো— ভাষা ও সংস্কৃতি।
✓ রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো—সার্বভৌমত্ব।
✓ প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেশের মোট উপজেলা কয়টি?— ৪৯৫টি।
✓ পদ্মা সেতু দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেনের বাণিজ্যিক চালাচল শুরু হয় কবে?— ১ নভেম্বর ২০২৩।
✓ দেশের প্রথম 'এলিফ্যান্ট ওভারপাস' কোথায় অবস্থিত? — লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
✓ ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন কে?— মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
✓ একাদশ জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন শুরু হয় কখন?— ২২ অক্টোবর ২০২৩।
✓ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের শর্টকোট কোনটি?— ১৬১৫২।
✓ শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন কবে?— ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
✓ 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?— অনুচ্ছেদ-৩।
✓ দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?— ফেনী।
✓ বাংলাদেশ স্কয়ার কোথায় অবস্থিত?— লাইবেরিয়া।
✓ 'V-20' গ্রুপ কীসের সাথে সম্পর্কিত?— জলবায়ু পরিবর্তন।
✓ কোন দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়?— লিবিয়া।
✓ 'পালাউ' দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত?—ওশেনিয়া।
✓ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর অভিষ্ট কয়টি?— ১৭।

স্কটল্যান্ড (Scotland) যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত একটি দেশ

CamScanner

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন

পদ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
পরীক্ষা : ৪ মার্চ ২০২৪

✓ কোন তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন?— ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

✓ বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ অনুযায়ী সরকারি ভবনে উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?— ১০′ × ৬′।

✓ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন?— ৬ (২)।

✓ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রদত্ত ১ নং খেতাব কোনটি?— বীরশ্রেষ্ঠ।

✓ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ২০২২ সালে বিশ্বে কততম স্থান অধিকার করে?— ৩য়।

✓ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয় কোন নভোকাশ কেন্দ্র থেকে?— কেনেডি স্পেস সেন্টার।

✓ ঢাকার সর্বশেষ নবাব কে ছিলেন?— খাজা হাবিবুল্লাহ।

✓ ময়নামতি-শালবন বিহার কার কীর্তি?— শ্রী ভবদেব।

✓ বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ কোনটি?— ভুটান।

✓ কোন শ্রেণির ভূমিতে ফসল জন্মায় না?— উষর।

✓ আন্তর্জাতিক নারী দিবস কবে পালিত হয়?— ৮ মার্চ।

✓ কোনটি ভারতের 'সেভেন সিস্টার্সভুক্ত' রাজ্য নয়?— কেরালা।

✓ সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে যুক্ত করেছে?— লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগর।

✓ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কোথায়? — জার্মানি।

✓ মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? — মেসিডোনিয়া।

✓ 'গ্রিন পিস' কোন দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ?— নেদারল্যান্ডস।

✓ 'বান্দুং' শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?— ইন্দোনেশিয়া।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

পদ : ফিল্ড অফিসার। পরীক্ষা : ১ মার্চ ২০২৪

✓ প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?— চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা কোনটি?— নারায়ণগঞ্জ।

✓ বাংলাদেশকে 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন— ইবনে বতুতা।

✓ বঙ্গবন্ধু লাহোরে ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন — ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

✓ 'ছত্রপতি' নামে কে পরিচিত?— শিবাজি।

✓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান— ৮ জানুয়ারি ১৯৭২।

✓ আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন— দাহির।

✓ হিজরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে কী বলে?— মাক্কি সূরা।

✓ বিজ্ঞানের কোন শাখায় শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়?— পদার্থবিজ্ঞান।

✓ মহানবী (স.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন দেশে গিয়েছিলেন? — সিরিয়া।

✓ রক্তে হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?— অক্সিজেন পরিবহন করা।

✓ শ্যামদেশ কোন দেশের পুরাতন নাম?— থাইল্যান্ড।

✓ বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ হলো— হরিকেল।

✓ বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল?— বর্ধমান হাউস।

✓ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে পরাজিত হন?— পৃথ্বিরাজ।

✓ সুলতান মাহমুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? — ১৭ বার।

✓ 'হুমায়ুননামা' কে লিখেছিলেন?— গুলবদন বেগম।

✓ জাপানের পার্লামেন্টের নাম— ডায়েট।

✓ আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালি?— বেরিং।

✓ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 'তাওয়াক্কুল কারমান' কোন দেশের নাগরিক?— ইয়েমেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয়, কুমিল্লা

পদ : স্বাস্থ্য সহকারী। পরীক্ষা : ১ মার্চ ২০২৪

✓ ৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে দেশের ১৭তম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় কোনটি?— নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

✓ জাতীয় শিশু দিবস কবে?— ১৭ মার্চ।

✓ 'বঙ্গবন্ধু টানেল' উদ্বোধন করা হয় কবে?— ২৮ অক্টোবর ২০২৩।

✓ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' দিবস কবে?— ১২ ডিসেম্বর।

✓ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কত?— ৭২.৪ বছর।

✓ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমনি' এর পরিচালক কে?— হুমায়ূন আহমেদ।

✓ ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বহনকারী মশার প্রজাতি কোনটি? — এডিস।

✓ EPI প্রোগ্রামে কতটি রোগের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়?— ১১টি।

✓ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক-২০২৪ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? — প্যারিস, ফ্রান্স।

✓ জনসংখ্যার ঘনত্বে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?— মোনাকো।

✓ প্রথম কোন দেশ করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করে?— রাশিয়া।

CamScanner

খাদ্য অধিদপ্তর নিয়োগ

২০২৩ সালে ২২টি ক্যাটাগরিতে মোট ১,৩৭৭টি পদে খাদ্য অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের খাদ্য অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে এ আয়োজন।

✓ কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?— রাইত।
✓ Which of the following sentence is correct?— I forbade him from going and I forbade him to go.
✓ 'মনে মনে তুলনা করে দেখলাম'- এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে— ক্রিয়া-বিশেষণরূপে।
✓ পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?— ৬.১৫ কি.মি.।
✓ দুটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৩ এবং গ.সা.গু. ৪ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত?— ১৬।
✓ Which of the following sets contain the correct meaning?— Antipathy : Strong dislike।
✓ 'শরতের শিশির' বাগধারাটির অর্থ কী?— সুসময়ের বন্ধু।
✓ Who wrote 'The Taming of the Shrew'?— William Shakespeare।
✓ কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?— পঙ্কজ।
✓ 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'-পঙ্ক্তির যেন কোন পদ?— সংযোজক অব্যয়।
✓ 'খনার বচন'-এর মূলভাব কী?— শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি।
✓ Find the correct compound sentence.— I did this and so offered him.
✓ 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটির রচয়িতা কে?— গাজী মাজহারুল আনোয়ার।
✓ টাচস্ক্রিন প্রযুক্তির জনক কে?— ড. স্যামুয়েল হার্স্ট।
✓ ভূ-পৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে কী বলে?— ছায়াবৃত্ত।
✓ Who is known as 'the father of green revolution'?— Norman Borloug।
✓ Which of the following sentences uses 'right' as an adjective?— He is a right man for the job.
✓ একটি চাকার ব্যাস ৪.৫ মিটার। চাকাটি ৩৬০ মিটার পথ অতিক্রম করতে কতবার ঘুরবে?— ২৫ বার।
✓ 'এটা আমার সাধ্যাতীত' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ কোনটি?— This is beyond of my ability.
✓ 'ডাক্তার ডাক' বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ হবে— Call in a doctor.
✓ কম্পিউটার প্রজন্মগুলোর মধ্যে WWW, HTML, DVD, ipod ইত্যাদি কোন প্রজন্মের জনপ্রিয় আবিষ্কার?— 4th।
✓ ১৯৯৩ সালে প্যালেস্টাইন সংকট সমাধানের লক্ষ্যে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার নাম— অসলো চুক্তি।
✓ Which of the following sentences has Factitive object?— He was made king by them.
✓ কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির সমষ্টি কত হবে?— ৩৬০ ডিগ্রি।
✓ কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির?— গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণা।
✓ Identify the word in the plural form.— Radii।
✓ Choose the word that has the closest meaning with the word 'semblance'?— Impression।
✓ কোন বানানটি খাঁটি ষত্ব বিধানের উদাহরণ?— ষোড়শ।
✓ স্বরভক্তির অপর নাম কী?— বিপ্রকর্ষ।
✓ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-কোন জাতীয় রচনা?— আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।
✓ 'দারিদ্রতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?— প্রত্যয়জনিত কারণে।
✓ ২৪৫০ কে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?— ২।
✓ Which of the following word is Verb-Adverb?— Know-how।
✓ Fill in the blank.— is the Shakespeare's last play.— Tempest।
✓ Choose the correct sentence.— His brother had left before I reached there.
✓ The best passive form of the sentence 'What do you want?' is— What is wanted by you?
✓ 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'-চরণ দুটির রচয়িতা কে?— কুসুমকুমারী দাশ।
✓ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস কোনটি?— কথাসর্বস্ব।
✓ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ৫০ সে.মি. এবং এর ক্ষেত্রফল ১২০০ বর্গ সে.মি. হলে বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত?— ৭৩.৭৪ ডিগ্রি।
✓ Would you please find out Bangladesh—the map?— on।
✓ 'কপোল' শব্দটির অর্থ কী?— গাল।
✓ What is the interrogative form of 'All love flowers'?— Who does not love flowers?
✓ ডেসমন্ড টুটু কত সালে, কী বিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন?— ১৯৮৪ সালে, শান্তিতে।
✓ Change the voice. Who is calling me?— By whom am I being called?
✓ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে— ফলা।
✓ একটি ত্রিভুজের ভূমি তার উচ্চতার দ্বিগুণ অপেক্ষা ৬ সে.মি. বেশি। ত্রিভুজক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ৮১০ বর্গ সে.মি. হলে এর উচ্চতা কত?— ২৭ সে.মি.।

'City of Literature' বলা হয় স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরকে

✓ 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।'-এ কবিতাংশটির রচয়িতা কে?— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
✓ 'বিমুগ্ধ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে? — উপসর্গযোগে।
✓ 'To doctor an animal' means— to treat it।
✓ 'Foot loose and fancy-free' means— free to enjoy oneself।
✓ A rolling stone gathers no moss. Here 'rolling' is— Participle।
✓ দুটি ত্রিভুজের মধ্যে কোন উপাদানগুলো সমান হওয়া সত্ত্বেও ত্রিভুজ দুটি সর্বসম নাও হতে পারে?— তিন কোণ।
✓ SIM-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Subscriber Identity Module।
✓ Who is the author of 'Lady Chatterley's Lover'?— D. H. Lawrence।
✓ ১ হতে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?— ২৫।
✓ Which sentence is correct? -My father informed the police of the matter.
✓ 'Look before you leap'. Here 'look' is— the principal clause।
✓ কোন বানানটি শুদ্ধ?— মনঃকষ্ট।
✓ Choose the correct spelling— aborigines।
✓ বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কবে প্রথম প্রকাশিত হয়?— জুন ২০১২।
✓ ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারকর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার নাম ছিল— জয়বাংলা।
✓ I am accustomed— such a life. Fill this gap with— to।
✓ পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান গড় বয়স ২০ বছর। ২ বছর পর দুই পুত্রের গড় বয়স ১২ বছর হলে পিতার বর্তমান বয়স কত?—৪০ বছর।
✓ প্রতি বছর কোন তারিখে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়?— ২ ফেব্রুয়ারি।
✓ 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?— শামসুর রাহমান।
✓ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় কবে?— ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
✓ কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ২০২০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে?— বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)।
✓ $7x-7y=14$ রেখাটির ঢাল কত?—1।
✓ একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য ১। এদের সমষ্টি ৭। ভগ্নাংশটি কত?— $\frac{8}{৩}$।
✓ A mournful poem written on the death of someone loved and lost—Elegy।
✓ 'ইকা'-প্রত্যয় কোন শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?— মালিকা।
✓ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন কবে?— ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
✓ 'স্বর্গ'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?— ত্রিদিব।
✓ When we want to mean a government by the richest class, we use the term— Plutocracy।
✓ 'পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?— উপদেশ।
✓ একটি সংখ্যার তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৯০ হয়। সংখ্যাটি কত?— ১৮।
✓ জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?— ধানক্ষেত।
✓ কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?— বাগদত্তা (বাক্ দ্বারা দত্তা)।
✓ অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কোথায় সবচেয়ে বেশি?— ভূপৃষ্ঠে।
✓ নিচের কোনটি সঠিক?— মেঘপুঞ্জ।
✓ যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ কোনটি?— সাইরেন বেজে উঠল।
✓ $\sec A+\tan A=\frac{5}{2}$ হলে, $\sec A-\tan A=?$— $\frac{2}{5}$।
✓ $8 \div ০.১২৫$— ৩২।
✓ Who was not awarded the Nobel Prize— Elizabeth Barrett।
✓ 'সবুজ' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?— ফারসি।
✓ কোনটি সরল বাক্য? -মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
✓ 'গ্রন্থাগার' শব্দটি— স্বরসন্ধি।
✓ একটি কাজ ৯ জন লোক ১২ দিনে করতে পারে। অতিরিক্ত ৩ জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কত দিনে শেষ হবে?— ৯।
✓ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে— পদ।
✓ ৬০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাঁশকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরোগুলোর সাইজ কত?— ৯ মি., ২১ মি., ৩০ মি.।
✓ Synonym of 'Humility'— Modesty।
✓ কোন শব্দটি দ্বন্দ্ব সমাস?— দম্পতি।
✓ ঘড়ির ঘণ্টা এবং মিনিটের কাঁটা পরস্পরের সঙ্গে ৩০ ডিগ্রি কোণ করে কত বার?
ক) ২২ খ) ২৩ গ) ১১ ঘ) ১২
[Note : প্রদত্ত প্রশ্নে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নেই। ১২ ঘণ্টায় ঘড়ির ঘণ্টা এবং মিনিটের কাঁটা পরস্পরের সঙ্গে ৩০ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে ২২ বার। উল্লেখ্য, ২৪ ঘণ্টায় ৩০ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে ৪৪ বার।]
✓ 'He is a man of straw'. Here 'man of straw' means— a man of no substance।
✓ $4\log 3-\log 9=$ কত?—$2\log 3$।
✓ Which of the following words is a noun?— Imprimatur।
✓ Masculine gender for 'Bee' is— Drone।
✓ একটি গাড়ি ৩৬,০০০ টাকায় বিক্রয় করায় ২০% ক্ষতি হলো। কত টাকায় বিক্রয় করলে ১৬% লাভ হতো?— ৫২,২০০।
✓ ২০২১ সালে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?— ২৭তম।
✓ দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ, সংখ্যাটি অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির কত গুণ?—৭ গুণ।

CamScanner

১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

পরামর্শ ও প্রস্তুতি

দেশে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরিসহ প্রায় ৩৬০০০ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে সরকার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) গঠন করা হয়। এরপর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন নিয়োগ পরীক্ষা চালু করে NTRCA। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। সেই আলোকে আমাদের এবারের এ আয়োজন—

শিক্ষক নিবন্ধন

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক হতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন। স্কুল বা কলেজে শিক্ষক হওয়ার জন্য পৃথক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একজন প্রার্থী একটি স্কোর লাভ করেন, যে স্কোরের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে শূন্য পদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের যেকোনো MPO ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষক নিবন্ধনের পর্যায় ৩টি। পর্যায়সমূহ হলো—

- **স্কুল পর্যায় :** সহকারী শিক্ষক (বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কৃষি, গার্হস্থ্য আর্থনীতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা এবং ধর্ম), সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)/ শরীরচর্চা শিক্ষক, সহকারী মৌলভী, এবতেদায়ী প্রধান ও প্রদর্শক পদ।
- **স্কুল পর্যায়-২ :** ট্রেড ইন্সট্রাক্টর, জুনিয়র মৌলভী, জুনিয়র শিক্ষক (সাধারণ) ও এবতেদায়ী ক্বারী পদ।
- **কলেজ পর্যায় :** প্রভাষক/ইন্সট্রাক্টর (টেক)/ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) পদ।

যোগ্যতা

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে কমপক্ষে স্নাতক পাস হতে হবে। নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে যেকোনো একটিমাত্র তৃতীয় বিভাগ বা এর সমমান জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে। আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিগত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় শতভাগ প্রশ্নই সিলেবাসের মধ্যেই থাকে। সে ক্ষেত্রে সিলেবাস ধরে প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, নিবন্ধন প্রিলিতে সর্বোচ্চ কতটা প্রশ্নের উত্তর করেছেন, সেটার চেয়ে সর্বোচ্চ কতটা সঠিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন, সেটা সবচেয়ে জরুরি। এ পরীক্ষায় প্রিলিমিনারিতে প্রতিযোগিতা করতে হয় না; শুধু পাস নম্বর ৪০ পেতে হয়। তাই জেনে, বুঝে সহজ ও সঠিক উত্তর করা অত্যন্ত জরুরি। যারা পাস করবেন তারাই পরবর্তী ধাপে বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত হবেন। তবে ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটার বিধান থাকায় একটু সতর্ক থাকতে হবে। উত্তর করার ক্ষেত্রে উত্তরটি শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে উত্তর করা উচিত হবে না। সবচেয়ে সহজ কৌশল হচ্ছে, শতভাগ নিশ্চিত জানা প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে করা। তাহলে অন্তত অকৃতকার্য হওয়ার আশঙ্কা সর্বোচ্চ পরিমাণে কমানো সম্ভব। প্রিলিতে শতভাগ পাস নিশ্চিত করতে শুধু পাস নম্বরের কথা মাথায় না রেখে সর্বোচ্চ ভালো করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

- **বাংলা :** প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বাংলা অংশে ২৫ নম্বরের মতো বরাদ্দ থাকে। বেশির ভাগ প্রশ্ন ব্যাকরণ থেকে হয়। তবে সাহিত্য থেকেও কিছু প্রশ্ন হতে পারে। ব্যাকরণ অংশের সমাস, ভাষা ও ভাষারীতি, বাগধারা, বাক্য, সমার্থক শব্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, সন্ধি, কারক, বিপরীত শব্দ, বিরাম ও যতিচিহ্ন থেকে বেশির ভাগ প্রশ্ন হয়ে থাকে। এছাড়া নির্দিষ্ট সিলেবাসের বাকি বিষয়বস্তু থেকেও প্রশ্ন হয়ে থাকে। বাংলা অংশের প্রস্তুতির জন্য নিজে হ্যান্ডনোট বা সাজেশন করা তৈরি করা যেতে পারে। নবম ও দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বই, বিগত প্রায় ১০ বছরের বিসিএস, নিবন্ধন ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক সমাধান করতে হবে।
- **ইংরেজি :** ইংরেজি বিষয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রার্থীদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিগত প্রায় ১০ বছরের বিসিএস, নিবন্ধন ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। তারপর যতদূর মৌলিক জ্ঞান রয়েছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়বস্তু সমাধান করা এবং বেশি বেশি চর্চা করা। Translation from Bangla to English, Parts of Speech, Right form of verbs, Fill in the blanks with suitable words, Synonym and antonym, Verb and Article, Composition পড়তে হবে। এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজিগ্রামার বোর্ড বই এবং যেকোনো লেখকের গ্রামার বই অনুশীলন করা যেতে পারে।

স্কটিশ পার্লামেন্ট গঠিত হয় ১৯৯৮ সালে

CamScanner

■ **গণিত :** গণিতের ক্ষেত্রে বিগত বিসিএস, নিবন্ধন পরীক্ষা, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে ধারণা নিয়ে বিগত ১০ বছরের প্রশ্ন সমাধান করলে প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে যায়। এ ছাড়া ভালো প্রস্তুতির জন্য গণিতের বীজগণিত অংশ থেকে উৎপাদক, বর্গ ও ঘন সংবলিত সূত্র প্রয়োগসংক্রান্ত অঙ্কসমূহ, গ.সা.গু., ল.সা.গু., লগারিদম ও সূচকসংক্রান্ত অঙ্কসমূহের সমাধান আলাদাভাবে চর্চা করা যেতে পারে। পাটিগণিত অংশে গড়, লসাগু, গসাগু, ঐকিক নিয়ম, সুদকষা, শতকরা, লাভক্ষতি ও অনুপাত সমানুপাত থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। জ্যামিতি অংশের কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, রেখা, বৃত্ত ও ক্ষেত্রফল থেকে সচরাচর প্রশ্ন হয়। এ ছাড়া সিলেবাসে উল্লেখিত বিষয়বস্তু থেকেও প্রশ্ন হয়।

■ **সাধারণ জ্ঞান :** সাধারণ জ্ঞান অংশের মধ্যে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সংবিধান ও প্রশাসনিক কাঠামো, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্জন ও জাতীয় প্রত্যাশা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি থেকে প্রশ্ন হয়। বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলি থেকে প্রশ্ন হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি, কৃষি, জনসংখ্যা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে প্রশ্ন আসে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন, চুক্তি, সম্মেলন, ভৌগোলিক অবস্থান, আন্তর্জাতিক চলমান যুদ্ধ, সংকট ও আলোচিত ঘটনা ইত্যাদি থেকে প্রশ্ন হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, আইসিটি, পরিবেশ ও রোগব্যাধি ইত্যাদি থেকেও প্রশ্ন হয়।

প্রিলিতে পাস নম্বর

বিগত নিবন্ধন পরীক্ষাগুলোর আলোকে বলা যায়, প্রিলিমিনারিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে অন্তত ৪০ নম্বর পেলেই লিখিত পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়া যায়। প্রিলিমিনারির নম্বর প্রার্থীর চূড়ান্ত ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলে না। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরি হয়। প্রিলিমিনারি শুধু প্রাথমিক বাছাইয়ে নির্বাচিত হওয়া বা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য একটি পরীক্ষা। বিগত নিবন্ধন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রায় সময়ই প্রশ্ন আসে। তাই এসব পরীক্ষার বিগত প্রশ্নপত্র থেকে প্রস্তুতি নিতে পারলে ভালো হয়। তা ছাড়া এসব প্রশ্ন দেখলেই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস ও প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস যতদূর সম্ভব শেষ করা ও বিগত সালের প্রায় ১০ বছরের বিসিএস, নিবন্ধন ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক সমাধান করতে পারলে প্রিলিতে প্রায় শতভাগ কৃতকার্য হওয়া সম্ভব।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও মানবণ্টন

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা তিন ধাপে গ্রহণ করা হয়। কলেজ, স্কুল, স্কুল-২ এ তিন পর্যায়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ধরন ও মানবণ্টন একই। তবে সিলেবাসে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারির নম্বর যুক্ত হয় না, এখানে কেবল পাস করলেই চলে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ওপর ভিত্তি করে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়।

প্রথম ধাপ : প্রিলিমিনারি টেস্ট

MCQ'র মানবণ্টন

বিষয়	নম্বর
বাংলা	২৫
ইংরেজি	২৫
সাধারণ গণিত	২৫
সাধারণ জ্ঞান	২৫
মোট	১০০

- প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের Multiple Choice Question (MCQ) টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা।
- পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।
- প্রিলিমিনারি টেস্টে পাস নম্বর ৪০%।

দ্বিতীয় ধাপ : লিখিত পরীক্ষা

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

- ১০০ নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা।
- লিখিত পরীক্ষায় সাধারণত পাঁচটি রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে হয়, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকে ১৫ নম্বর। এ ছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে পাঁচটি, প্রতিটির মান ৫ নম্বর।
- কিছু প্রশ্নের একটি করে বিকল্প প্রশ্ন থাকে।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রতিটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকর্তৃক বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা : বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যমের যেকোনো একটিতে লিখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে (উদ্ধৃতি বা অনিবার্য টেক্সট ব্যতীত) একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় আমন্ত্রণ জানানো হয়।

- নির্বাচিত প্রার্থীগণকে ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ২টি অংশ থাকে; যথা— শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ওপর ১২ নম্বর ও প্রশ্ন-উত্তরের ওপর ৮ নম্বর। মৌখিক পরীক্ষার উভয় অংশে ন্যূনতম শতকরা ৪০% নম্বর না পেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী জাতীয় মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অযোগ্য হবেন।
- লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

CamScanner

কর অঞ্চল নিয়োগ টিপস

কর কমিশনার ও ঢাকার অধীনে কর অঞ্চলে বিভিন্ন শূন্যপদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের অফিস সহকারী পদের প্রশ্নের বাংলা ও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে এবারের আয়োজন।

বাংলা

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
ক. শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন
খ. উদ্বন্ধন = উৎ + বন্ধন
গ. পুনরাবৃত্তি = পুনঃ + আবৃত্তি
ঘ. দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য
ঙ. ভূর্ধ্ব = ভূ + উর্ধ্ব।

২. এককথায় প্রকাশ করুন :
ক. যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি।
খ. যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই—অবিসংবাদিত
গ. যার বংশ পরিচয় ও স্বভাব কেউই জানে না— অজ্ঞাতকুলশীল
ঘ. যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়—স্বয়ংবরা
ঙ. আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য।

৩. অর্থসহ বাক্য গঠন করুন :
ক. গোঁয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) : রহমান সাহেবকে সহজ সরল মানুষ মনে হলেও গোঁয়ার গোবিন্দ নন
খ. এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (একই স্বভাবের) : সমাজের দুর্নীতিবাজদের অবস্থা যেন এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানোর মতো
গ. তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) : তামার বিষের কারণেই অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ধরাকে সরা জ্ঞান করে
ঘ. মন না মতি (অস্থির মানব মন): জীবনে ভালো কিছু করতে হলে তোমার মন না মতি ভাব পরিহার করতে হবে
ঙ. মনিকাঞ্চন যোগ (সোনায় সোহাগা): বর যেমন সুপুরুষ, কনে তেমনি সুন্দরী; একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ।

সাধারণ জ্ঞান

৪. সংক্ষেপে লিখুন :
ক. একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া কত দিন সংসদের বাইরে থাকতে পারে?
উত্তর : ৯০ দিন।
খ. মুক্তিযুদ্ধকালীন ১০নং সেক্টর কোনটি ছিল?
উত্তর : নৌ সেক্টর।
গ. বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর (VAT) কবে চালু হয়?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯৯১।
ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অর্থবিল সম্পর্কিত বিধানাবলির উল্লেখ রয়েছে?
উত্তর : অনুচ্ছেদ ৮১।
ঙ. 'বনফুল' ছদ্মনামে কে লিখতেন?
উত্তর : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
চ. BIRDEM-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders.
ছ. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনের চূড়ায় রক্ষিত ঘড়িটির নাম কী?
উত্তর : বিগ বেন।
জ. মৌরিতানিয়ার রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : নোয়াকচট।
ঝ. কম্পিউটার বাগ কী?
উত্তর : কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সিস্টেমের এক ধরনের ত্রুটি যা কম্পিউটারে অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল বা আচরণ প্রদর্শন করে।
ঞ. 'হো-চি-মিন সিটি' বন্দরটি কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : ভিয়েতনাম।
ট. VIRUS-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Vital Information Resources Under Siege.
ঠ. 'কোয়াড'-এর সদস্য রাষ্ট্র কারা?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত।
ড. T20 বিশ্বকাপ ২০২৪ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
ঢ. 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করা হয় কত সালে? **উত্তর :** ১৯১১ সালে।
ন. 'ম্যাগনাকার্টা' কী? **উত্তর :** ইংল্যান্ডের প্রথম শাসনতন্ত্র।

কর কী

ল্যাটিন শব্দ 'ট্যাক্সার' থেকে ইংরেজি 'Tax' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ মূল্য আদায় করা। অভিধানে কর শব্দের অর্থ রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত অর্থ। এ কর কোনো অর্থদণ্ড নয়, তবে পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি খাত থেকে সরকারি খাতে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরিত সম্পদ। অন্যভাবে বলা যায়, কর সরকারি রাজস্বের একটি প্রধান উৎস, যা দ্বারা দেশের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যার মাধ্যমে দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন, মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, ক্ষতিকর ভোগ নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থী দল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (SNP)

CamScanner

চাকরি পরীক্ষার সমন্বিত মডেল টেস্ট

PSC নন-ক্যাডার ■ কর কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা ■ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ■ খাদ্য অধিদপ্তর ■ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ■ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ■ বাংলাদেশ রেলওয়ে ■ সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

১. বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ কোনটি?
ⓚ সেক শুভোদয়া ⓚ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
ⓖ মিশন সমাচার ⓖ মঙ্গল সমাচার

২. 'নামহীন গোত্রহীন' কার লেখা?
ⓚ হুমায়ুন আজাদ ⓚ হুমায়ূন আহমেদ
ⓖ জহির রায়হান ⓖ হাসান আজিজুল হক

৩. 'ঘেউ ঘেউ' কোন প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের উদাহরণ?
ⓚ অব্যয়ের দ্বিরুক্তি ⓚ সমার্থক দ্বিরুক্তি
ⓖ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি ⓖ শব্দের দ্বিরুক্তি

৪. 'অনিলা' কোন গল্পের নায়িকা?
ⓚ স্ত্রীর পত্র ⓚ বোস্টমী
ⓖ নষ্টনীড় ⓖ পয়লা নম্বর

৫. 'পাঁচালিকার' হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?
ⓚ রামনিধি গুপ্ত ⓚ দাশরথি রায়
ⓖ ফকির গরীবুল্লাহ ⓖ রামরাম বসু

৬. কোনটি আরবি ভাষা থেকে অনূদিত সাহিত্য?
ⓚ নবীবংশ ⓚ গুলে বকাওলী
ⓖ হপ্তপয়কর ⓖ নসিহৎনামা

৭. '<u>পড়াশোনায়</u> মন দাও'-বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্তায় ৭মী ⓚ কর্মে ৭মী
ⓖ অপাদানে শূন্য ⓖ অধিকরণে ৭মী

৮. 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব' বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓚ অভিধানতত্ত্ব
ⓖ ধ্বনিতত্ত্ব ⓖ রূপতত্ত্ব

৯. 'দশরথের প্রতি কৈকয়ী' কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ⓚ বীরাঙ্গনা ⓚ ব্রজাঙ্গনা ⓖ পদ্মাবতী ⓖ রামায়ণ

১০. 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণ কীভাবে গঠিত?
ⓚ ঙ + গ ⓚ গ + ঙ ⓖ জ + ঙ ⓖ জ + ঞ

১১. শূন্যতাজ্ঞাপক শব্দ কোনটি?
ⓚ টন-টন B) বিড়-বিড়
ⓖ ঠন-ঠন D) বা-বা

১২. অয়োময়' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ লৌহময় ⓚ পেঁচান ⓖ দুর্বোধ্য ⓖ বাজে

১৩. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাস?
ⓚ রাজর্ষি ⓚ নীলকণ্ঠ
ⓖ অহিনকুল ⓖ গ্রামান্তর

১৪. কোনটি ক্রমবাচক শব্দ?
ⓚ পাঁচই ⓚ সপ্তম ⓖ এগারো ⓖ একুশে

১৫. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে?
ⓚ দশম ⓚ নবম ⓖ অষ্টম ⓖ সপ্তম

১৬. নিচের কোন সন্ধিবিচ্ছেদটি সঠিক নয়?
ⓚ নে+অন = নয়ন ⓚ রাজ্ +নী = রাজ্ঞী
ⓖ তদ্ +রূপ =তদ্রূপ ⓖ তদ্ + কাল = তৎকাল

১৭. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
ⓚ উষ্ম বর্ণ ⓚ স্বরবর্ণ ⓖ ব্যঞ্জনবর্ণ ⓖ ঘোষ বর্ণ

১৮. 'দুঃখ' কোন প্রকার বিশেষ্য পদ?
ⓚ সংজ্ঞাবাচক ⓚ গুণবাচক
ⓖ ভাববাচক ⓖ জাতিবাচক

১৯. কোনটি প্রথমা বিভক্তির বহুবচন?
ⓚ এর ⓚ এরা ⓖ দিগকে ⓖ দিগের

২০. Amplitude-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?
ⓚ বিস্তৃত ⓚ বিস্তার ⓖ প্রসার ⓖ প্রসারিত

২১. 'দেশান্তর' কোন সমাসের উদাহরণ?
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ কর্মধারয়
ⓖ নিত্য সমাস ⓖ অলুক তৎপুরুষ সমাস

২২. 'মনীষা' শব্দের বিপরীত শব্দ—
ⓚ নির্বোধ ⓚ প্রভা ⓖ মনস্বিতা ⓖ স্থিরতা

২৩. 'আছ তুমি জগৎ মাঝারে'-এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ ব্যাপ্তি ⓚ সঙ্গে ⓖ মধ্যে ⓖ সবকটি

২৪. নিচের কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ⓚ আয়া ⓚ ছাত্রী ⓖ সংমা ⓖ দাদী

২৫. শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী?
ⓚ চরিত্রহীন ⓚ মন্দির ⓖ নিষ্কৃতি ⓖ চন্দ্রনাথ

২৬. I don't mind— negative feedback if it is true.
ⓚ accept ⓚ accepting
ⓖ to accept ⓖ of accepting

২৭. A 'decade' is same as:
ⓚ twelve years ⓚ ten years
ⓖ twenty years ⓖ thirty years

২৮. The Lake District is associated with—
ⓚ Romantic age ⓚ Victorian age
ⓖ Medieval age ⓖ None of these

২৯. I said, 'Do it,' (Change the narration)
ⓚ I said that it should be done.
ⓚ I ordered someone to do it.
ⓖ I said that let it be done.
ⓖ I said to do it.

৩০. The antonym of 'Blasphemous' is—
ⓚ Rigid ⓚ Mindful
ⓖ Respectful ⓖ Frivolous

উত্তর

১.	গ
২.	ঘ
৩.	গ
৪.	ঘ
৫.	খ
৬.	ঘ
৭.	ঘ
৮.	গ
৯.	ক
১০.	ঘ
১১.	গ
১২.	ক
১৩.	গ
১৪.	খ
১৫.	ঘ
১৬.	গ
১৭.	খ
১৮.	খ
১৯.	খ
২০.	খ
২১.	গ
২২.	ক
২৩.	ক
২৪.	ঘ
২৫.	খ
২৬.	খ
২৭.	খ
২৮.	ক
২৯.	খ
৩০.	গ

৩১ I — to a foreign country.
(ক) was never been (খ) am never gone
(গ) have never been (ঘ) am never been

৩২. Who wrote 'A Slumber Did My Spirit Seal'?
(ক) William Wordsworth (খ) John Keats
(গ) Lord Byron (ঘ) P. B. Shelley

৩৩. The author seems to invite us to— with the tragic characters of his book.
(ক) connive (খ) ridicule
(গ) commiserate (ঘ) contemplate

৩৪. —the rain, the cricket match was not cancelled.
(ক) In lieu (খ) Due of
(গ) In spite of (ঘ) Even if

৩৫. The reference of 'Perfume of Arabia' can be found in:
(ক) Hamlet (খ) Merchant of Venice
(গ) Macbeth (ঘ) King Lear

৩৬. — is it difficult — dispose — waste?
(ক) where, to, for (খ) where, for, such
(গ) why, with, in (ঘ) why, to, of

৩৭. The synonym of the word 'Progress' is:
(ক) Performance (খ) Regression
(গ) Advancement (ঘ) Enhancement

৩৮. These flowers are not — to Bangladesh because these are not found here.
(ক) indigenous (খ) ingenuous
(গ) fluent (ঘ) exigent

৩৯. I put the camera — a tripod so I can take a steady picture.
(ক) by (খ) above (গ) in (ঘ) on

৪০. It is not difficult to — an alarm clock.
(ক) soothe (খ) disassemble
(গ) fort (ঘ) manual

৪১. The teacher would understand it if you — it to him more slowly.
(ক) would explain (খ) had explained
(গ) explain (ঘ) explained

৪২. I shall ring you up as soon as—.
(ক) I will arrive (খ) I shall arrive
(গ) I arrive (ঘ) I shall be arriving

৪৩. All the books have been sold. There — left.
(ক) are none (খ) is none
(গ) none (ঘ) not any

৪৪. The idiomatic expression 'hold good' means—
(ক) respectable (খ) praiseworthy
(গ) up-to-date (ঘ) valid

৪৫. Choose the correct spelling:
(ক) aumature (খ) ammateur
(গ) amatear (ঘ) amateur

৪৬. Antonym of word 'Native' is—
(ক) Alien (খ) Congenial
(গ) Inborn (ঘ) Local

৪৭. 'Come to light' means—
(ক) to publish (খ) in danger
(গ) valid (ঘ) lighting

৪৮. The young man seems very—
(ক) sensible (খ) sensibly
(গ) sensiblely (ঘ) sensitively

৪৯. Sweet — the uses of a adversity.
(ক) was (খ) are (গ) were (ঘ) is

৫০. The judge — my objection.
(ক) set forth (খ) set in (গ) set down (ঘ) set off

৫১. ৩০° এর পূরক কোণ কত?
(ক) ৯০° (খ) ৬০° (গ) ১৫০° (ঘ) ৮০°

৫২. ১ কে দুই ভাগ করলে কত হয়?
(ক) ০.৫০ (খ) ০.৫০০ (গ) সবগুলোই (ঘ) $\frac{১}{২}$

৫৩. x^3-1, x^3+1, x^4+x^2+1 এর ল.সা.গু. কত?
(ক) x^8-1 (খ) x^7-1 (গ) x^6-1 (ঘ) x^5-1

৫৪. একটি বইয়ের ধার্য মূল্য ৪০০ টাকা। বইটি ১৫% কমিশনে বিক্রয় হয়। বইটির ক্রয়মূল্য ২০০ টাকা হলে, এতে শতকরা কত লাভ হয়?
(ক) ৭০ (খ) ১৫ (গ) ৫০ (ঘ) ৮৫

৫৫. $Log_{2\sqrt{5}} 400 = X$ হলে X এর মান কত?
(ক) 7 (খ) 4 (গ) 5 (ঘ) 3

৫৬. $A = \{x : x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $x \leq 5\}$ হলে P (A) এর সদস্য সংখ্যা কতটি?
(ক) 8 (খ) 7 (গ) 6 (ঘ) 3

৫৭. ৮৫ লিটার দ্রবণে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ৮ : ৯। দ্রবণে কত লিটার সিরাপ রয়েছে?
(ক) ৪০ লিটার (খ) ৪৫ লিটার
(গ) ২৫ লিটার (ঘ) ৩৫ লিটার

৫৮. ৩, ৬, ১১, ১৮, ২৭ এর পরের সংখ্যাটি কত?
(ক) ৩৬ (খ) ৩৮ (গ) ৪৫ (ঘ) ৩৪

৫৯. ১২০টি ২৫ পয়সা ও ১০ পয়সার কয়েন একসাথে ২৭ টাকা হলে, ১০ পয়সার কয়েন কতটি?
(ক) ১০০ (খ) ৮০ (গ) ৪০ (ঘ) ২০

৬০. একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২২১ বর্গমিটার ও পরিসীমা ৬০ মিটার হলে তার দৈর্ঘ্য কত মিটার?
(ক) ১৭ B) ১৯ (গ) ২১ D) ২৭

৬১. $xyz = 280$ হলে কোনটি y এর মান হতে পারে না?
(ক) 0 (খ) 5 (গ) 3 (ঘ) 2

৬২. x ও y উভয় বিজোড় সংখ্যা হলে, নিচের কোনটি জোড় সংখ্যা?
(ক) xy (খ) $x+y$ (গ) $x+y+1$ (ঘ) $xy+4$

৬৩. একটি রাশি অপর একটি রাশির ৬৪% হলে, রাশি দুটির অনুপাত কত হবে?
(ক) ১৪ : ১৫ (খ) ১৬ : ২৫
(গ) ১৩ : ২৫ (ঘ) ১২ : ২৪

৬৪. তিনটি সংখ্যা জোড়ায় জোড়ায় যোগ করলে যোগফল ২০, ২৭ এবং ২৩ হয়। সংখ্যা তিনটি কত?
(ক) ৬, ৪ এবং ১৫ (খ) ৯, ১১ এবং ১৪
(গ) ১০, ৮ এবং ১৭ (ঘ) ৮, ১২ এবং ১৫

উত্তর

৩১.	গ
৩২.	ক
৩৩.	গ
৩৪.	গ
৩৫.	গ
৩৬.	ঘ
৩৭.	ঘ
৩৮.	ক
৩৯.	ঘ
৪০.	ক
৪১.	ঘ
৪২.	গ
৪৩.	ক
৪৪.	ঘ
৪৫.	ঘ
৪৬.	ক
৪৭.	ক
৪৮.	ক
৪৯.	খ
৫০.	গ
৫১.	খ
৫২.	গ
৫৩.	গ
৫৪.	ক
৫৫.	খ
৫৬.	ক
৫৭.	খ
৫৮.	খ
৫৯.	ঘ
৬০.	ক
৬১.	ক
৬২.	খ
৬৩.	খ
৬৪.	ঘ

৬৫. $x^2 + x - 20$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ কত হবে?
ⓚ $(x-5)(x-4)$ ⓛ $(x+5)(x-4)$
ⓜ $(x-5)(x+4)$ ⓝ $(x+5)(x+4)$

৬৬. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী?
ⓚ ৭ ও ১১ ⓛ ১২ ও ১৮
ⓜ ১০ ও ২৪ ⓝ ১০ ও ১৬

৬৭. ২৫০ মি.লি. আয়তনের পানির ওজন কত কেজি?
ⓚ ২৫০ ⓛ ০.২৫ ⓜ ২.৫০ ⓝ ৫.০০

৬৮. ০, ১, ২ এবং ৩ দ্বারা গঠিত চার অংকের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল—
ⓚ ৩১৪৭ ⓛ ২২৮৭ ⓜ ২৯৮৭ ⓝ ২১৮৭

৬৯. নিচের কোন সংখ্যাটি মৌলিক?
ⓚ ১০৫ ⓛ ৫৩ ⓜ ২১ ⓝ ১২৪

৭০. ২০টি কমলার ২০% পচা হলে ভাল কমলার সংখ্যা—
ⓚ ১০টি ⓛ ১৫টি ⓜ ১৬টি ⓝ ৫টি

৭১. বার্ষিক ১০% মুনাফার ১০,০০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা কত টাকা?
ⓚ ২,৫০০ ⓛ ৩,০০০ ⓜ ৫,০০০ ⓝ ৪,০০০

৭২. ৩ : ৫ এর দ্বিগুণানুপাত কত?
ⓚ ১৫ : ২৫ ⓛ ২ : ৪ ⓜ ৬ : ১ ⓝ ৯ : ২৫

৭৩. A, B, C বর্ণের ৩টিই বর্ণ নিয়ে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায়?
ⓚ ৩ ⓛ ৬ ⓜ ৯ ⓝ ১২

৭৪. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সাথে পরিধির অনুপাত হলো—
ⓚ জ্যা ⓛ ব্যাস ⓜ ব্যাসার্ধ ⓝ বৃত্তকলা

৭৫. ABCD রম্বসের $\angle ABC = 120^0$ এবং কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু O। $OE \perp AB$ হলে, $\angle BOE =$ কত?
ⓚ 30^0 ⓛ 45^0 ⓜ 60^0 ⓝ 120^0

৭৬. নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয়?
ⓚ Bing ⓛ Google ⓜ Yahoo ⓝ Safari

৭৭. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থিত ঢাকার—
ⓚ ধানমন্ডিতে ⓛ সেগুনবাগিচায়
ⓜ শাহবাগে ⓝ আগারগাঁয়ে

৭৮. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুসারে 'সকল নাগরিক সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার রাখে'?
ⓚ ১৭ ⓛ ২১(২) ⓜ ২৭ ⓝ ৩৭

৭৯. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট থানা কোনটি?
ⓚ থানচি ⓛ শিবগঞ্জ ⓜ রাজস্থলী ⓝ শ্যামনগর

৮০. 'ভোমরা' স্থলবন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ⓚ যশোর ⓛ দিনাজপুর
ⓜ সিলেট ⓝ সাতক্ষীরা

৮১. কোন গাছের কাঠ থেকে পেন্সিল তৈরি হয়?
ⓚ গেওয়া ⓛ গর্জন ⓜ ধুন্দল ⓝ সুন্দরী

৮২. পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চল কোনটি?
ⓚ সাভানা ⓛ সুন্দরবন ⓜ কিনাবালু ⓝ তৈগা

৮৩. বহুরূপী মৌল কোনটি?
ⓚ সোডিয়াম ⓛ ক্যালসিয়াম
ⓜ অ্যালুমিনিয়াম ⓝ কার্বন

৮৪. বাংলা একাডেমি কত সাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বইমেলা আয়োজন করে আসছে?
ⓚ ১৯৭২ ⓛ ১৯৭৭ ⓜ ১৯৭৮ ⓝ ১৯৮৩

৮৫. বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনায় অর্থনীতিকে কয়টি খাতে ভাগ করা হয়?
ⓚ ১২ ⓛ ১৩ ⓜ ১৫ ⓝ ১৯

৮৬. ২০২৩ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ যুক্তরাজ্য ⓛ যুক্তরাষ্ট্র ⓜ ফ্রান্স ⓝ চীন

৮৭. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কবে গ্লোব-ই নেটওয়ার্কের সদস্য হয়?
ⓚ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ⓛ ১ মার্চ ২০২৪
ⓜ ১ এপ্রিল ২০২৪ ⓝ ১ মে ২০২৪

৮৮. ৫০তম G7 শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ⓚ আপুলিয়া, ইতালি ⓛ প্যারিস, ফ্রান্স
ⓜ বন, জার্মানি ⓝ লন্ডন, যুক্তরাজ্য

৮৯. প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে 'হোয়াইট ব্যাজ'-এর স্বীকৃতি পান কে?
ⓚ নাহিদা আকতার ⓛ ফারজানা হক
ⓜ মাসফিয়া আফরিন ⓝ ফাতেমা খানম

৯০. জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ মোনাকো ⓛ সিঙ্গাপুর ⓜ বাংলাদেশ ⓝ কানাডা

৯১. নিচের কোনটি বংশগত রোগ?
ⓚ নিউমোনিয়া ⓛ হুপিং কাশি
ⓜ থ্যালাসেমিয়া ⓝ টাইফয়েড

৯২. পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?
ⓚ এশিয়া ⓛ ইউরোপ ⓜ আমেরিকা ⓝ আফ্রিকা

৯৩. প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করা হয় ফেব্রুয়ারির কত তারিখে?
ⓚ ২১ ⓛ ২৫ ⓜ ২৬ ⓝ ২৩

৯৪. দেশের প্রথম ইপিজেড কোথায় অবস্থিত?
ⓚ সাভার ⓛ মোংলা ⓜ হালিশহর ⓝ পাকশি

৯৫. বাংলাদেশের কৃষিতে 'মোহিনী' কোন ফসলের উন্নত জাত?
ⓚ ভুট্টা ⓛ ধান ⓜ পাট ⓝ আলু

৯৬. পুন্ড্রনগর কোন জেলায় অবস্থিত?
ⓚ কুমিল্লা ⓛ নওগাঁ ⓜ বগুড়া ⓝ দিনাজপুর

৯৭. অতিবেগুনি রশ্মি কোথায় থেকে আসে?
ⓚ চন্দ্র ⓛ তারকা ⓜ সূর্য ⓝ ব্ল্যাকহোল

৯৮. বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি?
ⓚ নায়াগ্রা ⓛ ভিক্টোরিয়া ⓜ টুভেল্লু ⓝ অ্যাঞ্জেল

৯৯. শীতল মরুভূমি কোনটি?
ⓚ সাহারা ⓛ আরব মরুভূমি
ⓜ লাল আলখালি ⓝ লাদাখ

১০০. কোনটি ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্র নয়?
ⓚ ডোমিনিকা ⓛ জ্যামাইকা
ⓜ পুয়ের্তোরিকো ⓝ বার্বাডোস

উত্তর
৬৫. খ
৬৬. ঘ
৬৭. খ
৬৮. ঘ
৬৯. খ
৭০. গ
৭১. ঘ
৭২. ঘ
৭৩. খ
৭৪. গ
৭৫. ক
৭৬. ঘ
৭৭. ঘ
৭৮. গ
৭৯. ক
৮০. ঘ
৮১. গ
৮২. ঘ
৮৩. ঘ
৮৪. ঘ
৮৫. ঘ
৮৬. ক
৮৭. খ
৮৮. ক
৮৯. গ
৯০. ক
৯১. গ
৯২. ঘ
৯৩. ঘ
৯৪. গ
৯৫. খ
৯৬. গ
৯৭. গ
৯৮. ঘ
৯৯. ঘ
১০০. গ

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরামর্শ

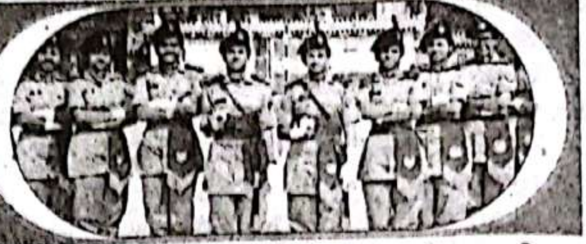

ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। ক্যাডেট কলেজে ভর্তিচ্ছুদের প্রস্তুতিকে শাণিত করে রাখতে এ সংখ্যায় থাকছে ২০২৪ সালের সিলেবাস ও তদনুযায়ী বাংলা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সাজেশন।

বাংলা ■ পূর্ণমান : ৬০

ক. সাহিত্য অংশ

কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও সাহিত্যের নানারূপ– বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপণ।

খ. ব্যাকরণ অংশ

ভাষা ও বাংলা ভাষা, প্রমিত ভাষা, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, উচ্চারণ, বানান • ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি/ শব্দের শ্রেণি • বচন • লিঙ্গ • যতিচিহ্ন • প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ, এক কথায় প্রকাশ • বাক্য প্রকরণ।

গ. নির্মিত অংশ

১. অনুচ্ছেদ/প্রবন্ধ/গল্প/সংলাপ/রোজনামচা (দিনলিপি) লিখন : প্রায়োগিক লেখা, বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা, বিশ্লেষণমূলক লেখা, কল্পনানির্ভর লেখা।
২. ভাব-সম্প্রসারণ।
৩. সারাংশ/সারমর্ম।
৪. পত্রলিখন/দরখাস্ত লিখন।

বাংলা সাহিত্য

✓ একাত্তরের দিনগুলি লিখেছেন— জাহানারা ইমাম।
✓ 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটি লিখেন — ১৯৫৪ সালে।
✓ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম রচনা— পিপাসা।
✓ 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম 'নামে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন — রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
✓ বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক হিসেবে পরিচিত— আবদুল্লাহ আল-মুতী।
✓ সাত ভাই চম্পা-গল্পটি লিখেন— দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
✓ 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতাটি লিখেন— কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ সিন্ধু-গাজি শব্দের অর্থ— সাগরের বীর।
✓ 'আমার বাড়ি' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে — হাঁসু নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে।
✓ 'বাচতে দাও' কবিতাটি লিখেছেন — শামসুর রাহমান।
✓ আমরা সবাই রাজা গানটির রচয়িতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
✓ আমরা সবাই রাজা গানটি নেওয়া হয়েছে— রাজা নামক নাটক থেকে।
✓ 'ম্যাজিক' গল্পটি লিখেছেন— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
✓ 'পুতুল' গল্পটি লিখেছেন— হুমায়ূন আহমেদ।
✓ 'পটুয়া' নামে পরিচিত— চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
✓ আড়ি দেওয়া শব্দটির অর্থ— অভিমান করা।
✓ খাদ্যের পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে— কুটির শিল্প।
✓ জামদানি কারিগরদের বসবাস— নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে।
✓ 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোট গল্পের রচয়িতা — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাকরণ অংশ

✓ বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন?— রাজা রামমোহন রায়।
✓ উচ্চারণের একক— অক্ষর।
✓ ভাষার মূল উপাদান— ধ্বনি।
✓ এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলা হয়— শব্দ।
✓ সংকেত ভাষার অপরনাম— ইশারা ভাষা।
✓ ভৌগোলিক ব্যবধান বা অঞ্চলভেদে ভাষার যে বৈচিত্র্য তাকে ভাষা বলা হয়— উপভাষা।
✓ উপভাষার আরেক নাম— আঞ্চলিক ভাষা।
✓ বিশেষ পরিবেশ ও প্রয়োজনের বাইরে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয়— কথ্যভাষা।
✓ ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় যে ভাষারূপের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাকে বলে— সামাজিক ভাষা।
✓ বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে ব্যবহার করা হয়— বিরামচিহ্ন।
✓ সম্বোধনের পরে যে চিহ্ন বসে— কমা।
✓ ক্রিয়ার মূলকে বলে।— ধাতু।
✓ 'স্বাগত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ— সু+আগত।
✓ প্রিয় কথা বলে যে নারী— প্রিয়ংবদা।
✓ অপরিবর্তনীয় শব্দকে বলে— অব্যয় পদ।
✓ হরিণের চামড়া— অজিন।
✓ হাতে-কলমে যে শিক্ষা— প্রশিক্ষণ।
✓ 'শবপোড়া' শব্দটি যে দোষে দুষ্ট— গুরুচণ্ডালী।
✓ একটি সার্থক বাক্যের গুণ থাকে— তিনটি।
✓ ভাষা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দ বহুল — সাধু।
✓ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি— ২টি।

■ বিপরীতার্থক শব্দ

✓ অগ্র— পশ্চাৎ • আকাশ— পাতাল • অর্পণ— গ্রহণ • আদি— অন্ত • আসল— নকল • কোমল— কঠিন।

■ এককথায় প্রকাশ

✓ ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার— আঁষটে
✓ ইতিহাস রচনা করেন যিনি— ঐতিহাসিক
✓ আয় বুঝে ব্যয় করে যে— মিতব্যয়ী
✓ অকালে পক্ক হয়েছে যা— অকালপক্ক
✓ অক্ষির সমক্ষে বর্তমান— প্রত্যক্ষ।

■ নির্মিত অংশ

✓ সেচ্ছাসেবী হিসেবে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সহযোগিতায় তোমার ভূমিকা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।
✓ স্কাউটের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

■ ভাব সম্প্রসারণ

✓ বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা
✓ নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

স্কটল্যান্ডের প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার ডোনাল্ড দেবার

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি

তৃতীয় পর্ব

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের এক অপার সম্ভাবনাময় এবং অনিন্দ্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার একটি সেতু। জীবনে সফলতা আসার জন্য প্রয়োজন অপ্রতিম সাহসিকতা আর ধৈর্যের। স্বপ্নবিভোর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য এইচএসসি পরবর্তী সময়টুকু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর ১২০। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফলের ওপর ২০ নম্বর। MCQ পরীক্ষার নম্বর ৬০, আর লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বর ৪০। মাধ্যমিক পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত GPA কে ২ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত GPA কে ২ দিয়ে গুণ করে এই দুয়ের যোগ ফল ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ নম্বরের ওপর শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হয়। MCQ ও লিখিত পরীক্ষার জন্য আলাদাভাবে ৪৫ মিনিট বরাদ্দ থাকে। MCQ পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হয় এবং তা বিষয়ভিত্তিক সমন্বয় করা হয়।

ইউনিটভিত্তিক মানবণ্টন ও প্রস্তুতি

■ **বিজ্ঞান ইউনিট** (মোট ৪টি বিষয় এর ওপর পরীক্ষা দিতে হয়)

MCQ ➤ পদার্থবিজ্ঞান (আবশ্যিক) ১৫ ◆ রসায়ন (আবশ্যিক) ১৫ ◆ জীববিজ্ঞান ১৫ ◆ গণিত ১৫ ◆ বাংলা ১৫ ◆ ইংরেজি ১৫।

লিখিত ➤ পদার্থবিজ্ঞান (আবশ্যিক) ১০ ◆ রসায়ন (আবশ্যিক) ১০ ◆ জীববিজ্ঞান ১০ ◆ গণিত ১০ ◆ বাংলা ১০ ◆ ইংরেজি ১০।

পাস নম্বর : MCQ অংশের পাস নম্বর ২৪। MCQ পরীক্ষায় ২৪ নম্বর পেলে কেবল লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে। লিখিত অংশের পরীক্ষায় পাস নম্বর ১২। তবে ১০০ নম্বরের মধ্যে MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার মোট পাস নম্বর ৪০।

প্রস্তুতি

MCQ অংশের জন্য পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতের সূত্রগুলো বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে। সাধারণত সহজ সূত্র থেকে ম্যাথ বেশি আসে এবং এমন সব ম্যাথ আসে যেগুলো ক্যালকুলেটর ছাড়াই করা সম্ভব। অন্যদিকে জীববিজ্ঞান এবং রসায়নের স্পেশাল ইকুয়েশন বা বিক্রিয়াগুলো দেখে যেতে হবে। রসায়ন আর জীববিজ্ঞান দ্রুত উত্তর দিয়ে ফেলতে হবে যেন পদার্থ আর গণিতের জন্য সময় বেশি থাকে। রিটেনের ক্ষেত্রে যাই আসুক না কেন কিছুই বাদ দিয়ে আসা যাবে না। লিখিত ভাল করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অনুশীলন।

■ **কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট**

MCQ ➤ বাংলা ১৫ ◆ ইংরেজি ১৫ ◆ সাধারণ জ্ঞান ৩০

লিখিত ➤ বাংলা ২০ ◆ ইংরেজি ২০

পাস নম্বর : MCQ অংশের পাস নম্বর ২৪। এর মধ্যে বাংলায় ন্যূনতম ৫ নম্বর, General English-এ ন্যূনতম ৫ নম্বর, সাধারণ জ্ঞানে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে। A Level সংশ্লিষ্টদের ক্ষেত্রে বাংলা বিষয়ের বিকল্প হিসেবে Advanced English-এ ন্যূনতম ৫ নম্বর পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষার অংশে ন্যূনতম ১১ নম্বর পেতে হবে। এর মধ্যে বাংলা অংশে ন্যূনতম ৫ এবং General English-এ ন্যূনতম ৫ নম্বর পাওয়া আবশ্যক। তবে ১০০ নম্বরের মধ্যে MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার মোট পাস নম্বর ৪০।

প্রস্তুতি

MCQ অংশের সাধারণ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এবং মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ-মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ে পঠিত পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে হবে। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের খবরা-খবর কিংবা ঘটনাবলি থেকে অনেক প্রশ্ন আসে। এজন্য এ বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা জরুরি। প্রতিদিন খবরের কাগজ কিংবা প্রত্যেক মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সংগ্রহ করে বিশেষ খবরগুলো নোট করে রাখতে পারেন। রিটেনের ক্ষেত্রে বাংলায় কিছুটা কম সময় দিয়ে ইংরেজিতে বেশি সময় নিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে লিখতে হবে। প্রশ্ন লিখার আগে প্রথমেই সম্পূর্ণ রিটেন খাতা একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

■ ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট

MCQ > বাংলা (আবশ্যিক) ১২ ♦ ইংরেজি (আবশ্যিক) ১২ ♦ হিসাব বিজ্ঞান (আবশ্যিক) ১২ ♦ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আবশ্যিক) ১২ ♦ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন অথবা ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১২।

লিখিত > বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ৪ ♦ ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ ৪ ♦ ভুল সংশোধনী (বাংলা) ৪ ♦ ভুল সংশোধনী (ইংরেজি) ৪ ❙ বাণিজ্য বিষয় > হিসাববিজ্ঞান (আবশ্যিক) ৮, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আবশ্যিক) ৮, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন অথবা ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ৮।

প্রস্তুতি

MCQ'র জন্য শুরু থেকেই বই এর খুঁটিনাটি এবং মূল বিষয়বস্তু বুঝে প্রস্তুতি নিলে সেটা বেশি ফলপ্রসূ হয়। অবশ্যই বেসিক এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখা জরুরি। লিখিত অংশে খাতায় সৃজনশীলতা দেখাতে হবে। উত্তরপত্র অন্যদের চেয়ে আলাদা করতে হবে। সৃজনশীলতা একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম। খাতায় উক্তি, চিত্র, গ্রাফ, চার্ট থাকলে ভালো নম্বর ওঠে। টু দ্য পয়েন্টে উত্তর করতে হবে। কারণ লিখিত খাতায় উত্তরের স্পেস নির্ধারিত করা থাকে। অনুবাদ ও শুদ্ধিকরণের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা : MCQ > বাংলা (আবশ্যিক) ১২ ♦ ইংরেজি (আবশ্যিক) ১২ ♦ আইসিটি ১২ ♦ গণিত/ পরিসংখ্যান/ অর্থনীতি (যে কোনো ১টি) ২৪।

লিখিত > বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ৫ ♦ ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ ৫ ♦ ভুল সংশোধনী (বাংলা) ৫ ♦ ভুল সংশোধনী (ইংরেজি) ৫ ♦ আইসিটি (আবশ্যিক) ১০♦ গণিত/ পরিসংখ্যান/ অর্থনীতি (যে কোনো ১টি) ১০।

■ চারুকলা ইউনিট

ঢাবি চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২টি অংশে অনুষ্ঠিত হবে : সাধারণ জ্ঞান (৪০ নম্বর) + অঙ্কন বা ফিগার ড্রয়িং (৬০ নম্বর) = ১০০ নম্বর। সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। 'সাধারণ জ্ঞান' ও 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) দুইটি পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বরের ৪০% পাশ নম্বর হিসেবে গণ্য করা হবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি চারুকলা ইউনিটে, MCQ পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারিত রয়েছে।

প্রস্তুতি

MCQ পদ্ধতির পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিসহ চারুকলার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বা বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমসাময়িক ঘটনাবলি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্ন থাকবে। এই সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুসারে শুধুমাত্র প্রথম ১,৫০০ জন পরীক্ষার্থীকে 'অঙ্কন' (ফিগার ড্রয়িং) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বি.দ্র.: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ভর্তি প্রস্তুতি সম্পন্ন করলে অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতি অনেকটাই সম্পন্ন হয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নব্যাংকে সমাধান এবং সে আলোকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চবি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মোট ১০০ নম্বরে এবং পাস নম্বর হলো ৪০। শুধুমাত্র D1 ইউনিটে ন্যূনতম পাস নম্বর ৩৫। এস.এস.সি সমমান এবং এইচ.এস.সি/ সমমানের GPA এর উপর ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকে। প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বারের সাথে GPA এর নাম্বার যোগ করে ফলাফল ও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, কোটায় আলাদা করে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়।

ইউনিটভিত্তিক মানবন্টন

A : মোট ৫টি বিষয়ে উত্তর করতে হয়। বাংলা (আবশ্যিক) ১০ ♦ ইংরেজি (আবশ্যিক) ১৫ ♦ পদার্থবিজ্ঞান ২৫ ♦ রসায়ন ২৫ ♦ গণিত ২৫ ♦ জীববিজ্ঞান ২৫।

B : বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ এবং সাধারণ জ্ঞান ৪০ মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়ে থাকে।

B1 : বাংলা ২৫, ইংরেজি ২৫, সাধারণ জ্ঞান ৩০।

C : Fundamental Communication Skill : English : 40, Analytical Skill : 30 ও Problem Solving Skill : 30.

D : বাংলা ৩০ ♦ ইংরেজি ৩০ ♦ বিশ্লেষণ দক্ষতা ২০ ♦ সাধারণ জ্ঞান/ গণিত/ অর্থনীতি ২০।

D1: বাংলা ৩৫ ♦ ইংরেজি ৩০ ♦ সাধারণ জ্ঞান ৩৫
ব্যবহারিক > ফিল্ড টেস্ট ২০ ♦ খেলাধুলা সনদ ১০।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মোট ১০০ নম্বরে, এর মাঝে ৮০ নম্বর MCQ এবং বাকি ২০ নম্বর মাধ্যমিক বা দাখিল এবং উচ্চমাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষার প্রাপ্ত GPA এর ওপর নির্ভর করে। রাবির ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা। প্রতি প্রশ্নের মান ১.২৫ নম্বর এবং প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর করে কাটা হয়।

CamScanner

ইউনিটভিত্তিক মানবন্টন

A : বাংলা ৩৫ (২৮টি প্রশ্ন) ♦ ইংরেজি ৩৫ (২৮টি প্রশ্ন) ♦ সাধারণ জ্ঞান ৩০ (২৪টি প্রশ্ন)।

B : ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য > বাংলা ১৫ ♦ ইংরেজি ২৫ ♦ হিসাববিজ্ঞান-৩০ ♦ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৩০।

মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য > বাংলা ১৫ ♦ ইংরেজি ২৫ ♦ সাধারণ জ্ঞান ৪৫, আইসিটি ১৫।

C : বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য > ♦ পদার্থবিজ্ঞান (আবশ্যিক) ৩১.২৫ ♦ রসায়ন (আবশ্যিক) ৩১.২৫ ♦ আইসিটি (আবশ্যিক) ৬.২৫ ♦ গণিত ২৫ ♦ জীববিদ্যা ২৫।

[Note : জীববিদ্যা অথবা গণিত যেকোনো একটি বিষয়েরর উত্তর করতে হবে।]

অবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য > বাংলা ৩১.২৫ ♦ ইংরেজি ৩১.২৫ ♦ সাধারণ জ্ঞান/ ভূগোল / মনোবিজ্ঞান ৩৭.২৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মোট ১০০ নম্বরে এর মাঝে এমসিকিউ ৮০ (পাস নম্বর ২৭) এবং এস.এস.সি সমমান এবং এইচ.এস.সি/ সমমানের জিপিএ এর উপর ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকে। সময় ১ ঘন্টা। কেনো বিষয়ে আলাদা পাস করতে হবেনা। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য .২০ নম্বর কাটা যাবে।

ইউনিটভিত্তিক মানবন্টন

A : বাংলা ৩ ♦ ইংরেজি ৩ ♦ গণিত ২২ ♦ পদার্থবিজ্ঞান ২২ ♦ রসায়ন ২২ এবং আইসিটি ৮ নম্বর।

B : বাংলা ২০ ♦ ইংরেজি ২০ ♦ সাধারণ গণিত ২০ ♦ সাধারণ জ্ঞান এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ ২৫ নম্বর।

C : বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ৫০ নম্বর।

C1: বাংলা ১০, ইংরেজি ১০ এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ৬০ নম্বর।

D : বাংলা ৪ ♦ ইংরেজি ৪ ♦ বুদ্ধিমত্তা ৪ ♦ রসায়ন ২৪ ♦ উদ্ভিদবিজ্ঞান ২২ এবং প্রাণিবিদ্যা ২২ নম্বর।

E : ব্যবসায় শিক্ষা শাখা > বাংলা ১৫ ♦ ইংরেজি ৩০ ♦ গণিত ১৫ ♦ হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২০ নম্বর। বিজ্ঞান/মানবিক/সমমান শাখা > বাংলা ১৫ ♦ ইংরেজি ৩০ ♦ গণিত ১৫ ♦ সাধারণ জ্ঞান ২০ নম্বর।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন ভর্তি পরীক্ষাগুলোর মাঝে একটি। দুই ধাপের ভর্তি পরীক্ষায় ক গ্রুপ (প্রকৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ) এবং খ গ্রুপের (প্রকৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য বিভাগ) জন্য প্রথমে MCQ টাইপ ১০০ নম্বরের ১ ঘন্টাব্যাপী প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের মূল ভর্তি (চূড়ান্ত) পরীক্ষায় ক-গ্রুপের জন্য মোট ৪০০ নম্বর ও খ-গ্রুপের জন্য মোট (৪০০+২৫০) = ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর করে কাটা হবে।

মানবন্টন

MCQ > উচ্চতর গণিত ৩৪ ♦ পদার্থবিজ্ঞান ৩৩ ♦ রসায়ন ৩৩ মোট ১০০ নম্বর।

লিখিত

গ্রুপ 'ক' > উচ্চতর গণিত ১৪টি প্রশ্ন ♦ পদার্থবিজ্ঞান ১৩টি প্রশ্ন ♦ রসায়ন ১৩টি প্রশ্ন। (মোট ৪০০ নম্বর এবং ১২০ মিনিট সময়)

গ্রুপ 'খ' > উচ্চতর গণিত ১৪টি প্রশ্ন ♦ পদার্থবিজ্ঞান ১৩টি প্রশ্ন ♦ রসায়ন ১৩টি প্রশ্ন। (মোট ৪০০ নম্বর এবং ১২০ মিনিট সময়) মুক্ত হস্তে অঙ্কন ৩টি প্রশ্ন ♦ দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি ৪টি প্রশ্ন (মোট ২৫০ নম্বর এবং ৯০ মিনিট সময়)

প্রস্তুতি

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গণিত এ তিন বিষয়ে সমান গুরুত্বারোপ করা উচিত। প্রতিটি অধ্যায় ১বার করে রিভিশন দেওয়ার পর ওই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মূল বইয়ের অনুশীলনী ও সহায়ক বইয়ের প্রবলেমসমূহ সলভ করে অনুশীলন করা উত্তম। যত বেশি প্র্যাকটিস করা হবে, তত বেশি নির্ভুলতা বাড়বে। পদার্থবিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতের জন্য বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করার অনুশীলন করতে হবে। রসায়নে থিওরি পার্ট অনেক বেশি হওয়ায় গাণিতিক প্রবলেমের পাশাপাশি মূল বইও নিয়মিত আত্মস্থ করতে হবে। অ্যাডমিশন টেস্টে কেমিস্ট্রি পার্ট দিয়ে শুরু করা একটি ভালো স্ট্র্যাটেজি। এ অংশে ভাবার বিষয় কম থাকে, দ্রুত শেষ করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির সহায়ক গ্রন্থ

♦ এইচএসসির পাঠ্য পুস্তক ♦ বাংলার ২য় পত্রের জন্য SSC মূল বোর্ড বই ও ভাষা শিক্ষা, হায়াৎ মামুদ ♦ ইংরেজির জন্য English for competitive exams, Barron's & Cliffs TOFEL ♦ সাধারণ জ্ঞানের জন্য নতুন বিশ্ব, প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স।

ওয়েলসের রাজধানী ও বিখ্যাত শহর কার্ডিফ

নিঝুম দ্বীপের দেশ নোয়াখালী

জানেন কি : নোয়াখালী জেলা

- আয়তনে : দেশের ৯ম
  চট্টগ্রাম বিভাগে : ৪র্থ
- জনসংখ্যায় : দেশের ১০ম
  চট্টগ্রাম বিভাগে : ৩য়

পটভূমি

১৭৭২ সালে বাংলায় প্রথম আধুনিক জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তখন সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি জেলা ছিল কালিন্দা। এ জেলাটি গঠিত হয়েছিল মূলত নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে। ১৭৭৩ সালে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করা হয়। ১৭৮৭ সালে পুনরায় জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৪টি জেলায় ভাগ করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি জেলা ছিল ভুলুয়া। ১৭৯২ সালে ত্রিপুরা নামে একটি নতুন জেলা সৃষ্টি করে ভুলুয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮২১ সালে ভুলুয়া নামে স্বতন্ত্র জেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৮ সালে ভুলুয়া জেলাকে নোয়াখালী জেলা নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হলে লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা পৃথক হয়ে যায়।

নামকরণ

বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রাচীন নাম 'ভুলুয়া'। বঙ্গোপসাগরের মেঘনা নদীর উপকূলে একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম ছিল ভুলুয়া অন্যদিকে, মেঘনা নদীর একটি শাখা নদীর নামও ছিল ভুলুয়া। ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎসরিত ডাকাতিয়া নদীর বন্যায় প্রায়ই প্লাবিত হতো ভুলুয়ার উত্তর এবং পূর্বাঞ্চল। বন্যার প্লাবন থেকে এ অঞ্চলের কৃষি রক্ষা করার জন্য কুমিল্লার ফৌজদারের তত্ত্বাবধানে ডাকাতিয়া থেকে রামগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, চৌমুহনীর মধ্যে দিয়ে একটি নতুন খাল কেটে বন্যার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয় বঙ্গোপসাগরের মেঘনা ও ফেনী নদীর সঙ্গমস্থলে। এ দীর্ঘ নতুন খালটি খননের পর ভুলুয়া অঞ্চলের নতুন নামকরণ হয় নোয়াখালী।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১৮২১ সালে
- সীমানা : পূর্বে চট্টগ্রাম ও ফেনী, উত্তরে কুমিল্লা, পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।
- আয়তন : ৩,৬৮৫.৮৭ (বর্গ কিমি)
- জনসংখ্যা : ৩৬,২৫,৪৪২ জন [জনশুমারি ২০২২]
- সাক্ষরতা : ৭৮.১% [SVRS ২০২৩]
- ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ৯৮৪ জন।

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৯টি— সদর, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, হাতিয়া
- থানা : ১০টি ◆ পৌরসভা : ৮টি ◆ ইউনিয়ন : ৯৩টি
- জাতীয় সংসদের আসন : ৬টি।

◆ প্রধান নদনদী ➢ হাতিয়া, ছোট ফেনী নদী।

বজরা শাহী জামে মসজিদ

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা নামক স্থানে বজরা শাহী জামে মসজিদ অবস্থিত। দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদের অনুকরণে মুঘল জমিদার আমান উল্লাহ খান ১৭৪১ সালে বজরা শাহী মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন যা শেষ হয় ১৭৪২ সালে। মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের বিশেষ অনুরোধে পবিত্র মক্কা শরীফের অধিবাসী বুজুর্গ আলেম হযরত মাওলানা শাহ আবু সিদ্দিকী এ ঐতিহাসিক মসজিদের প্রথম ইমাম হিসেবে নিয়োজিত হন। তার বংশধরগণ এখনও যোগ্যতা অনুসারে এ মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী

- সেক্টর ➢ ২নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  - ৭ ডিসেম্বর : সদর, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ, সুবর্ণচর
  - ১৪ ডিসেম্বর : হাতিয়া
  - ১৭ ডিসেম্বর : চাটখিল
  - ১৮ ডিসেম্বর : কবিরহাট
  - ২৫ ডিসেম্বর : সেনবাগ

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

মুক্তিযোদ্ধা ➢ বীর বিক্রম : আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আবুল বাশার আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আবুল বাশার • বীর প্রতীক : গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ শরীফ

শহীদ বুদ্ধিজীবী ➢ হবিবুর রহমান (শিক্ষাবিদ এবং অধ্যাপক), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক, শিক্ষাবিদ)।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ➢ আতাউর রহমান (টিভি অভিনেতা), আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল (সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব), ফেরদৌসী মজুমদার (টিভি অভিনেত্রী), মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী (চলচ্চিত্র পরিচালক)।

অন্যান্য ব্যক্তিত্ব ➢ আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক ও মঈন উদ্দিন আহমেদ (সাবেক সেনাপ্রধান), আমিনুল হক (সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল), এ এস এম শাহজাহান (সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক), সা'দত হুসেন (BPSC'র সাবেক চেয়ারম্যান), ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী (সাবেক প্রধান বিচারপতি), আব্দুল মালেক উকিল (সাবেক স্পিকার), শিরীন শারমিন চৌধুরী (বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার), কবীর চৌধুরী (শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক), আনিসুল হক (DNCC'র সাবেক মেয়র), ফরহাদ মজহার (লেখক, ঔপন্যাসিক এবং মানবাধিকার কর্মী), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (শিক্ষাবিদ এবং লেখক), আবু নসর মোহাম্মদ গাজীউল হক (ভাষা সৈনিক), মওদুদ আহমদ (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।

ওয়েলসের বর্তমান ফার্স্ট মিনিস্টার মাইর এলুনেড মরগান

CamScanner

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- ♦ **নোয়াখালী সদর** ➤ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, জেলা জামে মসজিদ।
- ♦ **বেগমগঞ্জ** ➤ কমলার দিঘি, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম ডেল্টা জুট মিলস, কুতুবপুর গ্যাস ফিল্ড।
- ♦ **সেনবাগ** ➤ কাবিলপুর হাক্কানী মসজিদ।
- ♦ **চাটখিল** ➤ মেঘা দিঘী, জরাজীর্ন জমিদার বাড়ী।
- ♦ **কোম্পানিগঞ্জ** ➤ শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্র, মুছাপুর ফরেস্ট ও লেক মুছাপুর, ছোট ফেনী নদী।
- ♦ **কবিরহাট** ➤ খেরীর দিঘী, ধানসিঁড়ি স্টীল ব্রীজ।
- ♦ **হাতিয়া** ➤ নিমতলী সমুদ্র সৈকত, নলচিরা ঘাট নিঝুম দ্বীপ, ভাসানচর।

গান্ধী আশ্রম

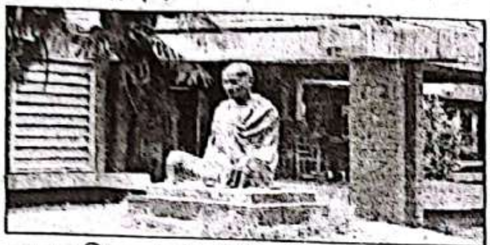

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার জয়াগ বাজার সংলগ্ন সড়কের পাশে জয়াগ গান্ধী আশ্রমের অবস্থান। তৎকালীন জমিদার ব্যারিস্টার হেমন্ত কুমার ঘোষ কর্তৃক উক্ত গান্ধী আশ্রম স্থাপিত হয়। ১৯৪৬ এর শেষের দিকে সারা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। তখন পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব এসে পড়ে নোয়াখালীতে। শান্তি মিশনের অগ্রদূত হয়ে নোয়াখালীতে আসেন অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের পুরোধা মোহনদাশ করম চাঁদ গান্ধী। ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৭ তিনি জয়াগ গ্রামে এসে পৌছান।

সমুদ্র কন্যা হাতিয়া

হাতিয়া বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপাঞ্চল উপজেলা। যেটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের বুকে একটি দ্বীপ। হাটিয়া, হাতি পা, হাতিয়াল খা, হাতিয়ার (তলোয়ারের মতো দেখতে) ইত্যাদি শব্দ হতে হাতিয়া নামের উৎপত্তি বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এটি আয়তনের দিক থেকে নোয়াখালী জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা।

■ স্বর্ণদ্বীপ

এক সময়ের উত্তাল মেঘনার বুকে জেগে উঠা দস্যুবাহিনীর অভয়ারণ্য দুর্গম বিশাল জাহাইজ্যার চর বর্তমানে সমৃদ্ধ স্বর্ণদ্বীপ। নোয়াখালীর দক্ষিণে আনুমানিক ১৯৭৮ সালের দিকে মেঘনা নদীতে জেগে উঠে এ চর। বর্তমানে এর আয়তন ৪৫০ বর্গকিলোমিটার। ৮ মার্চ ২০১৩ থেকে সেনাবাহিনী চরটিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করে।

■ নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মেঘনা নদীর মোহনায় জেগে ওঠা হাতিয়া দ্বীপের একটি উপদ্বীপ। এ দ্বীপের গভীর অরণ্য, প্রায় ৫,০০০ অধিক চিত্রা হরিণ, বন্য পশু-পাখি ও প্রায় ১২ কিমি বিস্তৃত বালুকাময় সমুদ্র সৈকত যেকোনো প্রকৃতি প্রেমিকে আকৃষ্ট করবে। এখান থেকে উপভোগ করতে পারবেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। ৮ এপ্রিল ২০০১ বাংলাদেশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে।

■ ভাসানচর

বাংলাদেশ নৌবাহিনী মেঘনা অববাহিকার ২টি চর, চর প্রিয়া ও জালিয়ারচর (ঠেংগার চর) এর সম্মিলিত নামকরণ করে ভাসানচর। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বর ইউনিয়নের অন্তর্গত। এটি মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বহুল পরিচিত।

তথ্য কণিকা
- ♦ মিষ্টি আলু উৎপাদনে শীর্ষ জেলা : নোয়াখালী (কৃষি পরিসংখ্যান ২০২২)
- ♦ নোয়াখালীর দুঃখ : নোয়াখালী খাল
- ♦ যে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী নোয়াখালীতে বসবাস করে : বেদিয়া।

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন
(১৯৩৫-১০ ডিসেম্বর ১৯৭১)

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার বাঘপাঁচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে রুহুল আমিন চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। একদিন সবার অলক্ষ্যে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে পড়েন নৌঘাটি থেকে। পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে তিনি চলে যান ত্রিপুরা। এরপর ২নং সেক্টরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যাদেরকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় মোহাম্মদ রুহুল আমিন তাদের অন্যতম।

সার্জেন্ট জহুরুল হক
(৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

নোয়াখালী জেলা শহরের সোনাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামী ছিলেন। কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বন্দী থাকাকালীন তার পাহরায় দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানি সৈনিকের গুলিতে শহীদ হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইকবাল হলটির নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' রাখেন।

মুনীর চৌধুরী
(২৭ নভেম্বর ১৯২৫-১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

তার পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন গোপাইরবাগ গ্রামে। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, বাগ্মী এবং বুদ্ধিজীবী। তার রচিত কবর নাটক পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক। বাংলা টাইপরাইটারের জন্য উন্নতমানের কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন, যার নাম 'মুনীর অপ টিমা'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অন্যতম শহীদ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

পটভূমি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বাংলাদেশের শিশুদের জন্য জাতীয় একাডেমি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই শিশু। এ শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১৮ বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৮ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়।

কার্যাবলি

- শিশুদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বদেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃজনশীল ও সুকুমার বৃত্তিসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ
- শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, বিনোদন ও শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতার উন্নয়ন
- শিশুদের শারীরিক বিকাশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয়, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ
- শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টি ও বিকাশ
- প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
- ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ
- একাডেমির পক্ষে ও একাডেমির জন্য তহবিল, জামানত ও এইরূপ অন্য কোনো দলিল এবং অন্য কোনো স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, একাডেমির নিজস্ব তহবিলের বিনিয়োগ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগসমূহ পরিবর্তন
- জামানতসমূহ ক্রয়-বিক্রয়, অনুমোদন, হস্তান্তর, বিনিময় কিংবা অন্যকোনো প্রকারে তদসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে একাডেমির সম্পত্তিসমূহ জামানত বা বন্ধক প্রদান অথবা অন্যকোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি
- একাডেমির প্রয়োজনে যে কোনো চুক্তি ও প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদন

একাডেমি গঠন

একাডেমির সভাপতি, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ফেলো এবং সদস্য সমন্বয়ে একাডেমি গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি একাডেমির সভাপতি নিয়োগ দিবেন।

একাডেমির বিভাগ

গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ ♦ অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ ♦ জনসংযোগ, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ♦ বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ ♦ সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন ♦ ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা ♦ গ্রন্থাগার ♦ প্রশাসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা। তবে নির্বাহী পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উল্লিখিত বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগ গঠন এবং পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে শিশুদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এর মধ্যে চিত্রাঙ্কন, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, আবৃত্তি, উচ্চারণ ও উপস্থাপনা শৈলী, সরব পাঠ, তবলা, গিটার এবং হাওয়াইয়ান/স্প্যানিশ গিটার, সুন্দর হাতের লেখা, বাঁশি, বেহালা ও দোতারা, স্পোকেন ইংলিশ ও কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ রয়েছে।

ভর্তির নিয়মাবলি : শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তির বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৮ নির্ধারণ করা হয়। ৬-১২ অনূর্ধ্ব-বছর বয়সিরা জুনিয়র শাখায় এবং ১৩-১৮ অনূর্ধ্ব বছর বয়সিরা সিনিয়র শাখায় ভর্তি হতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানসমূহ

শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর । জোবেদা খানম শিশু গ্রন্থাগার । শেখ রাসেল গ্রন্থাগার।

প্রদত্ত পুরস্কার

♦ জাতীয় শিশু পুরস্কার
♦ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার
♦ অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

Fact File

প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি • ইংরেজি : Bangladesh Shishu Academy • প্রতিষ্ঠা : ১৯৭৬ সালে • প্রধান কার্যালয় : শাহবাগ, ঢাকা • নির্বাহী প্রধান : মহাপরিচালক • যে মন্ত্রণালয়ের অধীন : মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় • সচিত্র মাসিক পত্রিকা : শিশু।

দূরন্ত
ভাস্কর : সুলতানুল ইসলাম
অবস্থান : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত একটি দেশ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে ক্যারিয়ার

বছরজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সেসব আয়োজন সুন্দর ও রুচিশীল করতে অনেকেই মুখোমুখি হন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের। এ পেশাটা যেমন চ্যালেঞ্জিং, তেমনি ক্যারিয়ার লাইফ উপভোগ করারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এখানে। সুযোগ রয়েছে নিজের প্রতিভা প্রমাণেরও।

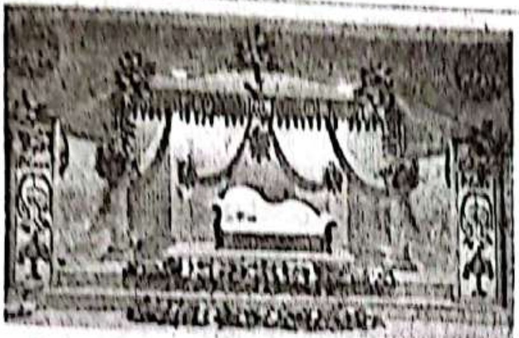

শাব্দিক অর্থে 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' বলতে যে কোনো ঘটনার যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকে বোঝায় বাস্তবিক ধারণাও তাই। সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ঘটনা, অনুষ্ঠান বা কোনো আয়োজন পরিচালনা করাই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

চাকরির ধরন

সময়ের ভিত্তিতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মে চাকরি দুই ধরনের : পার্টটাইম এবং ফুলটাইম। পার্টটাইম আর অস্থায়ী ভিত্তিতে খণ্ডকালীন সময়ের জন্য কাজ করে। সাধারণ, গ্র্যাজুয়েশনে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম জব করে। সেগুলো হলো—

♦ **প্রডাকশন বিভাগ :** এ বিভাগের কাজ মূলত প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, ইভেন্টের কাঠামো তৈরি করা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রেখে অতিথিদের আপ্যায়ন ও চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

♦ **ভিজ্যুয়ালাইজেশন বিভাগ :** ক্লায়েন্টদের পছন্দ বুঝে তার সঠিক রূপায়ণ তথা ক্লায়েন্টরা ঠিক কী ধরনের সেবা চাচ্ছেন এবং ফার্ম কীভাবে তা ম্যানেজ করবে সে বিষয়গুলো কম্পিউটারে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে ভিজ্যুয়ালাইজেশন বিভাগের কাজ।

♦ **লজিস্টিক বিভাগ :** এ বিভাগের কাজ হলো, বড় কোনো ইভেন্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দরকারি জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম সময়মতো সঠিক জায়গায় সরবরাহ করা।

♦ **জনশক্তি বিভাগ :** ইভেন্ট আয়োজনে অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন হয়। এ দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করাই জনশক্তি বিভাগের কাজ।

♦ **মার্কেটিং বিভাগ :** স্পন্সর জোগাড় থেকে শুরু করে জনসংযোগ সামলানো তথা ফার্মের সুনাম রক্ষা করা, মার্কেটিং বিভাগের দায়িত্ব।

সম্ভাবনা

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য রয়েছে প্রচুর কাজের ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের দেশে দিন দিন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের চাহিদা বাড়ছে। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন।

নারীদের জন্য সুযোগ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নারীদের জন্য খুব সম্ভাবনাময় একটা পেশা। কারণ মেয়েরা এখন আর ট্রাডিশনাল পেশা যেমন—চিকিৎসক, শিক্ষিকা হিসেবে নয়; বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করছেন।

যে সকল গুণ থাকা চাই : কমিউনিকেশন স্কিল যাদের ভালো তারা এ পেশায় দ্রুত ভালো করেন। অবশ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পুরো বিষয়টাই নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ওপর।

উদ্যোগ

একটু সাহসী, বুদ্ধিমান ও আত্মবিশ্বাসী হলে নিজ উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম ♦ শুরুর আগে সরাসরি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবসায় না নেমে কিছুদিন জব করে নিতে পারেন ♦ অফিস না নিয়ে অল্প পুঁজিতেও আপনি শুরু করতে পারেন ♦ প্রথমেই বড় কাজ না ধরে ছোট ছোট কাজ দিয়ে শুরু করতে হবে ♦ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম শুরু করতে আপনাকে দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের আগ্রহের বিষয়ে কিংবা তাদের ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। অন্যভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনার ফার্মের প্রচার করলেন, পরবর্তী সময়ে তারা আপনাকে কাজ দিল ♦ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম যত বেশি স্মার্ট এবং দক্ষ হবে তত উন্নত মানের এবং লাভজনক কাজের কন্ট্রাক্ট পাওয়া যাবে।

শুরুটা যেভাবে

যারা এ পেশায় আসতে চান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর শর্টকোর্স করতে পারেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর শর্টকোর্সের আয়োজন করে থাকে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচালনায় আয়োজিত বড় বড় প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করুন।

আয়-রোজগার

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পেশায় আয় ও বেতনের অঙ্কটাও নেহাত কম নয়। শুরুতেই ১৫-২০ হাজার টাকা দিয়ে এ পেশায় আপনি ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন। এরপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেতন বাড়বে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিজস্ব ব্যবসা হলে আয় নির্ভর করে বিনিয়োগ, কাজের সংখ্যা ও পরিমাণের ওপর।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ও বিখ্যাত শহর বেলফাস্ট

পাঠকের জানালা
প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন
শেখ তাহসিন আকিব, যশোর ❙ আলম শেখ ❙ ফারহান আবিদ, লক্ষ্মীপুর সদর ❙ জাহিদ ইকবাল, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ❙ মেজবাহ উল আলম তাসিন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ❙ মুগ্ধ ❙ আমিরুল ইসলাম, চাটমোহর, পাবনা ❙ ফায়সাল আরশাদ দীপ, ময়মনসিংহ ❙ আরিফুল ইসলাম আবির, রংপুর ❙ রাজিব হোসেন, পাবনা

প্রশ্ন: সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম উৎপাদিত উদ্ভিদ কোনটি? রূপচাঁদা মাছের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

উত্তর: সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম উৎপাদিত উদ্ভিদ গাজর (Carrot)। রূপচাঁদা মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Pampus Chinensis*।

প্রশ্ন: এডিসন ক্রিয়া কী?

উত্তর: উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে নিঃসৃত আধান ধনাত্মক প্লেটের দিকে যায় তাই এ আধান ঋণাত্মক। প্লেট ঋণাত্মক হলে ঐ নিঃসৃত আধানকে বিকর্ষণ করে ফলে বর্তনীতে কোনো তড়িৎ প্রবাহ থাকে না। এটাই এডিসন ক্রিয়া নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: ডলার ডিপ্লোমেসি কী?

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসা বাণিজ্য, তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে। কার্যত এ ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে গ্রহীতা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করা হয়। আর এটিই Dollar Diplomacy বা ডলার কূটনীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: পারমাণবিক চুল্লি কী? এর মাধ্যমে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়?

উত্তর: পারমাণবিক চুল্লী একটি যন্ত্র, যা একটি নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু এবং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক চুল্লিতে ফিশান বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটানো হয়। এর ফলে প্রচুর তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে গারো পাহাড়ের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: গারো পাহাড় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত একটি পর্বত শ্রেণি। মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো-খাসিয়া পর্বত শ্রেণির একটি অংশকে গারো পাহাড় বলে। এর কিছু অংশ ভারতের আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, উপজেলায় অবস্থিত। এটা বাংলাদেশের সব থেকে বড় পাহাড়। এছাড়া ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ এবং জামালপুর জেলায় এর কিছু অংশ রয়েছে। গারো পাহাড় এর বিস্তৃতি প্রায় ৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

প্রশ্ন: RAW বলতে কী বোঝায়? এদের কাজ কী?

উত্তর: RAW'র পূর্ণরূপ Research and Analysis Wing। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থার সদর দপ্তর ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। RAW'র প্রাথমিক কাজ হলো ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের তথ্য সরবরাহ করা। বিদেশী সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের তথ্য সরবরাহ করা। ভারতীয় সংসদের কাছে RAW দায়বদ্ধ নয়। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নিকট দায়বদ্ধ।

প্রশ্ন: মেঘ বিস্ফোরণ কী?

উত্তর: মেঘ বিস্ফোরণ (Cloud Blast) হলো অল্প সময়ের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্ষণ। এতে কখনও কখনও শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত হয়, যা প্রবল ও আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ক্লাউড বিস্ফোরণ দ্রুত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন: একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আইনগত ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চাই

উত্তর: নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সকল দায়িত্ব • আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক কার্যাবলী • প্রটোকল দায়িত্ব • পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী • নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলী • যে কোন আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ইন্টারনেট বট কী?

উত্তর: ইন্টারনেট বট হলো এক ধরনের সফটওয়্যার এপ্লিকেশন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টারনেটে বিভিন্ন কাজ করে। ইন্টারনেট-এর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কাজ, যা সাধারণ মানুষের করতে অনেক বেশি সময় দরকার হয়, সেসব কাজ করতে সবচেয়ে বেশি বট ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন: বাংলা ভাষার প্রবর্তক কে?

উত্তর: বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট কোনো প্রবর্তক নেই। ভাষার জনক কেউ না। কেউ ভাষা সৃষ্টি করে না। চলতে চলতে এটা হয়। তবে বাংলা ভাষার সম্মিলিতভাবে প্রবর্তক বলা যায় আর্য ঋষিগণকে।

আপনার যেকোনো জিজ্ঞাসা নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন ca@professorsprokashon.com-এ বা ডাকযোগে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের বর্তমান ফার্স্ট মিনিস্টার মিশেল ও'নিল

CamScanner

বিচিত্র-বিশ্ব

গ্রামের ছেলেকে বিয়ে করলে প্রণোদনা

বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতির দেশ জাপান। দেশটির জনসংখ্যা উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। জাপানে তরুণদের তুলনায় তরুণীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও কাজের ভালো সুযোগের আশায় গ্রাম ও ছোট শহর ছেড়ে বড় বড় শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। নানা ধরনের প্রণোদনা দিয়েও শহুরে নারীদের গ্রামে বসবাস করা পুরুষের সঙ্গে বিয়েতে আগ্রহী করে তোলা যায়নি। এজন্য জাপানের রাজধানী টোকিওর নারীরা গ্রামের পুরুষদের বিয়ে করে বসবাসের জন্য গ্রামে চলে গেলেই মিলবে ছয় লাখ ইয়েন।

৩০ বছর ধরে লটারি কিনে জয়

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের লিচেস্টারের বাসিন্দা কেভিন কনর ৩০ বছর ধরে একই নম্বরে মেগাবাকস লটারি কিনেন। যে নম্বরের একটি অংশ তার স্ত্রীর একসময়ের টেলিফোন নম্বর। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে এ দম্পতির। লটারিতে জিতেন ২৬.৪০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ৩১.৪৬ কোটির বেশি।

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ

২৬ আগস্ট ২০২৪ যুক্তরাজ্যের জন টিনিসউড ১১২ বছর বয়সে পা রাখেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের খাতায় তার নাম উঠে। ২৬ আগস্ট ১৯১২ যুক্তরাজ্যের লিভারপুলে জন্মগ্রহণ করেন জন টিনিসউড। তিনি সাউথপোর্টের একটি বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস করেন। ২০২৪ সালের এপ্রিলে ১১৪ বছর বয়সি হুয়ান ভিসেন্ট পি রেজ মোরার মৃত্যু হলে টিনিসউড বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষের খাতায় নাম লেখান।

পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে বানর

প্রাণিজগতে মানুষ ব্যতীত ডলফিন ও আফ্রিকান হাতিদের একে অন্যকে নাম ধরে ডাকার প্রমাণ পায় গবেষকরা। সম্প্রতি 'সায়েন্স' সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় দেখা যায়, মারমোসেট প্রজাতির বানরেরও রয়েছে এ বিশেষ সক্ষমতা। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের গবেষণায় এ চমকপ্রদ তথ্যটি উঠে আসে।

পায়জামা পার্টি করে বিশ্ব রেকর্ড

ভালো ঘুমের গুরুত্ব তুলে ধরতে নতুন এক উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন আসবাবপত্র প্রতিষ্ঠান ইকেয়া। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি সুইডেনে নিজেদের প্রথম স্টোরে কর্মীদের বিশাল এক মিলন মেলার আয়োজন করে, যেখানে উপস্থিত হয় ২,০৫২ জন কর্মী। যে ধরনের পোশাক পরে মানুষ সাধারণত ঘুমাতে যান। সুইডেনের আলমহুল্টে এ পায়জামা পার্টির আয়োজন করেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখেন ইকেয়া।

সবচেয়ে চওড়া জিহ্বার নারী

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বাসিন্দা ব্রিটনি লাকাও নিজের ৩.১১ ইঞ্চি (৭.৯০ সেমি) চওড়া জিহ্বার কারণে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠান। এর আগে এ রেকর্ডের মালিক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এমিলি শ্লেঙ্কার। তার জিহ্বা ছিল ২.৮৯ ইঞ্চি। প্রায় ১০ বছর এই রেকর্ড তিনি ধরে রেখেছিলেন। সবচেয়ে চওড়া জিহ্বার পুরুষও যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, নাম ব্রিয়ান থমসন। তার জিহ্বা ৩.৪৯ ইঞ্চি চওড়া।

৭ হাজার ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপ

যুক্তরাজ্যের প্রবীণ এক স্কাইডাইভারের নাম মানেত্তে বেইলি। বয়স তার ১০২ বছর। ২৫ আগস্ট ২০২৪ এ নারী জন্মদিনে ছোট্ট একটি উড়োজাহাজ নিয়ে উড়ে যান প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচুতে। এরপর প্যারাস্যুট নিয়ে একজন সহায়তাকারীকে সঙ্গে নিয়ে ২১০০ মিটার বা ৬৯০০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপ দেন তিনি।

৫৪ তলা 'তাসের বাড়ি'

একের পর এক তাস সাজিয়ে মাত্র ৮ ঘণ্টায় ৫৪ তলা তাসের বাড়ি বানিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান যুক্তরাষ্ট্রের ব্রায়ান বার্গ। পেশায় স্থপতি বার্গ একজন তারকা কার্ড-স্ট্যাকিং শিল্পী (যারা তাসের ওপর তাস সাজিয়ে নানা আকৃতির কাঠামো তৈরি করেন)। তার এই রেকর্ড অনেককেই বিমোহিত করেছে। তার তৈরি কাঠামোটি কতটা দৃঢ়, সেটা প্রমাণে শেষে তিনি সেটির মাথায় একটি মুঠোফোন রাখার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেন। সেই চ্যালেঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে উতরে যান তিনি।

ছয় 'স্ত্রী' ১০ হাজার বাচ্চা

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ কুমির 'হেনরি'। বিখ্যাত শিকারি হেনরি নিউম্যানের নামে এটির নাম রাখা হয়। ১৬ ফুট লম্বা, ৭০০ কেজি ওজনের এ প্রাণীর বয়স এখন ১২৩ বছর। হেনরি দক্ষিণ আফ্রিকার স্কটবার্গের ক্রোকওয়ার্ল্ড কনজারভেশন সেন্টারে রয়েছে। সেখানে রয়েছে তার ছয় 'স্ত্রী' এবং ১০,০০০ বেশি বাচ্চা কাচ্চা! হেনরির জীবন শুরু হয় বতসোয়ানার ওকাভাঙ্গো বদ্বীপে, যেটি এখন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০ কুমিরটির জন্ম। বিশ্বাস করা হয় যে হেনরিই এখন বিশ্বে জীবিত সবচেয়ে বয়স্ক কুমির।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রথম ফার্স্ট মিনিস্টার ডেভিড ট্রিম্বল

www.advillagebd.com

advillage

We
Have been
providing 360°
Marketing
Soloutiuons for
over 15 years.

- OUTDOOR BRANDING
- EVENT & ACTIVATION
- CREATIVE DESIGN
- PRINTING
- MEDIA & DIGITAL

SCAN QR CODE & VISIT OUR WEBSITE

VILLAGE GROUP

advillage limited
CANDLE
HOLIDAY Village
OUTDOOR Odyssey

Floor 03, House: 24, Road: 01, Block: B, 3rd Floor, Niketan, Gulshan-1, Dhaka - 1212
Contact: +88 01711 871136, +88 01707 072921-26, E-mail: advillagelimited@gmail.com

CamScanner

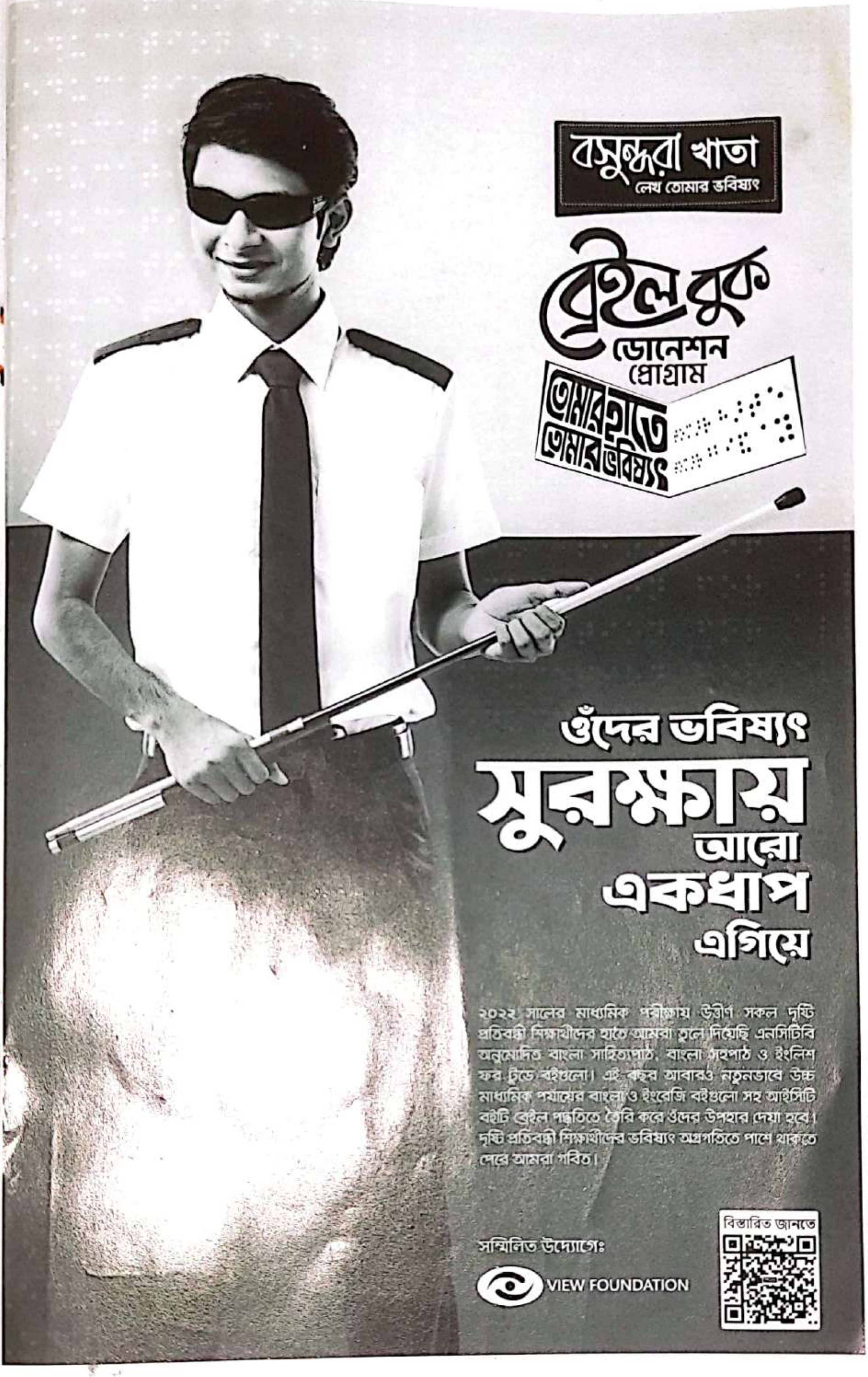
বসুন্ধরা খাতা
লেখ তোমার ভবিষ্যৎ
ব্রেইল বুক
ডোনেশন
প্রোগ্রাম
তোমার হাতে
তোমার ভবিষ্যৎ
ওঁদের ভবিষ্যৎ
সুরক্ষায়
আরো
একধাপ
এগিয়ে
২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি এনসিটিবি অনুমোদিত বাংলা সাহিত্যপাঠ, বাংলা সহপাঠ ও ইংলিশ ফর টুডে বইগুলো। এই বছর আবারও নতুনভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি বইগুলো সহ আইসিটি বইটি ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি করে ওঁদের উপহার দেয়া হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।
সম্মিলিত উদ্যোগেঃ
VIEW FOUNDATION
বিস্তারিত জানতে